উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৪ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 30 July 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 73 COB

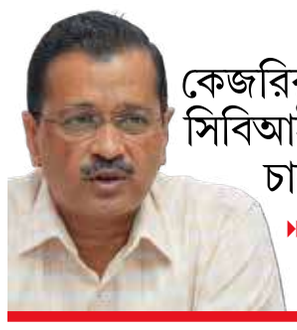

কেজরির বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের চার্জশিট

সাতের পাতায়

স্বাস্থ্য পরিষেবাকে তুলোধোনা করলেন রচনা

পাঁচের পাতায়

হামলার আশঙ্কা

কার্গিলের ধাঁচে জম্মু ও কাশ্মীরে নাশকতার ছক কষেছে পাকিস্তান। কুপওয়াড়া ও আশপাশের জেলাগুলিতে ৬০০ পাক কমান্ডো ঘাঁটি গেড়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে এমন পোস্ট ঘিরে হইচই শুরু হয়েছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

কমিটিতে সুমন

ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গড়ার দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করার জন্য হাউস কমিটি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কমিটিতে সেচমন্ত্রীর পাশাপাশি তিনি আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালকে চেয়েছেন।

বিস্তারিত দশের পাতায়

বাঘ বাঘ তুমি রাঙা অঙ্গার... উইলিয়াম ব্লেকের কালজয়ী 'দ্য টাইগার' কবিতা যেন বাঘের শৌর্যের প্রতীক। বিশ্ব বাঘ দিবসে আলিপুরদুয়ারের ডিমা নদীর চরে বাঘের রাজকীয় মেজাজকে স্বীকৃতি দিল একদল খুদে। সোমবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

টোটোর তাণ্ডব

পুলিশের সামনে যাত্রী নামিয়ে অবরোধ চালকদের

শুভঙ্কর সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৯ জুলাই : বহুদিন ধরেই সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের উদ্যোগী হওয়াটাই যেন কাল হল। টোটোর মাথায় রড, টিন, পাইপ নিয়ে চলাচল সহ টোটো চালানোর ক্ষেত্রে বেশকিছু পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে চালকদের একাংশ দিনহাটার মূল সড়কে রীতিমতো তাণ্ডব চালালেন। সোমবার সকাল ১০টা থেকে দিনহাটা শহরে এসডিও অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে টোটোচালকদের দাদাগিরি চললেও পুলিশ-প্রশাসনকে একরকম নীরব থাকতেই দেখা যায়। এদিনের এই ঘটনার জোরে দিনহাটা-কোচবিহার রুটে যানবাহন চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

গাড়িগুলিকে বাইপাস দিয়ে ঘুরে যাতায়াত করতে হয়। সংহতি ময়দানে কয়েকশ টোটো জড়ো হয়। রাস্তা দিয়ে যেসব টোটো চলাচল করছিল সেগুলিকে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য চালকদের একরকম ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। টোটোর মধ্যে কোনও যাত্রী থাকলে হুমকি দিয়ে তাঁদের নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই তাণ্ডব চলে। ঘণ্টাতিনেক বাদে দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের সঙ্গে কথা বলে টোটোচালকরা বেলা আড়াইটা নাগাদ বিক্ষোভ তুলে নেন।

অভিযুক্তরা টোটোচালকরা অবশ্য কোনও 'তাণ্ডব'-এর অভিযোগ মানতে চাননি। টোটোচালক বিশ্বজিৎ মালাকার বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আমরা মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু মালপত্র টোটোতে নিয়ে যাতায়াত করা যেতেই পারে। কিন্তু রড, বড় প্লাস্টিকের পাইপ এসব টোটোয় তোলা যাবে না। এছাড়াও ১৮ বছরের কম এবং ৬০ বছরের বেশি কেউ টোটো চালাতে পারবেন না বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে পুলিশের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

টোটোর মাথায় রড, টিন, পাইপ নিয়ে চলাচল সহ টোটো চালানোর ক্ষেত্রে পুলিশ সম্প্রতি কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করে। দু'দিন ধরে পুলিশের তরফে মাইকে এটা প্রচার করা হয়। এদিন সকাল থেকে দিনহাটা সংহতি ময়দানে টোটো রাখেন চালকদের একাংশ। এরপর মূল সড়কে চলা টোটো আটকানো শুরু হয়। টোটোতে থাকা যাত্রীদের জোর করে মাঝপথে নামিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলের পড়ুয়াদের টোটো থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। টোটোচালকদের এই বিক্ষোভে দিনহাটা শহরের একাংশ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দিনহাটা শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে গাড়ি চালাচল বন্ধ হয়ে যায়।

হরিবোলা হাট থেকে আসা মাম্পি দাস তাঁর এক বছরের শিশুকে নিয়ে পুঁটিমারির দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, টোটোচালকদের একাংশ দিনহাটা সংহতি ময়দানের সামনে তাঁকে টোটো থেকে নামতে বাধ্য করেন। ব্যাগ ও কোলের সন্তানকে নিয়ে মাম্পি রোদের মধ্যেই টোটো থেকে নামতে বাধ্য হন। এদিন কলেজের পড়ুয়াদের দিনহাটা সংহতি ময়দানের সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীদের যাঁরা টোটো থেকে নামতে চাইছিলেন না টোটোচালকদের একাংশ তাঁদের রীতিমতো হুমকি দেন বলে অভিযোগ। বেলা আড়াইটা নাগাদ পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর বিক্ষোভ ওঠে।

এদিকে, এদিন এভাবে হয়রান হতে হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়। এদিনের ঘটনায় ভুক্তভোগী এই যাত্রী বলেন, 'জরুরি কাজের জন্য টোটোয় উঠেছিলাম। কিন্তু প্রবল গরমের মধ্যে যেভাবে টোটো থেকে নামিয়ে আমাদের সমস্যায় ফেলা হল তার কোনও মানেই হয় না।' একইভাবে হয়রানির শিকার হওয়া কলেজ পড়ুয়ারাও হয়রানির অভিযোগে সরব হন। এক যাত্রী বললেন, 'কেউ যাতে সমস্যায় না পড়েন সেজন্য প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

শিশু সন্তান সহ মাকে নামিয়ে দেওয়া হল টোটো থেকে। সোমবার দিনহাটায়।

ভুগল দিনহাটা

- টোটোর মাথায় নির্মাণসামগ্রী তোলা সহ বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি
- প্রতিবাদে টোটোচালকদের একাংশ দিনহাটার মূল সড়কে তাণ্ডব চালালেন
- সোমবার দিনহাটা শহরের এসডিও অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ঘটনাটি ঘটে
- চলাচলকারী টোটো রুখে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়, নীরব পুলিশ-প্রশাসন

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
GNM ও B.Sc কোর্সে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সেই চক্রের অফিসে তালা

মালদার ঝলঝলিয়া থেকে শুরু করে অসমের করিমগঞ্জ। এই চক্রের ফাঁদে পা দিয়েছেন বিভিন্ন জায়গার বাসিন্দারা। যোগ পাওয়া যাচ্ছে বিহারের মাফিয়াদের সঙ্গে। খবর বের হতেই প্রতারিতদের কেউ কেউ মুখ খুলছেন। ডিগ্রি প্রতারণার অন্দরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : ডিগ্রি জালিয়াতচক্রে বিহার গ্যাংয়ের যোগ। কারবারে বিহারের তিন মাফিয়ার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের একাধিক বড় মাথার খোঁজ মিলেছে। বছর চারেক আগেই বিহার থেকে এসে শিলিগুড়ি শহরে বাড়িভাড়া নিয়ে ঘাঁটি গাড়ে মাফিয়ারা। তারপর ধীরে ধীরে তাদের জাল বিছিয়ে ফেলে। মাটিগাড়ার শপিং মলের অফিস ব্লকের ডেরায় রীতিমতো কলসেন্টার বানিয়ে ফেলেছিল তারা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই অফিস। সোমবার দিনভর খোলা হয়নি অফিসটি।

বিস্ময়করভাবে প্রতারণাচক্রের কাছে বিভিন্ন রাজ্যের সমস্ত স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীদের নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা সহ যাবতীয় তথ্য রয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তথ্য কীভাবে এল প্রতারকদের হাতে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। সরকারি ব্যবস্থাপনাতেও তাহলে কি ছড়িয়ে রয়েছে চক্রের চাঁই? সূত্রের খবর, শপিং মলের ডেরা থেকে প্রতিদিন এক-দেড় হাজার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীকে ফোন করে ভর্তির টোপ দেওয়া হত। তারজন্য বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী নিযুক্ত করেছিল কারবারিরা। তেমনই এক কর্মীর কথা, 'যাতে ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকরা বিশ্বাস করেন, তাই বানিয়ে নানা কথা বলার জন্য আমাদের বলা হয়েছিল। নির্দিষ্ট নম্বর থেকেও ফোন যেত না। ফোন যেত সফটওয়্যারের মাধ্যমে। তাতে কোনও নম্বর দেখা যেত না। তারজন্য অফিসে নানা ধরনের যন্ত্র বসানো হয়েছিল।' এসব কথা জানিয়েছেন যিনি, সেই কর্মী অবশ্য বেগতিক বুঝে সপ্তাহ দুয়েক পরই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ওই ডেরায় কিছুদিন ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন সৌরেন্দ্রকুমার দাস। তাঁর বক্তব্য, 'চক্রের কারবারিরা কিছুদিন আগেই একাধিক সিম কার্ড পুড়িয়ে ফেলেছিল। কেন সেগুলো পোড়ানো হয়েছিল তা আজও বুঝতে পারিনি।'

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, শপিং মলের ডেরা বাদে সেবক রোডের একটি নার্সিং প্রশিক্ষণকেন্দ্রে নিয়মিত আনাগোনা রয়েছে চক্রের কারবারিদের। ওই প্রতিষ্ঠানেই বহু ছাত্রছাত্রীর টাকা লেনদেনও করেছে তারা। দার্জিলিংয়ের এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, ওই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েই তাঁদের কাছ থেকে নার্সিং প্রশিক্ষণে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা নেওয়া হয়েছিল। তবে ভর্তি না হওয়ায় পরে তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সেই নার্সিং প্রাশিক্ষণকেন্দ্রের কোনও শাখা মাটিগাড়ার শপিং মলের অফিস ব্লকে নেই। দুনম্বরি কারবার আড়াল করতেই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে পরিচয় দিত প্রতারকরা। যদিও সেই কেন্দ্রে প্রতারকদের হয়ে কে বা কারা টাকা নিতেন তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে।

এরপর দশের পাতায়

কলসেন্টার

- চক্রের কাছে বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীদের নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা রয়েছে
- স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তথ্য কীভাবে এল প্রতারকদের হাতে, উঠেছে প্রশ্ন
- প্রতিদিন এক-দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীকে ফোন করে ভর্তির টোপ দেওয়া হত
- তারজন্য বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মী নিযুক্ত করেছিল কারবারিরা

কথায় কথায়

নীতি আয়োগ খায় না মাথায় দেয়, প্রশ্ন থাকবে

আশিস ঘোষ

১৯৩৮ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম উঠেছিল কথাটা। দেশ স্বাধীন হলে কোন পথে এগোবে, তার আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন হবে কোন পথে তা ঠিক করে নিতে হবে। কথাটা বলেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু।

তাঁর দীর্ঘ ভাষণে নেতাজি বিস্তারিত বলেছিলেন স্বাধীন ভারতের রূপরেখা কী হবে সে নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা। বলেছিলেন, সংখ্যালঘুদের ভাষা, সংস্কৃতি আর অধিকার রক্ষার কথা। প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা। সেইসঙ্গে বলেছিলেন স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক আর শিল্পের উন্নতির কথা। তাঁর স্পষ্ট মত, প্রথম কাজ দারিদ্র্য দূর করার কাজে হাত দেওয়া। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের প্রসার। আর তাই, তাঁর মতে, প্রয়োজন একটা কমিশনের। একটা বিস্তারিত পরিকল্পনার।

এরপরে নেতাজির উদ্যোগে তৈরি হল প্ল্যানিং কমিশন। কমিশনের মাথায় জওহরলাল নেহরু। ছিলেন মেঘনাদ সাহা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে তৈরি হয়েছিল যোজনা কমিশন। পরের বছর শুরু হল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। গোটা দেশে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক সরকারি শিল্প তৈরি হয়েছিল অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত। এই কমিশন নিয়ে সমালোচনা ছিল না এমন নয়, তবু যোজনা কমিশনের বৈঠকে রাজ্যগুলি তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে কথা বলতে পারত। তাদের হকের পাওনা নিয়ে দরবার করতে পারত। এবং একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে তৈরি হত পাঁচ বছরের ব্লু-প্রিন্ট।

২০১৪ সালে মোদি ক্ষমতায় এসে তাঁর পয়লা লালকেল্লার ভাষণেই কমিশনকে তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ বানানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। একটা নতুন কিছু করার তাড়না এর পিছনে ছিল কি না কে জানে! গালভরা নাম-- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া সংক্ষেপে নীতি। আগে যোজনা কমিশনের হাতে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি বরাদ্দ বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতা থাকত। নীতি আয়োগ শুধুমাত্র থিংকট্যাংকের কাজ করবে। রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত করবে নীতি আয়োগ এমন কথাও বলা হয়েছিল।

এত পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার একটাই কারণ, ক'দিন আগে হয়ে যাওয়া নীতি আয়োগের বৈঠক নিয়ে নানা ঝামেলা। মোদির সরকার বিরোধী রাজ্যগুলিকে বঞ্চনা করছে এই অভিযোগে এক মমতা ছাড়া গোটা দেশের বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীরা নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করেছেন। সেখানে রাজ্যগুলি তাদের চাহিদার কথা বলছে। আয়োগের মাথা প্রধানমন্ত্রী তা শুনেছেন। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের তাতে কতটা কী হল কে জানে। তবে সবাই এটুকু জানে, আয়োগের হাতে দাবিপূরণের কোনও ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। সুতরাং অনেকের মতেই এটা একটা তত্ত্বের কচকচি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপর দশের পাতায়

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন নিয়ে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানকে জানাচ্ছেন রেডিওলজি বিভাগের কর্তা।

মেয়াদ উত্তীর্ণ মেশিনে এক্স-রে, বিপদের ঝুঁকি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ মেশিন দিয়েই বছরের পর বছর ধরে এক্স-রে করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ক্ষতিকর রেডিয়েশনের ফলে রোগীদের মারণ রোগের (ক্যানসার) আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ৪০ বছরেরও বেশি পুরোনো এক্স-রে মেশিনের গুণগত মানের শংসাপত্রও নেই বলে অভিযোগ করেছেন খোদ সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা। সোমবার রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়কে এই অভিযোগ করেছেন তাঁরা। পার্থপ্রতিম অবশ্য বলেছেন, 'দুই বছর পরপর মেশিনের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করা হচ্ছে। এখানে বিকল্প মেশিনও রয়েছে। দু'ভাবেই পরিষেবা দেওয়া হয়।'

টেকনিসিয়ানরা জানিয়েছেন, গুণগতমানের শংসাপত্র ছাড়াই এক্স-রে করার ফলে সেখান থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি রেডিয়েশন হচ্ছে। যার ফলে রোগী ও সেখানকার কর্মীদের শারীরিক নানা সমস্যা দেখা যেতে পারে। চিকিৎসকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার জেলা সভাপতি ডাঃ অমল বসাক বলেছেন, 'মেয়াদ উত্তীর্ণ মেশিন দিয়ে কাজ করা হলে রোগী ও টেকনিসিয়ানদের জেনেটিক, ত্বক সহ রেডিয়েশন সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগ হতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত মেশিনগুলিতে নিয়মিত নজরদারি রাখা।' একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এক্স-রের টেকনিসিয়ান বলেছেন, 'এধরনের সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি টেকনিসিয়ানদের। কারণ তাঁরা সেখানে বেশিক্ষণ থাকেন। রেডিয়েশন বেশি পরিমাণে থাকলে ব্লাড ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।'

এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এমজেএন মেডিকেলের এক্স-রে মেশিন বিকল হয়ে রয়েছে। ফলে প্রচুর রোগী সমস্যায় পড়েছেন। টাকা খরচ করে বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে হচ্ছে। যা নিয়ে জেলা শাসকের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও অভিযোগ জমা পড়েছে। সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে বারবার বলেও সমস্যা না মেটায় সোমবার হাসপাতালে গিয়ে মেজাজ হারান রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। কড়া ভাষায় তিনি এজেন্সির দুই আধিকারিককে একদিনের সময় দেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেশিন ঠিক করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এর আগে রেডিওলজি বিভাগের আধিকারিকরা রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময়ই এক আধিকারিক অ্যানালগ

এরপর দশের পাতায়

এত সস্তা, বাংলাকে ভাগ করবে : মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জুলাই : উত্তরবঙ্গ নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের ছোড়া বলটা এখন তৃণমূলের কোর্টে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়' প্রবাদটা কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় সোমবার পুরোপুরি আগ্রাসী চেহারায় ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সুকান্তের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিজেপিকে যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন বিধানসভায়, 'এত সস্তা, বাংলাকে ভাগ করবে। আসুক বাংলাকে ভাগ করতে। কী করে রুখতে হয় দেখিয়ে দেব।'

উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রকের আওতায় আনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত। তা নিয়ে বিজেপির অন্দরে চরম মতপার্থক্যের সুযোগ নিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। উত্তরবঙ্গের স্বার্থে ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের দাবি, তিস্তার জলবণ্টন ও গঙ্গার জল চুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে আনা সরকারপক্ষের প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধানসভায় আক্রমণাত্মক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, 'বাংলাভাগ করতে আসবে, দেখি কত ক্ষমতা। মাথায় রাখবেন, বিধানসভার বাইরে কিছু হবে না। রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া কিছুই করতে পারবে না বিজেপি।' সুকান্তের প্রস্তাবকে বিভাজনের নীতি হিসাবে তুলে ধরেন তিনি। মমতা বলেন, 'বিজেপি যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি আসনে জিতেছে, সেই উত্তরবঙ্গই এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চিত হয়েছে। লজ্জা লাগা উচিত বিজেপির। ভোট এলেই ভাগাভাগি নিয়ে আসা হয়। একজন বলছেন, মালদা, মুর্শিদাবাদ আলাদা করে দাও। কেউ আবার উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে বলছেন।'

> হড়পায় আর ভারী বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ভেসে যায়। ভুটান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তথ্য যায়। কিন্তু কেন্দ্র আমাদের জানায় না। দু'দেশের নদী কমিশন গড়ে সময়ে সময়ে সেই তথ্য রাজ্যকে জানাতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টির অবস্থান পরিষ্কার। আমরা বঙ্গভঙ্গ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা আলাদা রাজ্য ইত্যাদি চাই না। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, হিন্দু পলায়ন রুখতে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ঘাড় ধরে বের করে দিতে হবে।'

তিস্তার জলবণ্টনে বাংলাদেশে প্রতিনিধিদল পাঠাবে বলে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন খোদ নরেন্দ্র মোদি। বাংলার সঙ্গে কথা না বলে সেই প্রক্রিয়া নিয়ে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ মমতা। এতেও তিনি উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার অভিসন্ধি দেখছেন। বিধানসভায় তিনি বলেন, 'তিস্তায় জল নেই।

এরপর দশের পাতায়

আবার শেষমুহূর্তে গোল হরমনপ্রীতের

প্যারিস অলিম্পিকে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ২৯ জুলাই : দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলেই সুযোগ ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যাওয়ার। এদিন আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হকিতে ১-১ ড্র করে সেই লক্ষ্য প্রায় নিশ্চিত করে ফেলল ভারতের পুরুষ দল। ১.৪৫ মিনিট বাকি থাকতে হরমনপ্রীত সিংয়ের গোল পেনাল্টি কর্নার থেকে।

ম্যাচ শুরুর আগে দল যখন নামছে দেখা গেল, পিআর শ্রীজেশ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি খেলোয়াড়কে উজ্জীবিত করছেন। কিন্তু তাতেও প্রথম কোয়ার্টারের পর অত্যন্ত সাদামাঠা ভারত। বারবার নিজেরাই বলের দখল হারিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিচ্ছিলেন আর্জেন্টিনার হাতে। আর তার জন্যই গোল পেয়ে যায় লিওনেল মেসির দেশ। গোল করেন লুকাস মার্টিনেজ। যদিও গোলটার সময়ে শরীর ফেলতে পারেননি শ্রীজেশ। উলটে তাঁর স্টিকে লেগে বল গোলে ঢুকে যায়। পরে তিনি মিক্সড জোনে এসে নিজেই স্বীকার করলেন, 'টেকনিকাল এররে গোলটা খেয়ে যাই। এটা দুর্ভাগ্যজনক। স্টিকে লেগে বল গোলে চলে যায়। তবে সৌভাগ্য যে ওরা পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোলের সুযোগ নষ্ট করে। কারণ ওই সময়ে ২-০ হয়ে গেলে আমাদের আশা শেষ হয়ে যেত। আমার চেষ্টা ছিল ওদের পেনাল্টি স্ট্রোক যে নিতে আসছে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা। সেটা কাজে লেগে যায়।'

পেনাল্টি কর্নার থেকে সমতা ফেরানোর পর উল্লাস ভারতীয় হকি দলের। সোমবার। ছবি : লোপামুদ্রা তালুকদার

শেষদিকে মরিয়া হয়ে ওঠে ভারত। শেষ প্রায় সাড়ে চার মিনিট বিনা গোলকিপারে খেলে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা সফল এদিন। ৪.৩৫ মিনিট বাকি থাকতে উঠে যান শ্রীজেশ। তারপর বাড়তি খেলোয়াড় নিয়ে আক্রমণে ওঠা মরিয়া ভারতের সামনে চাপে পড়ে যায় আর্জেন্টিনা। ২.০১ মিনিট বাকি থাকতে ক্রমাগত পেনাল্টি কর্নার পেতে থাকে ভারত। শেষপর্যন্ত এই শেষ সময়েই শেষ

এরপর বারোর পাতায়

হকার উচ্ছেদে ফাঁকা বুনিয়াদপুর

বুনিয়াদপুর, ২৯ জুলাই : প্রশাসন থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হয় ছাড়তে হবে ফুটপাথ, না হলে চলবে বুলডোজার। ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অনেক ক্ষেত্রে মানবিক হয়েছে প্রশাসক। উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী সরকারি জায়গা খালি করে দিয়েছেন। কেউবা রুজি রোজগারের তাগিদে যৎসামান্য জায়গা রেখেছেন। খাবার দোকান সহ পান, বিড়ি, সিগারেট, ফাস্ট ফুডের দোকান চোখে পড়ছে না। রাস্তা একেবারে শুনশান। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনের সামগ্রী কিনতে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে চলেছেন। বিশেষ করে সমস্যায় পড়েছে চাপ্রেমী ও ধূমপায়ীরা। শহর দেখলে মনে হবে যেন অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চলছে। এদিকে, উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরা বিকেল হলেই সেখানে ভিড় করছেন যেখানে তাদের দোকান ছিল। তাঁদের চোখে শুধু হতাশা। সংসার চলবে কীভাবে? যাঁরা এখনও ফুটপাথ থেকে দখলমুক্ত করেনি তাঁদের বিরুদ্ধে শনিবারও অভিযান চলে। এদিন অভিযান হয়েছে বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের সামনে। ওই এলাকার ব্যবসায়ী সোনামণি সাহা প্রশাসকের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছুটে আসে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও। ব্যবসার জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানালে প্রশাসন মানবিক হয়। প্রশাসনের কর্তাদের কাছে তাঁরা তিন মাসের জন্য রাস্তার সামনের দিক থেকে ৪২ ফুট ছেড়ে ব্যবসা করার কথা বলেন। পরে প্রশাসনের কর্তারা চলে যায় রশিদপুরে। সেখানে যারা এখনও জায়গা দখলমুক্ত করেনি তাদের অতিসত্বর অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

পুর প্রশাসক কমল সরকার বলেন, ‘ নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণের পর শনিবার এলাকায় গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিছু ব্যবসায়ী এখনও দখলমুক্ত করেননি। তাদের অতিসত্বর দখলমুক্ত করতে বলেছি। কিছু ক্ষেত্রে মানবিক হয়ে আপাতত কিছুদিনের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে বলা হয়েছে। উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য ভাবা হয়েছে। অতিশীঘ্রই তা বাস্তবায়িত হবে।’

সংস্থা আছে, নেই ক্রীড়া পরিচালক

গঙ্গারামপুর, ২৯ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিদ্যালয়গুলির ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, কাবাডি, খোখো সহ নানারকমের খেলা প্রায় সারাবছর ধরেই চলতে থাকে। সেই খেলা পরিচালনার জন্য জেলায় তিন ধরনের সংস্থা রয়েছে। জেলা, মহকুমা ও জোন পর্যায়ের সংস্থা। তবে গঙ্গারামপুর জোনাল পর্যায়ে সব শনিবার খেলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ম্যাচ অফিশিয়াল পাওয়া যাচ্ছে না বলে এবার অভিযোগ করলেন ‘জোনাল কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস’- এর গঙ্গারামপুর জোনাল সেক্রেটারি প্রমোদরঞ্জন প্রামাণিক।

প্রমোদরঞ্জন প্রামাণিক জানান, ‘আমাদের জেলায় মোট আটটি জোন রয়েছে। তার মধ্যে গঙ্গারামপুর একটা জোন। আমরা জোন চালাতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জাজমেন্ট করার যে অফিশিয়াল লাগে তার সংকট দেখা যাচ্ছে। যেসব স্কুল খেলায় অংশগ্রহণ করছে, সেইসব স্কুলের শিক্ষকদের ছাড়ছেন। কিন্তু যাদের দ্বারা খেলা পরিচালিত হচ্ছে তাদের হয়তো টিম নেই, তাদেরকে প্রধান শিক্ষকরা ছাড়তে চাইছেন না। ফলে আমাদের দিক থেকে খেলা পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে।’

কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ পার্থ সরকার বলেন, ‘আমার মনে হয় ডিস্ট্রিক্ট, সাব ডিভিশন, জোনের সেক্রেটারি যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে স্কুলের একটা কমিউনিকেশন গড়ে ওঠা দরকার। তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরকে ছাড়া সম্ভব হবে।’

গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাহুল দেব বর্মন জানান, ‘এবিষয়ে আমার কাছে সেরকম কোনও তথ্য নেই। তবে আমি এটা বলতে পারি আমার স্কুলের গেম টিচার্স, স্পোর্টস টিচার বা এনসিসি টিম। খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কাম্য। খেলাধুলোয় পরিকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে। তবুও জেলাস্তর থেকে যদি স্কুলগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়, তাহলে আমার মনে হয় শিক্ষক না ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই।’

পঞ্চায়েত অফিসে ঝুলছে তালা। সোমবার রসাখোয়ায় তোলা সংবাদচিত্র।

প্রধানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

রসাখোয়া পঞ্চায়েত দপ্তরে তৃণমূলের তালা

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ২৯ জুলাই : সঞ্চালককে অন্ধকারে রেখে পঞ্চায়েতের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার অভিযোগে সোমবার দুপুরে করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝোলালেন তৃণমূলের সদস্যদের একাংশ। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্য হারাধন সিংহের অভিযোগ, ‘রসাখোয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান একনায়কতন্ত্র কায়েম করে নিজের খেয়ালখুশিমতো পঞ্চায়েত চালাচ্ছেন। পঞ্চায়েত সদস্যদের অন্ধকারে রেখে বিভিন্ন কাজ নিজের ইচ্ছে মতো করছেন। রেজোলিউশন খাতায় নকল স্বাক্ষর করেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যাচ্ছেন। টেন্ডার প্রক্রিয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আজ আমরা পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এসেছিলাম। টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হলে প্রধান কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় আমি ও অন্যান্য সদস্যরা মিলিতভাবে অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি।’

> **টেন্ডার প্রক্রিয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আজ আমরা পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এসেছিলাম। টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হলে প্রধান কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় আমরা গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি।**
> **হারাধন সিংহ, তৃণমূল সদস্য**

পঞ্চায়েতের আরেক সদস্য সাহিদ আলম বলেন, ‘পঞ্চায়েত প্রধান সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সঞ্চালক কমিটির সদস্যদের না জানিয়ে সব কাজ করা হচ্ছে। প্রধান এসবের জবাব দিতে না পারায় আজ পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝোলানো হয়।’

পঞ্চায়েত প্রধান সীনা মুর্মু অফিসে তালা ঝোলানোর কথা অস্বীকার করে বলেন, ‘পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পরে সদস্যদের নিয়ে বসে মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।’

এনিয়ে বিজেপি নেতা সত্যনারায়ণ সিংহ বলেন, ‘তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে তালা ঝুলবে এটাই স্বাভাবিক। সবটাই কাটমানির ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোল। কাটমানি না পেলে তালা ঝোলাবে, আবার ভাগ পেলেই খুলে দেবে, এই খেলাই চলছে, চলবেও।’

শিব শৃঙ্গার। সোমবার ছবিটি তুলেছেন বিশ্বজিৎ প্রামাণিক।

প্রয়াত ফুটবলার

গঙ্গারামপুর, ২৯ জুলাই : প্রয়াত হলেন অবিভক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বরেণ্য ফুটবলার জ্যোতিরিন্দ্র চ্যাটার্জি (বাকু)। সোমবার বেলা সোয়া ১১টা নাগাদ কলকাতায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর । তিনি বালুরঘাট টাউন ক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জেলার অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

শ্রাবণী মেলার পথে ভক্তদের ঢল

নিউজ ব্যুরো

২৯ জুলাই : শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবারেও জেলার বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলিতে উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়। কোথাও পায়ে হেঁটে, কোথাও টোটোয় চেপে জল ঢালতে শিবমন্দিরে ভিড় জমালেন ভক্তরা। গৌড়বঙ্গ জুড়ে পুলিশের কড়া প্রহরা ছিল।

শিবডাঙ্গির ঐতিহ্যবাহী তিলভাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির। বামনগোলার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিবডাঙ্গি গ্রামে অবস্থিত এই শিবমন্দিরটি। এই তিলভাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিশালাকার শিবলিঙ্গকে নিয়ে এলাকায় নানা কথন রয়েছে। তাঁদের দাবি, প্রাচীনত্বের দিক থেকে শিবলিঙ্গটি এশিয়া মহাদেশের প্রথম দশটির একটি। এলাকাবাসীর অনেকেই বিশ্বাস করেন, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসে থাকার সময় কিছুদিন এখানে ছিলেন। সেই সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। পরে মন্দিরটি জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার পর পাল যুগের রাজ পরিবার মন্দিরটি খুঁজে পেয়ে পুজোর্চনা শুরু করেন। প্রথম সপ্তাহের মতো এদিন দ্বিতীয় সপ্তাহেও শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ভক্তদের ভিড় জমে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি রবিন থাপা। তিনি শিবডাঙ্গির শিবমন্দির এলাকা পরিদর্শন করেন। ছিলেন বামনগোলা থানার আইসি তরুণকুমার রায়।

প্রথম সপ্তাহের তুলনায় দ্বিতীয় সপ্তাহে অধিক ভক্তের সমাগমে জমজমাট হয়ে উঠল পারপতিরামের শ্রাবণী মেলা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সবচেয়ে বড় শিবমন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য রবিবার রাত থেকে দূরদূরান্তের ভক্তরা পতিরামে আসেন। শ্রাবণী মেলাকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য এদিন আত্রেয়ী নদীর ঘাট থেকে শুরু করে মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পতিরাম থানার পুলিশ, র‍্যাফ, সিভিক ভলান্টিয়ার ও বিএসএফের নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো জানান, ‘দ্বিতীয় সপ্তাহের শ্রাবণী মেলা নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।’

বংশীহারী এবং বুনিয়াদপুর শহরের শিব মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় ছিল লক্ষনীয়। হাটখোলা শিবমন্দির,সরাইহাট শিবমন্দির এবং রশিদপুর শিব মন্দিরেও ভক্তরা ভিড় জমান। ডিটলহাট, দৌলতপুর, বদলপুর, পাথরঘাটা, জোড়দিঘি, সিহল সহ সর্বত্রই শিবমন্দিরে ভক্তদের ভিড় ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

পাশাপাশি রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন মন্দিরে ও বাড়িতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শহরের বাসিন্দা রাখি ঠাকুর জানান, ‘প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। রবিবার বিকেলে পুজোর বাজার নিজের হাতে সেরে এনেছি। সোমবার ভক্তিভরে বাবার পুজো দিলাম।’

এদিন শহরের দেবপুরী শিবমন্দিরে ভিড় জমান ভক্তরা। প্রতি বছর শ্রাবণের সোমবারে এখানে ভক্তদের ঢল নামে।

আজ টিভিতে

রাইয়ের সঙ্গে ক্ষমা চাইতে এসে দুঃসংবাদের মুখোমুখি অনির্বাণ। রাইয়ের দুর্ঘটনার খবরে অবাক সবাই। **মিঠিঝোরা** সোম থেকে শুক্র রাত ৯.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ পাগলু, বিকেল ৪.১৫ রাখীপূর্ণিমা, সন্ধ্যা ৭.১৫ অচেনা অতিথি, রাত ১০.৩০ মন মানে না

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ২.৩০ আজকের সন্তান, বিকেল ৫.৩০ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, সন্ধ্যা ৭.৫৫ গীত সংগীত, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রাখে হরি মারে কে, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ যুদ্ধ, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রতিকার, রাত ১০.০০ মায়ের আঁচল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনন্যা

মন মানে না রাত ১০.৩০ মিনিটে **জলসা মুভিজে**

যুদ্ধ বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

কেদারনাথ বিকেল ৫.১০ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

বালুরঘাটে সরল সব দলের কার্যালয়

বালুরঘাট, ২৯ জুলাই : সরকারি জায়গার উপরে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল একাধিক দলীয় কার্যালয়। প্রশাসনের নজর পড়তেই সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। বুধবার বালুরঘাটে থানা মোড় থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত অভিযানে নামে পুরসভা ও প্রশাসন।

যেখানে আরএসপি, তৃণমূল ও বিজেপির কার্যালয় সরকারি জায়গার উপরে ছিল। আরএসপি নিজেদের উদ্যোগেই নির্ধারিত জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। তৃণমূলের কিছুটা অংশ ভাঙা হয়েছিল সেদিন। বিজেপিকে সময় দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে শুক্রবার বিজেপি তাদের কার্যালয় সরিয়ে নিয়েছে। তৃণমূলও নির্দেশ মেনে তাদের কার্যালয় সরকারি জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

পুরপ্রধান অশোক মিত্র জানান, ‘শুক্রবার বালুরঘাটের সুভাষ কর্নার থেকে ট্যাংক মোড় পর্যন্ত অভিযান চালায় পুরসভা ও প্রশাসন। যেখানে একাধিক ব্যবসায়ীদের সরকারি জায়গা থেকে নির্মাণ সরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ সরকারি নির্দেশ মেনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।’

কন্যাসন্তান বাঁচাও

বালুরঘাট, ২৯ জুলাই : জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের তরফে ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা দিবস উদযাপনের সঙ্গে অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত ও কন্যাসন্তান বাঁচাও বিষয়ের উপরে সচেতনতা শিবির হয়ে গেল বালুরঘাটে। সোমবার দুপুরে শহরের নালন্দা বিদ্যাপীঠ স্কুলে এই তিনটি বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online & offline tenders are being invited from reputed agencies for (a) Supplying Various Laboratory Equipment/Instruments (b) Fire Extinguisher and (c) Establishment and running of Cafeteria/Canteen. For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and **www.ubkv.ac.in**
Registrar (Actg.)

DHUPGURI MUNICIPALITY
Time Extention

Sl. No.	Tender ID
1	2024_MAD_713771_1
2	2024_MAD_713803_1
3	2024_MAD_713813_1
4	2024_MAD_713827_1
5	2024_MAD_713843_1
6	2024_MAD_713857_1
7	2024_MAD_713867_1

Bid submission End Dt.-06.08.24 at 17 hrs.
Sd/-
Chairperson,
BOA, Dhupguri Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে আর্নিং কন্ট্রাক্ট প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। কাজের নাম : মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর অধীনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লট, রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল)-এর পরিচালনার আর্নিং কন্ট্রাক্ট প্রদান। • অকশন ক্যাটালগ নং : এডিভিআরটি-মালদা-২০২৪-, • অকশন শুরু : ০৮.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে।
ক্রমিক নং এবং ক্রম নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন :
মালদা ডিভিশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন
(১) এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএইচ-১৮৬-২৩-১; জামালপুর। (২) এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএইচ-১৮২-২৩-১; জামালপুর। (৩) এএ/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি- এমএলডিটি-ওএইচ-২০৫-২০৫-১; মালদা টাউন। (৪) এএ/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১; ভাগলপুর। (৫) এএ/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএইচ-১৮৫-২৩-১; জামালপুর। (৬) এএ/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১; ভাগলপুর। (৭) এএ/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১; ভাগলপুর। (৮) এএ/৮; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১; ভাগলপুর। (৯) এএ/৯; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-২১৭-২৪-১; ভাগলপুর। (১০) এএ/১০; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএইচ-১৮৭-২৩-১; জামালপুর। (১১) এএ/১১; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-২১৮-২৪-১; ভাগলপুর। (১২) এএ/১২; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১; ভাগলপুর। (১৩) এএ/১৩; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; ভাগলপুর। (১৪) এএ/১৪; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএইচ-১৮৩-২৩-১; জামালপুর। (১৫) এএ/১৫; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএইচ-১৮৪-২৩-১; জামালপুর।
মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন
(১) এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসডি-১৯১-২৩-১; ভাগলপুর। (২) এবি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১; মালদা টাউন।
মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন
(১) এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১; ভাগলপুর। (২) এসি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১; ভাগলপুর। (৩) এসি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১০-২৪-১; ভাগলপুর। (৪) এসি/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১; ভাগলপুর। (৫) এসি/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১; ভাগলপুর। (৬) এসি/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬২-২৩-১; জামালপুর। (৭) এসি/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১; ভাগলপুর। (৮) এসি/৮; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১; ভাগলপুর। (৯) এসি/৯; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১; ভাগলপুর। (১০) এসি/১০; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১; ভাগলপুর। (১১) এসি/১১; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১; জামালপুর। (১২) এসি/১২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১; ভাগলপুর। (১৩) এসি/১৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১; ভাগলপুর। (১৪) এসি/১৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১; ভাগলপুর। (১৫) এসি/১৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১; ভাগলপুর। (১৬) এসি/১৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১; ভাগলপুর।
আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-70/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এয়ারফাইবারে ৩০% ফ্রিডম অফার

নিউজ ব্যুরো

২৯ জুলাই : ভারতে বৃহত্তর ডিজিটাল সোসাইটি গড়তে জিও এবার নিয়ে এসেছে এক অভিনব উদ্যোগ। এবছর স্বাধীনতা দিবসে ৫জি ব্রডব্যান্ড ফাইবারে আছে ফ্রিডম অফার। জিওফাইবার বা এয়ারফাইবারের নতুন গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন এই ব্রডব্যান্ড পরিষেবায় ৩০% ছাড়। অফারটি থাকছে ২৬ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত। ভারতের সবথেকে বড় ও দ্রুত এই ফাইবার ১.২ কোটি পরিবারকে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করে চলেছে। ফাইবারের এই নতুন কানেকশন গ্রহণের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা ইনস্টলেশন চার্জও দিতে হবে না গ্রাহকদের।

পরিষেবা পেতে মিসড কল দিতে হবে ৬০০০৮-৬০০০৮ এই নম্বরে। ১৩টিরও বেশি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সহ অন্য অনেকগুলি সুবিধা পাবেন উপভোক্তারা। তাঁরা মাত্র ২১২১ টাকায় বাড়িতে এই ব্রডব্যান্ডটি নিতে পারবেন।

পলিথিন বিলি

হরিরামপুর, ২৯ জুলাই : হরিরামপুর থানার উদ্যোগে হরিরামপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের ৫০ জন গরিব মানুষের মধ্যে আজ পলিথিন বিলি করা হল।

কর্মপ্রার্থী
পার্টটাইম রান্না করতে চাই, ছোট অফিস বা গৃহস্থ বাড়ি, শিলিগুড়ি। (M) 9775907439. (C/113249)

অ্যাফিডেভিট
আমি (Saumen Mandal) পিতা (Late Sanatan Mondal) ঠিকানা - 3rd Floor, Acropolis Apt, Samajpara, Ward No. 5, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri-735101, WB. নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি দ্বারা Soumen Mondal নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 98/2024 Dated 26/07/2024. Saumen Mandal ও Soumen Mondal একই ব্যক্তি। (C/111706)

Government of West Bengal
EO/GPS/NIET-07(e) of 2024-25, Dt- 29.07.2024
Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Officer, Gazole Malda on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of toilet at different AWC at Gazole Panchayat Samity. Contractors having sufficient credential in this line are eligible for the above work. **Details are available WB tender portal.**
Sd/-
Executive Officer
Gazole Panchayat Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮২৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি
Business Executive পদে অভিজ্ঞ BBA/MBA প্রার্থী আবশ্যক। scchanda98@gmail.com, M : 6296968335. (C/111697)
•
ডোনেশন ছাড়া কোম্পানির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/-, +PF, ESI। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653710700. (C/111565)
•
শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়ার দোকানের জন্য স্থানীয় পুরুষ শ্রমিক চাই। M : 9641618231. (C/111565)
•
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : (M) 9647610774. (C/111564)
•
দিনহাটায় একটি পরিবারের রান্নার কাজের জন্য একজন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি চাই। বেতন - 6,000 টাকা। যোগাযোগ - 9883504950. (C/110774)
•
শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১২,১০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২টা। Ph : 9832009039. (C/111563)
•
Urgently want candidate for Manager & Field Supervisor & Electrician post in North Bengal's best Outdoor Advertising Company. Salary 30k to 50k, must have 2 wheeler. Experience in ad agency first preferable. Contact details: P.S. Enterprise, M. N. Sarkar Road, Chanapatty, Mahananda Para, Siliguri-01, Ph : 7001205004/7557883704/9832181057. (C/111565)

Required
Required Sales Executive for Hardware Fittings in North Bengal (Siliguri, Cooch Behar, Malda etc.) Salary : 20-40K. Contact : 91470 74536, arpit@depo24.in, Date : 3rd Aug, 11 A.M. onwards. (C/111562)

হারানো/প্রাপ্তি
আমি দেবেন রায়। গত 20.7.24 তারিখে ইসলামপুর থেকে মাটিকুন্ডা যাবার পথে বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের মাটিকুন্ডা শাখার একটি MIS সার্টিফিকেট (NO: 5355140015464) আমার পকেট থেকে হারিয়ে যায়। গত 22.7.24-এ এই বিষয়ে ইসলামপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। M : 9635524748. (S/N)

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tendersare invited fromeligible contractors for Electrical work (Tender Id : 2024_SCMFL_722137_1), Renovation of Cold Storage (Tender Id : 2024_SCMFL_722156_1), Construction of Seed Processing Unit (Tender Id:2024_SCMFL_722160_1) and Repairing and Renovation Work of Godown (Tender Id: 2024_SCMFL_722162_1), Details are available from the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
General Manager (Admin)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অর্থব্যয়। বৃষ : খুব কাছের মানুষ আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। প্রেমের সমস্যা কাটবে। মিথুন : ব্যবসার ব্যাপারে কেউ ভুল বোঝাতে পারে। ঘর সারানোয় অর্থব্যয়। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। চোখের সমস্যা আজ কেটে যাবে। সিংহ : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। তবে চিকিৎসায় স্বস্তি। প্রেমের সমস্যা বাড়বে। তুলা : নিজের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখুন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কোনও আত্মীয় আজ আপনাকে ঠকাতে পারে। ধনু : ফেলে রাখা কাজে হাত দিলে সম্পূর্ণ হবে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মকর : মেয়ের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি হবেন। নতুন সম্পর্ক জড়িয়ে পড়তে পারেন। কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে টাকা ধার করতে হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। মীন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনা ঠিক হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ভাঃ ৮ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই ২০২৪, ১৪ শাওন, সংবৎ ১০ শ্রাবণ বদি, ২৩ মহরম। সূঃ উঃ ৫।১০ অঃ ৬।৮। মঙ্গলবার, দশমী সন্ধ্যা ৬।৪৭। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ১।২৩। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ৭।৩২। বণিজকরণ দিবা ৭।৪১ গতে বিষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৬।৪৭ গতে ববকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।২৩ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১২ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১।২৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, সন্ধ্যা ৬।৪৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৪৮ গতে ৮।২৭ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪০ গতে ৯।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ১।২৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সৎসঙ্গের শ্রীশ্রীবড়মা’র শুভ আবির্ভাব দিবস (১৪ শ্রাবণ ১৩০১ আষাঢ় কৃষ্ণা দ্বাদশী)। অমৃতযোগ- ৭।৫৩ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৬ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবস্থান বিক্ষোভ। - সংবাদচিত্র

স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ

ভুল চিকিৎসায় একমাসে তিন মৃত্যু

পার্থসারথি রায়

সিতাই, ২৯ জুলাই : অভিযোগের তালিকাটা বড়। গত এক মাসে ভুল চিকিৎসায় দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুই শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। অথচ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এরকম আরও অভিযোগ রয়েছে। সোমবার এর বিচার চাইতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস। বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন স্থানীয়রাও। বিক্ষোভকারী বিমল বর্মন জানান, আউটডোরে আসা রোগীদের প্রেসক্রিপশনে অনেক বেশি দামের অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লিখছেন চিকিৎসকরা। তিনি বলেন, 'বিএমওএইচ নিয়মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন না। চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে আয়াদের দিয়ে প্রসব করানো হয়। এতে তো বিপদের ঝুঁকি থাকে।'

গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর দিনহাটা-১ ব্লকের বাসিন্দারা তো বটেই সিতাই এবং কোচবিহার সদরের বাসিন্দাদের একাংশও নির্ভরশীল। অনেক গরিব মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে আসেন। এখানে যদি ঠিকঠাক পরিষেবা না মেলে তাহলে তাঁরা নার্সিংহোমে যাওয়ার টাকা কোথা থেকে পাবেন? আরেক বাসিন্দা মোসলেম মিয়াঁ জানালেন, রোগীদের বেসরকারি প্যাথ ল্যাবে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। ফলে যে পরীক্ষা বিনামূল্যে বা কম খরচে হত, সেটাতে অনেক বেশি গাঁটের কড়ি গুনতে হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, রাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক থাকলেও দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। রোগী এলে বন্ধ দরজার ওপার থেকেই কথাবার্তা চলে।

অভিযোগের ঝুলি

- ভুল চিকিৎসায় দুই শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে
- প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও রোগীদের বেশি দামের ওষুধ লিখে দেন চিকিৎসকরা
- বেসরকারি প্যাথ ল্যাবে যেতে বাধ্য করা হয়
- চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে আয়াদের দিয়ে প্রসব করানো হয়

মৃত শিশু গোবিন্দ বর্মনের অভিযোগ, 'আমার ভাইয়ের ছেলেকে সাপে কামড়েছিল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসা না করে ফেলে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর গোবিন্দকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।' আরেক মৃত শিশু মরিয়ম খাতুনের দাদু হুরুল আমেন জানান, তাঁর নাতনি শ্বাসকষ্টের রোগী ছিল। তাকে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে রেফার করলে রাস্তায় মৃত্যু হয়।

এদিন সকাল দশটায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোসানিমারি ১ নম্বর অঞ্চল কমিটির তরফে অবস্থান বিক্ষোভ দেখানো হয়। ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্যা শ্রাবণী ঝা, দিনহাটা-১ (এ) ব্লক সহ সভাপতি মিঠুন চক্রবর্তী, গোসানিমারি ১ অঞ্চল সভাপতি রাখাল রায়, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানিকচন্দ্র বর্মন, তৃণমূল নেতা ভবেনচন্দ্র বর্মন প্রমুখ। শ্রাবণী বলেন, 'অনেকদিন ধরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনিয়ম চলছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা তলানিতে এসে ঠেকেছে। এর বিচার চাইতে আমরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেছি।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'স্থানীয়দের অভিযোগের বিষয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ এবং স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়েছে।'

স্মারকলিপি

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ জুলাই : পাঁচ দফা দাবিতে লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে স্মারকলিপি দিল তৃণমূল কংগ্রেস।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেহাল রাস্তা সংস্কার, একশো দিনের কাজ ও বকেয়া টাকা প্রদান, দলবাজি বাদ দিয়ে আবাস যোজনার প্রকল্প পাইয়ে দিতে সাহায্য করা সহ নানা দাবি তোলা হয় দলের তরফে। এদিন কুশিয়ারবাড়ি দলীয় কার্যালয় থেকে তৃণমূলের কয়েকশো কর্মী-সমর্থক কুশিয়ারবাড়ি বাজারে মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরে কড়া পুলিশ মোতায়েন ছিল। ব্যারিকেড করে তৃণমূল কর্মীদের আটকায় পুলিশ প্রশাসন। এক প্রতিনিধিদল গিয়ে ডেপুটেশন দেয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মালা অধিকারী বলেন, 'দাবিগুলো নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি প্রসেনজিৎ বর্মনের কথায়, 'দ্বারিকামারি ৫৮ নম্বর বুথে নজরুল মিয়াঁর বাড়ি থেকে খগেন বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কথা থাকলেও তা টেন্ডার হওয়া সত্ত্বেও কাজ হয়নি। অবিলম্বে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। এসব অনিয়ম মানা হবে না।'

পুণ্ডিবাড়ির ওসির বদলি নিয়ে চর্চা

শিবশংকর সূত্রধর ও বিধান সিংহ রায়

কোচবিহার ও পুণ্ডিবাড়ি, ২৯ জুলাই : কয়েক মাস ধরে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়েছিল জেলা পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বদলি করা হল পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি হিমাদ্রি ঘোষ। যদিও এটি রুটিন বদলি বলে পুলিশের দাবি। এদিন জেলা পুলিশের কয়েকজন আধিকারিকের রদবদল হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পুণ্ডিবাড়ি এবং মেখলিগঞ্জ থানার ওসি।

হিমাদ্রিকে বর্তমানে 'ল' সেলের ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতদিন সেই দায়িত্ব ছিল সোনম মাহেশ্বরীর ওপর। এবার পুণ্ডিবাড়ির থানার নতুন ওসি হলেন সোনম। মেখলিগঞ্জ থানায় নতুন ওসি হচ্ছেন মণিভূষণ সরকার। গতবছর ৮ সেপ্টেম্বর পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি হিসেবে হিমাদ্রি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রথমবার তিনি ওসি হয়ে খাগড়াবাড়িতে একটি গুলি কাণ্ডের ঘটনার কিনারা করেন। তাছাড়া, বেশ কয়েকটি ডাকাতির ছক বানচাল করার মতো বেশ কয়েকটি কাজে সফল হন।

এরই মধ্যে হিমাদ্রির বদলির নির্দেশে জল্পনা চলছে। পুলিশের দাবি, এটা রুটিন বদলি। যদিও সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঘটনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক মাস আগে এক মহিলার ধর্ষণের অভিযোগ আড়াল করতে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে চুরির মামলা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। তদন্ত করার সময় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ ওঠে। থানায় ধর্ষণের মীমাংসা করে অভিযুক্তকে দিয়ে ভূরিভোজের আয়োজন করার মতো অভিযোগে তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য। এই থানার পুলিশের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। কয়েকদিন আগে থানার কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার অবস্থান আন্দোলনে বসে পড়েছিলেন। তাঁকে মারধরের মতো নানা অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। গত শনিবারও এক মহিলাকে খুনের অভিযোগ না নেওয়ায় রবিবার মৃতের আত্মীয়রা রাজারহাটে মৃতদেহ নিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। পুণ্ডিবাড়ি থানার বিরুদ্ধে এরকম একের পর এক অভিযোগ ওঠার কারণে ওসিকে বদলি করে দেওয়া হল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরি না পাওয়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা দেন জমিদাতা। যার জেরে ১৫ দিন ধরে পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত মা ও শিশুরা। হেলদোল নেই প্রশাসনের। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার পথে নামলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।

রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য ও গৌতম দাস

বক্সিরহাট ও তুফানগঞ্জ, ২৯ জুলাই : প্রতিশ্রুতিমতো মেলেনি চাকরি। ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন জমিদাতারা। ১৫ দিন ধরে তালা ঝুলছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। যার জেরে পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অন্তঃসত্ত্বা, প্রসূতি ও শিশুরা। সমস্যা মেটাতে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার দেওচড়াই - দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধে শামিল হলেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশের তরফে আশ্বাস মেলার পরেই বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই বিক্ষোভের ফলে রাস্তার দু'দিকে যানবাহনের লম্বা লাইন পড়ে যায়। ফলে যানজটে আটকে ভোগান্তির শিকার হন পথচারীরা।

অঙ্গনওয়াড়ি ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় ১৮ বছর আগে চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে জমির খোঁজ শুরু হয়। পরিবারের এক সদস্যকে কেন্দ্রের হেল্পার নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গনওয়াড়ি ভবনের জন্য জমি দান করেন ঘোগারকুঠির বাসিন্দা বৃন্দাবন বর্মন।

পরে সেই জমিতে তৈরি হয় ২৬৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। শুরু থেকেই ওই কেন্দ্রে বিনা পারিশ্রমিকে হেল্পারের কাজ করে আসছেন বৃন্দাবনের স্ত্রী মিনতি বর্মন।

এ নিয়ে মিনতি বলেন, 'চাকরির প্রতিশ্রুতি মেলায় সেন্টার তৈরির জন্য জমি দান করেছিলাম। শুরু থেকেই পারিশ্রমিক ছাড়াই হেল্পারের কাজ করছি। ১৮ বছর কেটে গেলেও চাকরি মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়েছি।'

দেওচড়াই - দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ। মঙ্গলবার ঘোগারকুঠি। - সংবাদচিত্র

সমস্যা মেটাতে তুফানগঞ্জ-১ এর বিডিও এবং সিডিপিওর কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন কমলা সরকার ব্যাপারী নামের এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। এরপরও জট কাটাতে উদ্যোগী হননি প্রশাসনের কেউই। কমলার কথায়, 'কেন্দ্রে তালা ঝোলানোয় সেখানকার সমস্ত চাল-ডাল তালাবন্ধ অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে।'

সোমবার বেঞ্চ পেতে দেওচড়াই-দিনহাটা সংযোগকারী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামের মহিলারা।

বিক্ষোভকারী মণিকা বর্মন বলেন, 'দিন ১৫ ধরে শিশুখাদ্য মিলছে না অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। তাই দিদিমণি গ্রামবাসীদের বাড়িতে বসে ক্লাস করিয়ে বাড়ি ফিরে যান।' অপর এক বাসিন্দা সোমা পাল বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু ও মায়েদের খাবার অমিল। বিষয়টি নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। তাই আমরা আন্দোলনে নেমেছি। দ্রুত সমস্যা না মিটলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির সভাপতি বিউটি খাতুনের কথায়, 'গত ১৮ জুলাই থেকে ২৬৩ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জমিদাতা তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশুরা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছেন না। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় গ্রামবাসীরা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন।' যদিও এ নিয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী বলেন, 'দ্রুত পরিষেবা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ঘরে ফেরেননি 'অপহৃত' প্রধান

বক্সিরহাট, ২৯ জুলাই : প্রধানের স্ত্রী থানায় তৃণমূলের হাতে স্বামীর অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নাটকীয়ভাবে বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায় তৃণমূলে যোগ দেন। সোমবার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন সুদর্শনের স্ত্রী সুধা রায়।

এবার তাঁর অভিযোগ, গত চারদিন ধরে সুদর্শনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। প্রধানের ফোনও বন্ধ বলে জানান সুধা। স্বামী জীবিত রয়েছেন না মৃত, জানেন না সুদর্শনের স্ত্রী। সুধার কথায়, 'গত শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে থেকে স্বামীকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে যায় তৃণমূলিরা।' অন্যদিকে, বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন। যদিও প্রধানের স্ত্রীর তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'তৃণমূলের সংগঠন এতটাও দুর্বল হয়নি যে কাউকে অপহরণ করে দলে যোগদান করাতে হবে। তৃণমূল এধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ওই পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায়কে কেন্দ্র করে শুক্রবার দিনভর নাটক চলেছিল। তারপর কেটে গিয়েছে চারটে দিন। এখনও সুদর্শন বাড়ি না ফেরায় চিন্তায় পড়েছে তাঁর পরিবার।

টোটোর বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান

কোচবিহার ব্যুরো

২৯ জুলাই : জাতীয় সড়কগুলিতে অবৈধভাবে টোটো যাতায়াতের ঘটনায় জেলাজুড়ে অভিযানে নামল পুলিশ। সোমবার পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে অভিযান চালানো হয়। জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ থাকলেও বহু চালক সেই নিয়ম মানছেন না বলে অভিযোগ। এদিন জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল, টোটোর পরিকাঠামোগত ত্রুটি সহ বিভিন্ন অভিযোগে সেখানে প্রায় ৪০টি টোটো আটক করা হয়। যদিও স্থানীয় টোটোচালক কলিমুদ্দিন মিয়াঁ, সুভাষ বর্মন, অরুণ দাস, নগেন বর্মনদের দাবি, ঘোকসাডাঙ্গা থেকে জয়ন্তী, শিলডাঙ্গা, পারডুবি, ফালাকাটা, মাথাভাঙ্গা, চৈতন্যেরহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় টোটো নিয়ে যেতে জাতীয় সড়কে উঠতেই হয়।

মাথাভাঙ্গায় টোটো নিয়ন্ত্রণে অভিযানে নামেন ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) কুতুবউদ্দিন খান।

অনুপ্রবেশে ধৃত এক বাংলাদেশি সহ ২

সজল দে ও শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুলাই : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযানে এক বাংলাদেশি মহিলা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে তারা। ধৃত মহিলা বাংলাদেশের খুলনা জেলার রামপল থানার অন্তর্গত খাইলার বাসিন্দা। এছাড়া গ্রেপ্তার হওয়া দ্বিতীয় জনের নাম প্রশান্ত হালদার ওরফে রাজা। প্রশান্ত বর্ধমান জেলার নদনঘাট ধোফার বাসিন্দা। ধৃত বাংলাদেশি মহিলার কাছে যে বাংলাদেশের পরিচয়পত্র আছে তাতে নাম আছে করিমা খাতুন। পাশাপাশি জাল ভারতীয় আধার কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। সেখানে মহিলার নাম রয়েছে সুমি বিশ্বাস। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ধৃত প্রশান্তের সহযোগিতাতেই চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে ওই মহিলা। এছাড়া মহিলার জাল ভারতীয় আধার কার্ড তৈরির পিছনে হাত আছে প্রশান্তর। এমনকি মানব পাচারের সঙ্গেও যুক্ত প্রশান্ত। তাছাড়া চ্যাংরাবান্ধার যে বাড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ সেই বাড়ি থেকেই দুটি ব্যাগে ভর্তি ১২৫০টি চশমাও উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান ওইগুলি চোরাচালান করতে আনা হয়েছিল। ধৃতদের সোমবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এনিয়ে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানান, পুলিশ হেপাজতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। অন্যদিকে চ্যাংরাবান্ধায় ম্যানারবাড়ি এলাকায় ধৃতদের বাড়িওয়ালা হামিদুল মহম্মদের বাড়ি। এদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে তেমন কারও দেখা মেলেনি। কেবলমাত্র ওঁর দুই পুত্রবধূ ও শিশুরা ছিল। ওঁর পুত্রবধূ নুরজাহান বানু বলেন, 'আমার দেওর দেলোয়ারের বন্ধু হিসেবে মাঝেমধ্যে রাজা আমাদের বাড়ি আসত।

পুলিশ হেপাজতে ধৃত দুই। চ্যাংরাবান্দায়। সোমবার। - সংবাদচিত্র

কয়েকদিন আগে এক মহিলাকে নিয়ে এসে বলে চার বছর আগে ওরা পালিয়ে বিয়ে করেছে এবং কলকাতা থেকে আসছে। আমাদের কখনও কিছু সন্দেহ হয়নি। আমাদের সঙ্গেই গত কয়েকদিন থেকে ছিল ওই মহিলা। রাজা রাতে ওর অন্য বাড়িতে চলে যেত। আর দিনে আসত। গতকাল রাতে পুলিশ দেখে চমকে উঠি। তারপর পুলিশের কাছ থেকেই সবটা জানতে পারি।'

ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : সোমবার থেকে সিভিল ডিফেন্স বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্সের অধীনে ৫২ জন তরুণ-তরুণীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহার কন্যাশ্রী ভবনে টানা পাঁচদিন প্রশিক্ষণ হবে। ভূমিকম্প, বন্যা সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে কীভাবে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করতে হবে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা তাঁদের বোঝাবেন। আহত মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা, সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসা দ্রুত শুরু করার বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় স্ট্রেচার না থাকলে কীভাবে সাধারণ সরঞ্জাম দিয়ে স্ট্রেচার তৈরি করে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হবে, সবকিছুই বোঝানো হচ্ছে। জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'জেলায় বর্তমানে প্রায় ৩০০ সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার সবসময় কাজ করেন। নতুনদের তৈরি করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামের শিক্ষিত ও আগ্রহীদের বেছে নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামীতে বিপর্যয় মোকাবিলায় তাঁরা ভলান্টিয়ার হয়ে কাজ করবেন।' সারাবছরই যে কোনও বিপদে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের প্রয়োজন।

১১ বছর পর কার্যালয় পুনরুদ্ধার সিপিএমের

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ২৯ জুলাই : ১১টা বছর। প্রথমে তৃণমূল, তারপর বিজেপির দখলে ছিল সেই কার্যালয়। একের পর এক পালাবদলের পর অবশেষে ফুলবাড়িতে নিজেদের দলীয় কার্যালয় ফিরে পেল সিপিএম। সোমবার সকালে ফুলবাড়ি বাজারের দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে সিপিএমের নেতা ও কর্মী-সমর্থকরা লালঝান্ডা লাগান। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য শশধর বর্মন, হরিপদ বর্ধন ও বিমল বর্মন। এত বছর পর কার্যালয় পুনরুদ্ধার করে সিপিএম নেতা শশধর বর্মন বলেন, '২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ফুলবাড়ি বাজারে আমাদের দলীয় কার্যালয় দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আবার ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির উত্থান ঘটে। এবছরের লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে কার্যালয়টি পড়ে আছে। এই অবস্থায় আমরা কার্যালয়টি পুনরুদ্ধার করেছি। খুব তাড়াতাড়ি এটি নতুন করে রং করা হবে। তারপর এখানেই দলের বিভিন্ন কাজকর্ম চলবে।' এক সময় মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সিপিএমের লালদুর্গ বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের পর সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অন্য দলের দখলে চলে যায়।

ফুলবাড়ি বাজারে কার্যালয় পুনরুদ্ধারের পর উড়ছে সিপিএমের দলীয় পতাকা।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। তখন সিপিএম কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সিপিএমের ওই কার্যালয় চলে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী। ফুলবাড়িতে বিজেপির উত্থানে তৃণমূলের হাতছাড়া হয় ওই কার্যালয়। আর সিপিএম তাদের কার্যালয়ের ধারেকাছে আসতে পারেনি।

এবার গত ৫ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরের দিন ফুলবাড়ি বাজারে বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘর্ষের পর থেকে ওই কার্যালয়টি অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। প্রায় দুই মাস হয় গেল ওই কার্যালয় ফাঁকাই পড়ে। তাই এবার সেটা পুনরুদ্ধার করল সিপিএম।

মানুষের 'দুয়ারে' জেলা পরিষদ

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুলাই : অনেক সময় সঠিক যোগাযোগের কারণে সাধারণ নাগরিক বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রকল্পের শংসাপত্র প্রদান, পরিষেবা সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ শুনতে এবং সেগুলোর সমাধান করতে সোমবার থেকে উদ্যোগ নিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সদস্যা পিংকি সিং রাই বর্মন। তিনি বলেন, 'আমি জনপ্রতিনিধি। মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমার কাজ। তাই এদিন থেকে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে, পড়ুয়াদের সমস্যা সমাধানে প্রতিটি পঞ্চায়েত এবং হাইস্কুলে বসব।'

এদিন তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বসে ছিলেন তিনি। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান গৌতমী দাস, উপপ্রধান বিনয়চন্দ্র সরকার সহ পঞ্চায়েত সদস্য এবং কর্মীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেন পিংকি। তিনি জানান, প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে দুপুর বারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবেন। শুনবেন স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগ। তারপর সেই সমস্যার কথা নোট করে সমাধানের চেষ্টা করবেন। সোমবার গেন্দিগুড়ির সামাদ আলি খন্দকার স্থানীয় একটি স্কুলের সীমানা প্রাচীর এবং একটি বেহাল রাস্তার কথা জানান জেলা পরিষদের সদস্যাকে। তিনি বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। পাকা শ্মশানের দাবি জানালে সুদেব বর্মনকেও আশ্বস্ত করেন।

ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আলোচনায় জেলা পরিষদের সদস্যারা।

পড়ুয়াদের এতদিন বিভিন্ন শংসাপত্র ইস্যু করার ক্ষেত্রে সদস্যার বাড়িতে যেতে হত। এবার থেকে আর সেই কষ্ট করতে হবে না। কারণ পিংকি নিজেই পৌঁছে যাবেন তাঁদের দুয়ারে। ৩১ নম্বর জেলা পরিষদের আওতায় রয়েছে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত।

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ ও ২, ধলপল-১ ও ২ এবং নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত। মঙ্গলবার নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবেন জেলা পরিষদের সদস্যা। প্রতি মাসে একেকটি হাইস্কুলে তিন-চারদিন করে বসার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এতে ছাত্রছাত্রীদের আর কষ্ট করে দূরে গিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে হবে না। জেলা পরিষদের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয়রা।

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
নাগরাকাটা, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫২২৫
নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি
শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা
ডিপার্টমেন্ট অব স্কুল এডুকেশন অ্যান্ড লিটারেসি, ভারত সরকার
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে VI শ্রেণীতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি (২০২৫-২৬)
(২০২৫-২৬) শিক্ষাবর্ষের জন্য সিলেকশন টেস্টের (জেএনভিএসটি) মাধ্যমে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে VI শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আহ্বান করা হচ্ছে।
G20 2023 INDIA
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬.০৯.২০২৪ // পরীক্ষার তারিখ: ১৮.০১.২০২৫

»সাধারণ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য
* প্রতিটি জেলায় কো-এডুকেশনাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল।
* ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল।
* বিনামূল্যে শিক্ষা, থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা।
* মাইগ্রেশন স্কিমের মাধ্যমে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক বিনিময়।
* খেলাধুলার সুযোগ।
* এনসিসি, স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং এনএসএস।

»উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য
গুণগত শিক্ষায় বিশেষ লক্ষ্য যার ফলাফল:
* জেইই মেইন-২০২৪: ৪৩৫২ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১২০৭১ ছাত্রছাত্রী যোগ্যতা অর্জন করেছে (৩৬.৫%)
* জেইই অ্যাডভান্সড-২০২৩: ১২২৮ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৭৯৬ ছাত্রছাত্রী যোগ্যতা অর্জন করেছে (৩২.৩%)
* এনইইটি-২০২৪: ১৯১৮৩ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৪৫২৯ ছাত্রছাত্রী যোগ্যতা অর্জন করেছে (৮১৮%)
* X এবং XII শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষায় সেরা ফলাফল (২০২৩-২৪)
X শ্রেণী: ৯৯.০৯% XII শ্রেণী: ৯৮.৯০%

◇ যোগ্যতা
* যে জেলায় জেএনভি আছে এবং যেখানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সেই জেলায় গভ./গভ. স্বীকৃত স্কুলে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে V শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা এবং জেলার প্রকৃত বাসিন্দারা আবেদনের জন্য যোগ্য।
* প্রতিটি শ্রেণীতে সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষে পাঠরত এবং গভ./গভ. স্বীকৃত স্কুল থেকে III এবং IV শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং জন্মের তারিখ ০১.০৫.২০১৩ থেকে ৩১.০৭.২০১৫ তারিখের মধ্যে হতে হবে। (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত)।

◇ সংরক্ষণ
* গ্রামীণ এলাকার প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ন্যূনতম ৭৫% আসন পূরণ করা হবে।
* সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং দিব্যাঙ্গজন প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ।
* ছাত্রীদের জন্য ন্যূনতম ১/৩ আসন সংরক্ষিত।
HOSTEL

বিশদের জন্য: আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন www.navodaya.gov.in
নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত
সাহায্যকারী নম্বরঃ- 96799-36319, 98323-24013, 86375-89910, 96359-30618, 91234-34839

বিক্ষোভের মুখে কেন্দ্রীয় টিম

জল জীবন মিশনের কাজে গাফিলতির অভিযোগ

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৯ জুলাই : খাতায়-কলমে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে বাসিন্দারা পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে এখনও জলের পাইপলাইন পাতার কাজই শেষ হয়নি। তাই কাজের মান খতিয়ে দেখতে এসে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় টিম ও পিএইচই-র ইঞ্জিনিয়ার। সোমবার শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট লালবাজার গ্রামের ঘটনা। বিক্ষোভের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমেষ রায়, উপপ্রধান গোলাম রব্বানী আহমেদ সহ অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ও কেন্দ্রীয় পরিদর্শক টিমের সমস্যদের উদ্ধার করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে আসেন তাঁরা।

কেন্দ্রীয় পরিদর্শক টিমের তরফে শেখ শাহানাজ আলি বলেন, 'বাসিন্দারা জল পেয়েছেন কি না খতিয়ে দেখতে এসেছি। কিন্তু এই গ্রামের বাসিন্দারা জল পাননি।' সেভাবেই দপ্তরে রিপোর্ট দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই গ্রামের কোনও বাড়িতেই জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ কাজের বরাদ্দ হওয়া অধিকাংশ টাকাই তুলে নিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। এদিন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় টিম আসতেই এলাকাবাসীর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় পরিদর্শক টিম যেহেতু এলাকা চেনে না। তাই তাদের ছাট লালবাজার গ্রাম থেকে অন্য এলাকায় নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা। বিষয়টি জানার পরই এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দা আরিফ মহম্মদের অভিযোগ করেন, 'কাজের বরাদ্দ টাকা তুলে নিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। অথচ গ্রামের কেউই জল পান না।' তাঁর কথায়, 'এখনও পাইপলাইন বসানোর কাজই শেষ হয়নি।' তিনি জানান, এদিন কেন্দ্রীয় টিম পরিদর্শনে এলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তাই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এখনও কাজটি অসমাপ্ত রয়েছে সেই বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে লিখিত নেওয়ার পরই তাঁদের ছাড়া হয় বলে জানা গিয়েছে। যদিও পিএইচই কোচবিহারের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার রানা দেব জানান, তিনি এক মাস আগে কাজে যোগ দিয়েছেন। ছাট লালবাজার গ্রামের এই প্রোজেক্টটি নিয়ে তাঁর সেরকম ধারণা নেই। তবে দ্রুত কাজটি শেষ করা হবে বলে জানান তিনি।

লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ বলেন, কেন্দ্রীয় পরিদর্শন টিম এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা পরিদর্শনে আসার কথা তাঁকে জানানো হয়নি। তাছাড়া পানীয় জলের ট্যাংকের কাছে ফলকের উপর জল সরবরাহের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর নাম ও মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়েছে। অথচ কারা? কীভাবে? কী ধরনের কাজ করছে এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাঁকে কিছুই জানায়নি। তিনি বলেন, 'এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোনও উত্তর দিতে পারছেন না।' বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হবে বলে জানান তিনি।

ছাট লালবাজার গ্রামে কেন্দ্রীয় পরিদর্শন টিম ও পিএইচই দপ্তরের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। সোমবার।

কোথায় সমস্যা

- কাজ না করে বরাদ্দ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ
- কেন্দ্রীয় টিম ও পিএইচই-র ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনে এলে তাঁদের বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা
- পিএইচই দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ঠিকাদারি সংস্থার যোগসাজশের অভিযোগ

অন্যের বাড়িতে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন জমিদাতারা

হলদিবাড়ি, ২৯ জুলাই : এক সময় যাঁরা প্রকল্প গড়ার প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার জন্য উন্মুখ ছিলেন আজ তাঁরাই মিলিতভাবে বয়কট করছেন। এতে ক্রমেই মাথার উপর থেকে ছাদ হারাচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। কারণ হলদিবাড়ি ব্লকের সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের অধীনে তৈরি হওয়া কেন্দ্রগুলির জমিদাতারা নারাজ। চাকুরির দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন এমনই ৪০ জন ভূমিদাতা। পরিবারের সদস্যের চাকরির দাবিতে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গেটে তালা দিচ্ছেন তাঁরা।

এদিনও অন্যের বাড়ির বারান্দায় বসে শিশুদের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। ব্যাহত হচ্ছে ওইসব কেন্দ্রের শিশুদের পাঠদান ব্যবস্থাও। সোমবার আঙ্গুলদেখা উপবাজার চত্বরে দ্বিতীয় দিনের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ১৭৭ নম্বর সেন্টারের ভূমিদাতা সুশীলচন্দ্র রায়ের কথায়, 'প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকল্পের জমি দিয়েও চাকরি মেলেনি। এই দাবিতে হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা ও সিডিপিও প্রীতম সাঁতরার কাছে দাবিপত্র প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের তরফেও কোনওরকম আশ্বাস মেলেনি। তাই হাইকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিক বলেন, 'বাম আমলে জমির বিনিময়ে চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে আকৃষ্ট হয়ে একটি প্রকল্পে বেশ কয়েকজন জমিদাতা জমি দেওয়ার জন্য তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের পিছন পিছন ঘুরেছিলেন। আজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়ে এমন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' বিডিও রেনজি লামো শেরপা বলেন, 'জমিদাতাদের দাবির বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে।'

হাত-পা বেঁধে বধূকে চুল কেটে নির্যাতন

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৯ জুলাই : দরিদ্র বাবার টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা তাই দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গৃহবধূর চুল কেটে নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ উঠল। দিনহাটার ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাডাঙ্গা এলাকায় এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে। দিন কয়েক আগে দিনহাটার মহিলা থানায় এ নিয়ে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। ওই বধূ তাই পুলিশের ওপরমহলের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দিনহাটা মহিলা থানার ওসি সুনীতি সুব্বা বলেন, '২৫ জুলাই অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের বাড়িতে গিয়ে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, আট বছর আগে ব্রহ্মাণীরচৌকি এলাকার বাসিন্দা ওই বধূর সঙ্গে ভেটাগুড়ির বালাডাঙ্গার এক বাসিন্দার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় ওই বধূর পরিবার তার পরিবারের হাতে বেশ কিছু যৌতুক তুলে দেয়।

ভেটাগুড়ি

অভিযোগ, কিছুদিন পর থেকেই ওই বধূর ওপর অত্যাচার শুরু হয়। স্বামীর পাশাপাশি, শাশুড়ি, পিসিশাশুড়ি এবং ননদের বিরুদ্ধেও ওই বধূর ওপর অত্যাচার চালানোর অভিযোগ ওঠে। তাঁকে মাঝেমধ্যেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হত। টাকার দাবি পূরণ না হলেই তাঁকে মারধর করা হত। সাতদিন আগে নির্যাতন চরমে পৌঁছায়। স্বামী এবং পরিবারের সকলে মিলে তাঁকে হাত-পা বেঁধে মারধর শুরু করে। এরপর ধান কাটার কাঁচি দিয়ে মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়। রাত ৮টার সময় শ্বশুর ওই বধূর হাত-পা থেকে দড়ি খুলে দিলে তিনি কোনওমতে আড়াই কিলোমিটার দূরে বাপেরবাড়ি ব্রহ্মাণীরচৌকিতে পৌঁছান। পরিবারের লোকজন অসুস্থ ওই বধূকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে ওই বধূ দিনহাটা মহিলা থানায় স্বামী, শাশুড়ি, পিসিশাশুড়ি ও পিসতুতো ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে যাতে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় সেই দাবিতে ওই বধূর পরিবার সরব হয়েছে।

জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আত্মসমর্পণ কেএলও ও লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার কমিটির অবস্থান বিক্ষোভ। সোমবার।

ধর্নায় প্রাক্তন কেএলও জঙ্গিরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : চাকরি না হওয়ায় নিয়োগের দাবিতে আত্মসমর্পণ কেএলও ও লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার কমিটি এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলনে বসলেন। সোমবার কোচবিহারে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে সংগঠনের শতাধিক সদস্য আন্দোলনে বসেন। তাঁদের পরিবারের অনেক সদস্যরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে খোলা আকাশের নীচে অনির্দিষ্টকালের আন্দোলনে বসায় কোচবিহার জেলা প্রশাসন যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে। সংগঠনের সভাপতি তুষারকান্তি রায় বলেন, 'নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে চার বছর আগে পুলিশি ভেরিফিকেশন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে আমরা সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে, আমলাদের কাছে, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দপ্তর থেকে বলা হয়, চাকরি দু'দিন, চারদিন বাদে হবে। এইভাবে শুধু ঘুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাকরি পাচ্ছি না। তাই বাধ্য হয়ে এদিন পথে নেমেছি। যতক্ষণ না প্রশাসন থেকে চাকরির বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হচ্ছে ততক্ষণ এখানে থাকব।'

অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসা কেএলও এবং কেএলও লিংকম্যানদের স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন। মূলস্রোতে ফিরে আসা প্রায় ২০০ আত্মসমর্পণকারী কেএলও এবং কেএলও লিংকম্যানদের বেশ কয়েকটি ধাপে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরিও রাজ্য সরকার দিয়েছে। কিন্তু অনেকের এখনও চাকরি হয়নি। আর এতেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ২০০২ সালে আত্মসমর্পণ করা কেএলও তথা সংগঠনের সম্পাদক বিহারী কার্জি, ২০১০ সালে আত্মসমর্পণ করা কেএলও গৌতম রায়প্রধানরা জানান, এর শেষ দেখে ছাড়ব। চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে আমরণ অনশন আন্দোলন করব। তবে বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় এবিষয়ে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিদ্যাসাগর স্মরণ

কোচবিহার ব্যুরো

২৯ জুলাই : জেলাজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস পালিত হল। সোমবার সকালে কোচবিহার শহরের ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটির তরফে দিনটি পালন করা হয়। বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন সংগঠনের সদস্যরা। বিদ্যাসাগরের জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়। আস্থা ফাউন্ডেশনের তরফে পুলিশ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

এদিকে, কোচবিহারের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে বাইরের কিছু ছাত্রছাত্রী বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস পালন করতে গেলে শিক্ষকরা সেখানে বাধা দেন বলে অভিযোগ ওঠে। এবিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন সাহা বলেন, 'ওরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানিয়েই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। তখন এক শিক্ষক তাদের আটকান।'

এদিকে, বিদ্যাসাগর দ্বিশততম জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে দিনহাটার মদনমোহবাড়ি সংলগ্ন বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের জীবনী নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এদিকে, ছাত্র সংগঠন ডিএসও'র হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে দেওয়ানগঞ্জের কার্যালয়ের সামনে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর সেখানে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও পিডব্লিউডি মোড়ে অবস্থিত বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে এক অনুষ্ঠান হয়। ডিএসও এবং ডিওয়াইও-র তরফে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

গাড়ির সংঘর্ষ

ফালাকাটা, ২৯ জুলাই : ফালাকাটা-ধূপগুড়ি সড়কে দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। রবিবারের পর সোমবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি আলাদা দুর্ঘটনা ঘটে এই রাস্তায়। এদিন সকালে বগরিবাড়ি এলাকায় একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়ির সঙ্গে চারচাকার একটি যাত্রীবাহী গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে দুটি গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছোট পণ্যবাহী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঝরাস্তায় উলটে যায়। দুই গাড়ির চালক সামান্য জখম হন। একই রাস্তার বালাসুন্দর এলাকায় কয়েক ঘণ্টা পর ফের একটি এনবিএসটিসি বাসের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা লাগে। এই দুর্ঘটনায় বাসের দুজন যাত্রী সামান্য আহত হন।

দুর্ঘটনা এড়াতে

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুলাই : ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর চ্যাংরাবান্ধার মতো সদা ব্যস্ত জায়গায় সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমস্যা মেটাতে কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সোমবার সন্ধ্যায় পথচলতি সাইকেলের উপরে রিফ্লেকটিভ টেপ লাগানো হয়। এই টেপ লাগানোর ফলে দূর থেকে আলো পড়লে তা জ্বলজ্বল করবে, রাস্তায় সাইকেল আছে বলে বোঝা যাবে। কর্মসূচিতে মেখলিগঞ্জের ট্রাফিক ওসি মহাদেব শীল শামিল ছিলেন।

ডেকোরেটার্স সম্মেলন

নিশিগঞ্জ, ২৯ জুলাই : অত্যাবশ্যক পরিষেবা শিল্প হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি চান ডেকোরেশন ব্যবসায়ীরা। সোমবার কোচবিহার জেলা ডেকোরেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের মাথাভাঙ্গা মহকুমা ১১তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি উঠেছে সংগঠনটির তরফে। এদিন দুপুরে নিশিগঞ্জ নেতাজি সুভাষ সদনে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিমল চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি বিভাসনারায়ণ ঘোষ প্রমুখ। পুজো আসতে আর বেশি দেরি নেই। এই উৎসবের মুখে ডেকোরেটারদের দাবি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বিমল বলেন, 'শিল্পের স্বীকৃতি না মেলায় জেলার ছোট বড় ডেকোরেটাররা পুঁজির অভাবে ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। রাজ্য সরকার এই ব্যবসাকে শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি দিলে সহজে ব্যাংক ঋণ ও সরকারি প্রশিক্ষণ মিলবে। তাই আগামী ৪ অগাস্ট ফের আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে আমরা জেলা কমিটির তরফে বৈঠকে বসব। পুজোর আগেই কোচবিহারের রাজপথে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি জেলার ডেকোরেটারদের।'

তাঁদের আক্ষেপ, শহরে বসতভিটার অল্প জায়গার জন্য এখন অসংখ্য অনুষ্ঠান ভবন তৈরি হচ্ছে। ফলে কাজ হারাচ্ছেন ডেকোরেটাররা। পাশাপাশি নির্বাচন কিংবা কোনও সরকারি অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল তৈরি করেও সঠিক সময় টাকা মেলে না। অন্নপ্রাশন থেকে পুজোর প্যান্ডেল তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলেও তাঁদের তেমন কদর নেই।

পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পর দুজন পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতটিতে আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু প্রধান না আসায় গ্রাম পঞ্চায়েতটি এতদিন তৃণমূল দখলে নিতে পারেনি। তবে সোমবার রাত ৯টা নাগাদ কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীরলা ওরাওঁ ও পঞ্চায়েত সদস্য দীপিকা রায় কোচবিহারে এসে তৃণমূলে যোগ দেন। দলের জেলা কার্যালয়ে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক তথা হিপ্পি। এর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের ১১ ও বিজেপির হাতে থাকল ৮ জন পঞ্চায়েত সদস্য।

টুকরো খবর

মন্দিরে ভিড়

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুলাই : ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা এশিয়ান হাইওয়ের ওপরে চ্যাংরাবান্ধার কলসিবান্ধা শিব মন্দির ভক্তদের ভিড়ে জমজমাট ছিল রবিবার সন্ধ্যা থেকেই। সোমবার সারাদিন ভক্তদের জল ঢালা ও পুজো চলেছে। চ্যাংরাবান্ধার কাছেই জলপাইগুড়ি জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থ জল্পেশ। প্রতিবছর সারা ভারত থেকে শ্রাবণ মাসে ভক্তের ঢল নামে সেখানে জল ঢালতে। মন্দির কমিটির সম্পাদক জগন্নাথ রায় বললেন, 'শ্রাবণ মাসের এই সময় সারা ব্লকের লোকজন তো আসেনই এই মন্দিরে। এছাড়াও জল্পেশ মন্দিরে যেতে অসম সহ পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গার লোকজন এখানে পুজো দিয়ে যান। শ্রাবণ মাসের প্রতি রবিবার সন্ধ্যা থেকে সারারাত ও সোমবার সারাদিন মন্দিরে প্রসাদ বিতরণ ও পুজো চলেছে।' মন্দির কমিটির সভাপতি তারাপদ রায় বলেন, 'বহুকাল আগে থেকেই এখানে শিব মন্দির ছিল। পরবর্তীতে চ্যাংরাবান্ধার ব্যবসায়ীদের এবং স্থানীয় মানুষের সহায়তায় এখানে বড় মন্দির তৈরি হয়।'

সচেতনতা

দিনহাটা, ২৯ জুলাই : ডেঙ্গি সহ বিভিন্ন পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোমবার প্রচার, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও লিফলেট বিলি করল দিনহাটা-২ ব্লকের গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে এদিন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবেক ছিটমহল শিবপ্রসাদ মুস্তফি এলাকার ৩০০ বছরের বেশি পুরোনো শিব মন্দিরে ভিড়কে কাজে লাগিয়ে পুণ্যার্থীদের বিভিন্ন পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহেশচন্দ্র বর্মন, গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিবিডি সুপারভাইজার রফিক ইসলাম, ভিআরপি কর্মী জুয়েল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চোখ পরীক্ষা

পারডুবি, ২৯ জুলাই : সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত হল চক্ষু পরীক্ষা শিবির। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তীর কথায়, 'শিলিগুড়ির একটি সংস্থার সহায়তায় এদিনের এই চক্ষু পরীক্ষা শিবির। শিবিরে বিদ্যালয়ের পাঠরত প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর চোখ পরীক্ষা করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। শিবির মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে।' পড়ুয়া টুম্পা বর্মন, বিপাশা দাস, সম্রাট বর্মনরা খুব খুশি।

সাহায্য

পারডুবি, ২৯ জুলাই : নিবিড় মাছ চাষে আগ্রহ বাড়াতে সোমবার মৎস্য দপ্তরের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উদ্যোগে এক মৎস্যজীবীকে মাছের চারাপোনা ও চুন দিয়ে সাহায্য করা হয়। মৎস্য দপ্তরের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক আধিকারিক ইনশান ওদুদের কথায়, 'এদিন সরকারি নিয়ম মেনে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি এলাকার মৎস্যচাষি কার্তিকচন্দ্র রায়কে সরকারি নিয়ম মেনে ২৫০০ মাছের চারাপোনা এবং ১২০ কেজি চুন দেওয়া হয়।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্বস্তি।। পতিরামে আত্রেয়ী নদীতে ছবিটি তুলেছেন গঙ্গারামপুরের দেবপ্রিয় সরকার।

উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারকে কেন্দ্র করে জটিলতা

ভর্তি শেষ পিবিইউতে, ক্লাস নিয়ে অনিশ্চয়তা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : দেখতে দেখতে মাসখানেকের বেশি হয়ে গেল ভাওয়াইয়া, রাজবংশী, আবৃত্তিতে ডিপ্লোমা কোর্সের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। তবে ক্লাস শুরুর নাম নেই। ভাওয়াইয়া কোর্সের বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিং বেশ কিছুদিন আগেই হয়ে গিয়েছে। রুটিনের অ্যাপ্রুভাল এবং যাঁরা ক্লাস নেবেন, সেটার অনুমতি দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু রেজিস্ট্রার নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে তা ঝুলে রয়েছে। আর রাজবংশী কোর্সে তো সেই মিটিংও হয়নি। ফলে সমস্যায় পড়েছে পড়ুয়ারা। ভাওয়াইয়া কোর্সের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী বিজলি রায়ের কথায়, 'প্রায় মাসখানেক হল ভর্তি হয়েছি। কিন্তু এখনও ক্লাস শুরু হয়নি। কীভাবে পড়াশোনা করব। তাড়াতাড়ি ক্লাস শুরু হলে ভালো হয়।' গত কয়েক মাস ধরে এভাবে চললেও এখনও সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেয়নি পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ।

এ ব্যাপারে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায়কে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পবন প্রসাদ বলেন, 'বিষয়টি আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করছি শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে।' সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক প্রদীপকুমার কর রেজিস্ট্রারের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে উপাচার্যের কাছে চিঠিও পাঠিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কে, সে নিয়েও চিন্তায় অধ্যাপকদের একাংশও।

উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার ইস্যুতে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে জটিলতা ক্রমেই বাড়ছে। সেল্ফ ফিন্যান্স কোর্স তিনটির ক্লাস চালু করা নিয়ে উদাসীন কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। তবে শুধু বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিং ডাকা নয়, ক্লাস শুরুর অ্যাপ্রুভাল নিয়ে জটিলতা, পিএইচডি সংক্রান্ত বিষয়েও সমস্যা বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম, পড়ুয়াদের মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রেও অসুবিধা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাওয়াইয়ার ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম এবং দ্বিতীয় সিমেস্টারের ভর্তির পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। ক্লাস শুরু না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে বেশ কিছুদিন আগেই রেজিস্ট্রারের দপ্তরে চিঠি পাঠানো হলেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক শিক্ষকের কথায়, 'প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আপাতত দুটো ক্লাসই বন্ধ রয়েছে। একসঙ্গে দুটি সিমেস্টারের ক্লাস শুরু হবে। চিঠি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো আছে।' এদিকে, রাজবংশী ভাষার ডিপ্লোমা কোর্সেরও দুটি সিমেস্টারে ভর্তি শেষ। তবে সেক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রারের অনুমতি ছাড়া বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিং করা যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজবংশী ভাষার ডিপ্লোমা কোর্সের পড়ুয়া অপর্ণা রায় বলেন, 'এভাবে আর কতদিন চলবে। শুনেছি প্রশাসনিক জটিলতায় ক্লাস এখনও শুরু হচ্ছে না। শীঘ্র ক্লাস শুরু হলে ভালো হয়।'

প্লাস্টিক দূষণ রুখতে অভিযান

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৯ জুলাই : নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কোদালখেতি ও কানিবিল কঙ্কণগুড়ি গ্রাম দুটি প্লাস্টিকমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। সোমবার কোদালখেতি হরচন্দ্র হাইস্কুলের মাঠে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ ভ্যান আসে। স্কুল চত্বর থেকে প্যাকেটজাত খাবারের প্লাস্টিক সেই ভ্যানে বোঝাই করে গ্রামের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে নিয়ে আসা হয়। এই উদ্যোগ শুধু একদিনের লোকদেখানো নয় বলে দাবি নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নীরেন রায় সরকারের। তিনি বলেন, 'গ্রামে কৃষি ও নিকাশিনালায় প্লাস্টিক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্ষের তেল, মশলা, খাবার সবই এখন প্যাকেটবন্দি অবস্থায় বাজার থেকে গৃহস্থের রান্নাঘরে পৌঁছায়। সেই প্যাকেট বাড়ির পাশে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে কৃষিজমি উর্বরতা হারাচ্ছে। তাই এখন থেকে কোদালখেতি ও কানিবিল কঙ্কণগুড়ি গ্রামের কোথাও প্লাস্টিকের প্যাকেট বা ক্যারিব্যাগ না ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এর মধ্যেই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে দুটি করে বালতি বিতরণ শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীরা পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের প্যাকেট সেই বালতিতে জমা করবেন। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কর্মীরা সেই প্লাস্টিক সংগ্রহ করে রিসাইক্লিংয়ে পাঠাবেন। পঞ্চায়েত প্রধান জানান, প্রথমে দুটো গ্রাম একাজে সফল হলে বাকি গ্রামেও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ওই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় সরকারের বক্তব্য, 'পড়ুয়াদের বিশেষভাবে সচেতন করা হচ্ছে। তারা স্কুল ক্যাম্পাস যেমন পরিষ্কার রাখবে, তেমনি প্লাস্টিক দূষণ রুখতে নিজেদের পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে সচেতনতার প্রচার চালাবে।'

শ্রমিকদের শংসাপত্র বিলি

হাসিমারা, ২৯ জুলাই : সোমবার হাসিমারার এমইএস চৌপথিতে হাসিমারা এমইএস ও বায়ুসেনা ছাউনিতে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের হাতে রাজ্য সরকারের বিমা সুরক্ষা যোজনার শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। এদিন প্রায় ৫০ জন শ্রমিকের হাতে ওই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত হাসিমারা এমইএস এয়ারফোর্স ক্যাজুয়াল লেবার ইউনিয়নের সভাপতি রঘু মিঞ্জ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত হল। এরপর ধাপে ধাপে অন্য শ্রমিকদের হাতেও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। সংগঠনের তরফে শিবির করে শ্রমিকদের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়েছিল আগেই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক কৈলাস ছেত্রী সহ অন্যান্যরা। শংসাপত্র পেয়ে শ্রমিকরা খুশি।

লাম্পি স্কিন সংক্রমণ পশুর

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২৯ জুলাই : বর্ষার শুরুতে কোচবিহারে গবাদিপশুর নতুন এক অসুখ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে গোটা জেলার প্রায় আড়াই হাজার পশু আক্রান্ত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হওয়ায় গো-পালকরা চিন্তিত। যদিও প্রাণী বিজ্ঞানীদের দাবি, এই রোগের বিজ্ঞানসম্মত নাম 'লাম্পি স্কিন ডিজিজ।' এটি ভাইরাসঘটিত ছোঁয়াচে রোগ। আক্রান্ত পশু থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়ায়। শুরু থেকে চিকিৎসা না করালে বাঁচানোর সম্ভবনা খুব কম। সোমবার জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উপ অধিকর্তা ডাঃ মনোজ গোলদার বলেন, এই রোগ প্রতিরোধে সর্বত্র ধারাবাহিক সচেতনতা শিবির ও টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। ইতিমধ্যে এবছর জেলায় নয় লক্ষাধিক টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি বছর ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টিকাকরণ তাঁদের টার্গেট রয়েছে। ইতিমধ্যে ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৩০০ গবাদিপশুর টিকাকরণ হয়ে গিয়েছে। প্রায় আড়াই হাজার রোগাক্রান্ত পশুর চিকিৎসা চলছে। তাদের মধ্যে এক বছর বয়সি বাছুরের সংখ্যা বেশি। এছাড়া, ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ভেড়া ও ছাগলের পিপিআর দেওয়া হয়েছে। গোরুর খুরাই রোগ নিবারণে ৯ লক্ষ ৯ হাজার এফএমডি টিকাকরণ করা হয়েছে। প্রাণী চিকিৎসকদের মতে, এই রোগের লক্ষণ হল প্রথমে শরীরের কোনও একটা অংশ ফোলে। তারপর পা ফোলে। শরীরের একাধিক জায়গায় চামড়া গুটিগুটি আকার ধারণ করে। চামড়া খসে পড়ে ঘা দিয়ে পুঁজ, রক্তক্ষরণ হয়। গোটা শরীর ব্যথা থাকায় আক্রান্ত পশু দাঁড়াতে পারে না। বিশেষ করে বাছুররা বেশি এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফেশ্যাবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রোগ দেখা দিয়েছে। গো-পালক এরশাদ আলি জানান, বাছুরের এই রোগ হয়েছে। চিকিৎসা করেও সারছে না। কী করব বুঝতে পারছি না।

অসুস্থ একটি গোরু। ফেশ্যাবাড়িতে।

কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাণী বিজ্ঞানী ডাঃ রাহুলদেব মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই ছোঁয়াচে রোগের নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধে কিছু চিকিৎসা করাতে হয়। শুরু থেকে চিকিৎসা না করালে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। তাই গো-পালকদের একটু সতর্ক হওয়া জরুরি।' তার পরামর্শ, 'আক্রান্তদের অন্য পশুদের থেকে আলাদা রাখতে হবে। বর্ষার আগে টিকাকরণ করালে রোগ হবে না।' কোচবিহার-২ ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক সৌরভকান্তি বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ব্লকে পশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।'

সন্দেশখালির দায়িত্ব

সন্দেশখালির উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শনিবার সেখানে যাবেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও উত্তর ২৪ পরগনার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

জখম ১২

শনিবার সকালে ডোমজুড়ের কাছে আমতা-শ্যামবাজার রুটের একটি বাস দুর্ঘটনায় ১২ জন আহত হন। তাঁদের ডোমজুড় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুর্ঘটনায় গাড়ি

সোমবার ভোররাতে মা উড়ালপুলে গাড়ি উলটে দুজন যাত্রী জখম হন। পুলিশকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

ব্যাহত ট্রেন

সোমবার বিকালে হাওড়া-আমতা শাখায় বড়গাছিয়া স্টেশনের কাছে রেলের ওভারহেড তারের ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

হাসপাতাল দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ রচনা

কলকাতা, ২৯ জুলাই : হুগলি জেলা হাসপাতালের হাল দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ নবনির্বাচিত হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তিনি হঠাৎই হানা দেন জেলা সদর হাসপাতালে। হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখে বিশেষ করে প্রসূতি বিভাগে নোংরা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে

> হাসপাতালের এই চেহারা কেন? এটা কাম্য নয়। হাসপাতালে কেন ছাগল চরে? ভিডিও তুলে রেখেছি। এতদিন কে ছিল জানি না। হাসপাতাল যেন ঝাঁ চকচকে হয়ে যায়।
>
> **রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *তৃণমূল সাংসদ, হুগলি*

রীতিমতো ভর্ৎসনা করেন হাসপাতাল সুপারকে। কড়া ভাষায় বলেন, 'এসব নোংরা পরিষ্কার করতে হবে।' এদিন হুগলি জেলার উন্নতি ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জেলা শাসক মুক্তা আর্যর সঙ্গে বৈঠক করেন হুগলির সাংসদ। এরপরেই তিনি চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। সম্প্রতি এই হাসপাতালে একদিনে সিজার হওয়ার পর পাঁচ প্রসূতির অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। তাঁদের মধ্যে চারজনকে কলকাতার হাসপাতালে 'রেফার' করা হয়। এর মধ্যে এক প্রসূতির মৃত্যু হয় আরজি কর হাসপাতালে। এই নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় জেলায়। খবর পেয়ে স্বাস্থ্যভবন থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসে তদন্তও শুরু করেছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে যান রচনা।

হাসপাতালে ঢুকেই রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ রচনার। বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় কাগজের বাক্স ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। এই নিয়ে হাসপাতাল কর্মীদের জিজ্ঞাসাও করেন রচনা। বলেন, 'নোংরা কেন দাদা? এসব পরিষ্কার করতে হবে।' কখনও বলেন, 'এখানে কেন বাক্স পড়ে আছে?' মোবাইলে হাসপাতালের ভিতরের ছবিও তুলতে থাকেন। এরপরেই তিনি প্রসূতি বিভাগে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, বাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা নোংরা জায়গায় শুয়ে আছেন। এই পরিস্থিতি দেখেই রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন সাংসদ। পাশে থাকা হাসপাতাল সুপারকে বলেন, 'হাসপাতালের এই চেহারা কেন? এটা কাম্য নয়। হাসপাতালে কেন ছাগল চরে? এর ভিডিও তুলে রেখেছি। এতদিন কে ছিল জানি না। হাসপাতাল যেন ঝাঁ চকচকে হয়ে যায়।' রচনা জানান, তিনি অন্যান্য হাসপাতালও পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাসপাতালের উন্নতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

হুগলির ইমামবাড়া হাসপাতালে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

হারের কারণ জানতে রিপোর্ট তলব মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুলাই : উত্তরবঙ্গে হারের কারণ খুঁজে বের করতে মরিয়া শাসকদল তৃণমূল। প্রায় কোনও নির্বাচনেই দলের ফল ভালো হচ্ছে না। সরকারি পরিষেবার খামতি নেই। তবুও উত্তরবঙ্গবাসীর মন পাওয়া যাচ্ছে না। তৃণমূলের অন্দরের খবর, এটা তাঁর মস্ত বড় অভিমান বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা মনেই রেখেছেন। তবে উত্তরবঙ্গে দলের নেতাদের ভূমিকায় মোটেই খুশি নন তিনি। সোমবার দলীয় সূত্রের খবর, শুধু অখুশি নন, ভোটের ফলে রীতিমতো ক্ষুব্ধ তিনি। উত্তরবঙ্গে এবারও হারের কারণ খুঁজে বের করে তা লিখিতভাবে জমা

উত্তরবঙ্গে বিশেষ নজর

দেওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে বিশেষ কয়েকজন নেতাকে। মুখবন্ধ খামে হারের কারণ জানতে চেয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে তাঁদের কাছে। কোনওভাবে যাতে তাঁদের রিপোর্ট সবাই জানতে না পারে, সেজন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এদিন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, উত্তরবঙ্গের নেতাদের এই 'মুখবন্ধ' খামের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। সেই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গেও যেখানে যেখানে দল ভালো ফল করতে পারেনি, সেখানকার নেতাদের কাছ থেকেও এই ধরনের রিপোর্ট আসছে।

দলীয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে দলের ফল নিয়ে ২০২৬-এর ভোটের আগে বিশেষ কোনও 'ড্যামেজ কন্ট্রোলের' কৌশল নেওয়া যায় কি না তা নিয়ে দলনেত্রী বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। অভিষেক এখন দলে ঝাড়াইবাছাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আইপ্যাক ও দলের রিপোর্ট এখন তাঁর সামনে। ঝাড়াইবাছাইয়ে এবারও উত্তরবঙ্গ বিশেষ স্থানে। উত্তরবঙ্গে দলকে একটা স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আনতে তিনিও দলনেত্রীর মতো সমান আগ্রহী।

দলের খবর, উত্তরবঙ্গে জমি পুনরুদ্ধারে দলনেত্রীর নির্দেশ মতো অভিষেক কী পদক্ষেপ করেন সেটাই দেখার। এই নিয়ে কৌতূহল দলের অন্দরে। নেত্রী চাইছেন, উত্তরবঙ্গে দলকে আবার পুরোনো জায়গায় ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি দলীয়স্তরেও ব্যবস্থা নিতে। অভিষেকের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর দফায় দফায় কথা হচ্ছে।

এবার উত্তরবঙ্গের নেতাদের কড়া নির্দেশ দলনেত্রীর, 'পারফরমেন্স' করতেই হবে। তা না হলে দলের পদে থাকা যাবে না। পদ ছাড়তেই হবে। না ছাড়লে সরিয়ে দেওয়া হবে। দলনেত্রী ও অভিষেকের সব সিদ্ধান্তে এই পথেই এগোচ্ছে দল। কোনও ব্যতিক্রম হবে না। 'পারফরমেন্সই' দলে শেষ কথা। দলের নেতা-নেত্রীদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রাখতে সাধারণ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেলে কিছুতেই দলে থাকা যাবে না।

সোমবার কলকাতার পার্ক সার্কাসের বাংলাদেশ উপদূতাবাসের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ। - রাজীব মণ্ডল

তিন মাস সময় দিলেন বিচারপতি

টেটের শংসাপত্র হস্তান্তরের নির্দেশ

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ২০১৪ সালে টেট পাশ করেও মেলেনি শংসাপত্র। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিলেন, আবেদনকারীরা যাতে অবিলম্বে টেট-এর শংসাপত্র পেয়ে যান, তা সিবিআইকে নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য তিন সপ্তাহ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি। সিবিআইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে পর্ষদকে হস্তান্তর করতে হবে। সেই শংসাপত্র তারপর পরীক্ষার্থীদের দেবে পর্ষদ।

২০১৪ সালের টেট শংসাপত্র সংক্রান্ত মামলায় পর্ষদ পূর্ববর্তী শুনানিতে জানিয়েছিল, তাদের কাছে টেট শংসাপত্র নেই। ওএমআর মূল্যায়নের দায়িত্ব এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির। তবে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তের সময় সিবিআই সেইসব নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে সিবিআইয়ের আইনজীবী পালটা জানান, সমস্ত নথি এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির থেকে পর্ষদের কাছে গিয়েছে।

এদিন পর্ষদের আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁদের কাছে ২৩ জন টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীর তথ্য রয়েছে। বাকিদের তথ্য নেই। সিবিআই সেই তথ্য হস্তান্তর করলে শংসাপত্র দিতে কোনও অসুবিধা নেই। সিবিআইয়ের আইনজীবী এদিনও এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির থেকে বাজেয়াপ্ত চালান আদালতে পেশ করেন এবং উল্লেখ করেন, পর্ষদ নিজেদের ত্রুটি আড়াল করতে সিবিআইয়ের অজুহাত দিচ্ছে। বিচারপতি অবশ্য পর্ষদের আইনজীবীর উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'কীসের ভিত্তিতে প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ? উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়েছে, অথচ পর্ষদের কাছে তথ্য নেই। তাহলে পর্ষদ কী করে জানল, এরা উত্তীর্ণ প্রার্থী?' উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি নির্দেশ দেন, প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার টেট শংসাপত্রের কপি পর্ষদের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে সিবিআইকে। তা থেকে নির্বাচিতভাবে মামলাকারীদের হাতে শংসাপত্র প্রদান করবে পর্ষদ।

বাংলার বিজেপি ১২ সাংসদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের সুরেই এবার নিরাপত্তা, সুরক্ষার স্বার্থে এবং অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মালদা, মুর্শিদাবাদ কয়েকটি এলাকা নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। একদিকে যখন সুকান্ত মজুমদারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের স্বার্থে তাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাবের পরই বাংলার শাসকদলের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে, ঠিক তখনই কেন্দ্রের আরও এক প্রতিমন্ত্রীর পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের দাবি সেই জল্পনাকেই আরও খানিকটা উসকে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এবং বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর সোমবার দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমে বলেন, এই দুই জেলায় অনুপ্রবেশের কারণে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্যে তার মোকাবিলা করারও দাবি জানিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। তবে তিনি বলেন, 'যদিও আমি বঙ্গভঙ্গের কথা বলছি না।'

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শান্তনু ঠাকুর সহ বাংলার বিজেপির ১২ জন সাংসদ। সেখানে তিনি, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও। সিএএ আইনটিকে যাতে আরও সরল করে তোলা যায় এবং যে সমস্ত নাগরিক বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছেন, প্রয়োজনে সেই দেশের সরকারের

সঙ্গে আলোচনা করে যাতে নাগরিকত্ব প্রদান করা যায়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছে সেই বিষয়টিও। শান্তনু ঠাকুর বললেন, এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় দলের উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়েও কথা হয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটা সাংসদকে নিজের নিজের এলাকার উন্নয়নের কথা জানতে চেয়েছেন এবং নিজ নিজ এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, বাংলায় দলের সাংসদদের এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্গাপুজোয় প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় আসার আহ্বানও জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। সূত্রের দাবি, এদিনের বৈঠকে বিজেপি সাংসদদের প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গে যে ফল হয়েছে, তা রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক ফলাফল নয়। বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি।

মুখ্যমন্ত্রীর মাইক বন্ধের প্রতিবাদে প্রস্তাব বিধানসভায়

কলকাতা, ২৯ জুলাই : নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে না দেওয়া নিয়ে সোমবার বিধানসভায় উল্লেখপর্বে বিষয়টি তুললেন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। এই নিয়ে বিধানসভায় নিন্দাপ্রস্তাব আনার জন্যও তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে প্রস্তাব দেন। যদিও এদিন এই নিয়ে অধ্যক্ষ কিছু জানাননি।

শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্বয়ং মমতা। এই ইস্যুতে রবিবার থেকেই রাজ্যের সর্বত্র পথে নেমেছে তৃণমূল। এদিন বিধানসভাতেও উল্লেখপর্বে বিষয়টি উত্থাপন করেন মানস। তিনি বলেন, 'রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি এই ধরনের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রীকে অবমাননা করা হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' তখন সভায় উপস্থিত তৃণমূল বিধায়করা টেবিল চাপড়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। যেহেতু এই বিষয়টি আগে থেকে তালিকাভুক্ত ছিল না, সেই কারণে এদিন এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। মানস বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাই আমি উল্লেখপর্বে বিষয়টি উত্থাপন করেছি। এই নিয়ে নিন্দাপ্রস্তাব আনা হবে কি না তা নিয়ে দল সিদ্ধান্ত নেবে।'

উত্তরে আইআইটি, এইমস চায় বিজেপি

কলকাতা, ২৯ জুলাই : উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত এলাকার দাবি থেকে সরে এসে সেখানে এইমস, আইআইটির মতো প্রতিষ্ঠানের দাবিতে সরব বিজেপি। সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যভাগ নয়, উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিরসনে এইমস, আইআইটি-র মতো কারিগরি প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজ্যকে উদ্যোগী হতে হবে। এই দাবি জানাচ্ছি। একইসঙ্গে অনুপ্রবেশের মতো ইস্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও রাজ্যভাগ ইস্যুতে ভিতরে ও বাইরে দলের দুই অবস্থান আসলে দ্বিচারিতা বলেই মনে করে তৃণমূল।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনে ভারত বিরোধী স্লোগানের প্রতিবাদ জানাতে সোমবার সেদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের দপ্তরে গিয়ে প্রতিবাদ জানাল বিজেপি। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ ১০ বিজেপি বিধায়ক বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

এদিন রাজ্যভাগ ইস্যুতে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে বিজেপির দ্বৈত অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তৃণমূল সহ বাম-কংগ্রেসের মতে, একদিকে দলের তরফে বলা হচ্ছে বিজেপি রাজ্যভাগের বিরোধী। আবার দলের বিধায়করাই বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে কখনও রাজ্যভাগ, কখনও কেন্দ্রশাসিত এলাকার দাবি তুলছেন। এটা দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়।

রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে উত্তরবঙ্গকে রেখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলেছিলাম। শ্যামাপ্রসাদের বাংলাকে আমরা ভাগ করতে চাইনি।' শনিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বঙ্গভঙ্গ ইস্যুতে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছিলেন, তাঁর মনে হয়, দলের সাংসদ-বিধায়করা এই বিষয়ে যা বলেছেন, সেটা তাঁদের ব্যথা-যন্ত্রণার কথা। রাজ্যভাগের দাবি নয়। অথচ তারপরেও রাজ্যভাগ ইস্যুতে দলের

রাজ্যভাগ নিয়ে সাফাই সুকান্তর

বিধায়কদের একসুরে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না। এদিন বিধানসভায় বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র ফের নদিয়া থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এলাকা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত এলাকা গঠনের দাবি তোলেন। পরে এই বিষয়ে বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমার মনে হয়, এটা ওঁর ব্যক্তিগত মত। বিজেপি বঙ্গভঙ্গ, রাজ্যভাগ বা কেন্দ্রশাসিত এলাকা চায় না।'

পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিধানসভার অধিবেশনে দলীয় সদস্যের মন্তব্যকে 'ব্যক্তিগত মত' বলে আড়াল করার চেষ্টা আসলে দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়। আসলে এটাই বিজেপির মত। এটাই ওদের গোপন অ্যাজেন্ডা। বাইরে দল রাজ্যভাগের বিরোধী বলে প্রচার করে সংসদ ও বিধানসভায় রাজ্যভাগের পক্ষে সওয়াল করা।'

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'আমরা চাই, হিন্দু পলায়ন রুখতে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে হবে। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধরে বের করে দিতে হবে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশ রুখতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিজেপির এই অবস্থান নতুন কিছু নয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনও কার্যত যাঁরা পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় সন্ত্রাসের জেরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দিয়ে নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তৈরি। এই আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভাজন করতেই বহিরাগত মুসলিমদের রোহিঙ্গা নামে চিহ্নিত করতে চায় বিজেপি। তাই এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শুভেন্দুর মন্তব্যে নতুন কিছু দেখছে না তৃণমূল। তাদের মতে, কৌশলগত কারণেই হয়তো রাজ্যভাগ ইস্যুতে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে বিজেপি।

বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যে খুব তাড়াতাড়ি বিজেপি সরকার গড়বে।'

সবজি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার রাজপথে কংগ্রেসের বিক্ষোভ। - পিটিআই

উপাচার্যকে হেনস্তার অভিযোগ নজরুলে

আসানসোল, ২৯ জুলাই : টানা ২০ দিন ধরে আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি। সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে চরম বিক্ষোভের মুখে পড়লেন উপাচার্য ডঃ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা আটকে থাকার পর দুপুর দেড়টা নাগাদ উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হন। এসময়ও তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়। তিনি গাড়িতে উঠতে যাওয়ার মুখে রাস্তায় শুয়ে পড়েন পড়ুয়ারা। ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

এ ব্যাপারে উপাচার্য সরাসরি টিএমসিপির দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। তিনি বলেন, 'আমার অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। আমার টেবিল-চেয়ারের সামনে বসে পড়া হয়। আমাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। আমি সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো আটকে ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর পেনশন সহ বেশকিছু কাগজে সই করার দরকার ছিল। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নির্দেশে সেই কাজ করতে এসেছিলাম। কিন্তু তা না করেই ফিরতে হচ্ছে। আন্দোলনের নামে এমন কিছু করা হচ্ছে যেজন্য বাধ্য হয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাচ্ছি।' টিএমসিপির অভিযোগ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, যা বলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। এটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়। এতদিন ধরে যা করেছি সবই পড়ুয়াদের স্বার্থে।

ফের কেঁদে ভাসালেন মানিক

কলকাতা, ২৯ জুলাই : সোমবার জামিন মামলার শুনানি চলাকালীন আবারও কেঁদে ফেলেন মানিক ভট্টাচার্য। এদিন অনলাইনে হাজির ছিলেন তিনি। তাঁর জামিনের বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি। তখন নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক বলেন, 'আমার ছোট ভাই আমার পুত্রসম। সে আমার বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিয়েছে।' এরপরেই কেঁদে ফেলেন। নিয়োগ মামলায় ইডির কাছে মানিকের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁর ভাই হীরালাল ভট্টাচার্য।

তাঁর জামিনের বিরোধিতা করে এদিন ইডির আইনজীবী দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া সহ পিএমএলএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের চারটি মামলা এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মামলার রায়দান উল্লেখ করেন। এই ধরনের আর্থিক দুর্নীতির অপরাধ সমাজে কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তা বলতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল, গৌতম কুণ্ডুর মামলার উল্লেখ করেন তিনি। তারপরই ভার্চুয়ালি নিজের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করেন মানিক। বিচারপতি বলেন, 'ইডির আইনজীবীর বলা শেষ হলে আপনি বলার সুযোগ পাবেন।' শেষপর্যন্ত কিছু নথি দেখানোর জন্য সময় চেয়েছেন ইডির আইনজীবী। মামলাটির পরবর্তী শুনানি ৫ অগাস্ট।

বেতনের নির্দেশ

কলকাতা, ২৯ জুলাই : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস মাইতিকে অবিলম্বে তাঁর প্রাপ্য বেতন মেটানোর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রককে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৯ অগাস্টের মধ্যে যাতে তিনি প্রাপ্য টাকা পেয়ে যান তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

সুন্দরবনে বাঘ বেড়ে ১০১, বক্সায় এক

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৯ জুলাই : বাঘপ্রেমীদের কাছে সুখবর। রাজ্যে বাড়ছে বাঘের সংখ্যা। সুন্দরবন এলাকায় চারবছরে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ১৩টি। ফলে রাজ্যে বর্তমানে মোট বাঘের সংখ্যা ১০২। এর মধ্যে সুন্দরবন এলাকায় ১০১টি ও বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় একটি বাঘ আছে।

রাজ্যে বাঘেদের অবাধ বিচরণভূমি হিসেবে পরিচিত সুন্দরবন। ইউনেসকো সুন্দরবনকে 'হেরিটেজ জোন' বলে স্বীকৃতিও দিয়েছে। সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবীবিখ্যাত। বাঘপ্রেমীরা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আবেদন জানাচ্ছেন। রাজ্য সরকারও চেষ্টা করছে। সুন্দরবনের বাঘ রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে তারা। এর ফলেই সুন্দরবনের বাদাবন এলাকায় মূলত বেড়েছে বাঘের সংখ্যা।

ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশের সুন্দরবনের আয়তন ৬ হাজার ৫১৭ বর্গকিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের আয়তন ৩ হাজার ৪৮৩ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকের সুন্দরবনের অংশই বেশি। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে বাঘের সংখ্যাও বেশি। প্রতি চারবছর অন্তর সুন্দরবনে 'বাঘ সুমারি' বা বাঘ গণনা করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১০ সালে এরাজ্যে বাঘের সংখ্যা ছিল ৭৪। ২০১৪ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৬। ২০১৮ সালে বাঘের সংখ্যা ১২টি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৮। আর ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০২টি। স্বভাবতই বাঘের এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিবেশপ্রেমী বিশেষ করে বাঘপ্রেমীরা ভীষণই খুশি।

আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাঘপ্রেমীরা।

মঙ্গলবার, ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ৩০ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৭৩ সংখ্যা

তাগিদ অদৃশ্য

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'আয়রন লেডি' মার্গারেট থ্যাচার একবার হাউস অফ কমনসে বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'আমরা যেন এই মৌলিক সত্যকে ভুলে না যাই যে, সরকারের কাছে জনগণের অর্থ ছাড়া অন্য কোনও অর্থের উৎস নেই। সরকার নিজে কোনও অর্থ উপার্জন করে না। সরকার যদি আরও বেশি ব্যয় করতে চায়, তবে সেটা শুধু আপনার সঞ্চয় ধার করে বা আপনার উপর কর বসিয়ে করতে পারে। অন্য কেউ টাকা দেবে ভাবাটা অনুচিত।'

মোরারজি দেশাইয়ের রেকর্ড ভেঙে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন টানা সপ্তমবার লোকসভায় যে বাজেট পেশ করলেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বহুকথিত 'অমৃতকাল' ফিকে হয়ে গিয়েছে। ২০৪৭-এর মধ্যে 'বিকশিত ভারত' তৈরির রূপরেখাও অস্পষ্ট। বরং, তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বাজেটে শরিকি চাপের প্রভাব ও চলতি অর্থব্যবস্থার অস্পষ্ট ছবি ধরা পড়ছে। ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান হ্রাসে অর্থমন্ত্রী এবারও ব্যর্থ। ভারতের এক শতাংশ ধনী দেশের মোট আয়ের ২২ শতাংশ ঘরে নিচ্ছেন।

বাজেট এলে মধ্যবিত্ত করদাতারা বড়সড়ো ছাড়ের জন্য হাপিত্যেশ করে থাকেন। এবারের বাজেট নয়া কর ব্যবস্থা চালুতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এতে আমজনতার লাভ না হলেও ধনীদের কোষাগার ভরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। সীতারামনের বাজেটে ব্যক্তিগত আয়কর থেকে সরকারের রাজস্ব দেখানো হয়েছে ১৯ শতাংশ। কর্পোরেট ক্ষেত্র থেকে সেই রাজস্ব ১৭ শতাংশ। ফলে, দেশের রাজস্ব আদায়ে সাধারণ মানুষের অবদান সামান্য হলেও কর্পোরেটের তুলনায় বেশি। বাজেট পর্যালোচনায় এটা পরিষ্কার যে, তৃতীয় মোদি সরকার সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি।

প্রান্তিক শ্রেণির চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট অর্থসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষেত্র পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা বাজেটে অদৃশ্য। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ ধরে বাজেটে মোট ব্যয় গত অর্থবর্ষের তুলনায় মাত্র ৭.১ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তনে সামগ্রিক বরাদ্দ কম রাখা হয়েছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নীতিতে এটা স্পষ্ট যে, পরিকাঠামো, মেট্রো ও জাতীয় সড়ক উন্নয়নে সরকার যত্নবান। তুলনায় মানব পুঁজি নির্মাণে উদাসীন। নয়া কল্যাণমূলক কর্মসূচি, বর্ধিত সামাজিক খাতে ব্যয়, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, উন্নত দেশীয় মূল্য সংযোজন ও রপ্তানি প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির নীতিগুলি শক্তিশালী করতেও সরকারের গাফিলতি স্পষ্ট।

ছোট শিল্পে স্থানীয় ভিত্তিক উৎপাদনকে প্রাসঙ্গিক করতে এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানে সরকারের শেষপর্যন্ত পাশে থাকা জরুরি। তদুপরি, উৎপাদন খাতে কম রপ্তানির মাধ্যমে চিন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা জরুরি। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙেনি।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতীয় নারী মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ কর্মশক্তির জোগানদার। নারী উন্নয়নে মোট বাজেটের মাত্র ৬.৫ শতাংশ অর্থাৎ মাত্র ৩.১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটা দেশের মোট জিডিপি'র এক শতাংশেরও কম। মূল প্রশ্ন, নারী উন্নয়নে সরকারের এই মনোভাব কি আদৌ কাম্য? বাজেটে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকাদের কথা বলা হলেও বেতন কাঠামোয় তাঁরা কোথায়?

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় মহিলা উদ্যোক্তাদের ৬৮ শতাংশ ঋণদানের কথা বলা হলেও তাঁদের উৎপাদিত পণ্য ঠিকমতো বিপণনের ব্যাপারে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নেই বাজেটে। ফলে, আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা নিরর্থক। অর্থমন্ত্রী আর্থিক রোগ নির্ণয় করলেও তা নিরাময়ে প্রস্তুত নন। কিন্তু আমরা এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারি না যে, ভারত জি২০ গোষ্ঠীর সবচেয়ে দরিদ্র, দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। স্বপ্নে জাপান, জার্মানিকে ছাপিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বাস্তবে সেই দিশা দেখানোর তাগিদ সরকারের কোথায়? অন্তত এই বাজেটে তার ইঙ্গিত নেই।

অমৃতধারা

যদি পরীক্ষক সেজে অহংকার নিয়ে সদগুরু কিংবা প্রেমী সাধুগুরুকে পরীক্ষা করতে যাও তবে তুমি তাঁতে তোমাকেই দেখবে, ঠকে আসবে। সদগুরুকে পরীক্ষা করতে হলে তাঁর নিকট সংকীর্ণ-সংস্কারবিহীন হয়ে ভালোবাসার হৃদয় নিয়ে, দীন এবং যতদূর সম্ভব নিরহংকার হয়ে যেতে পারলে তাঁর দয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে। তাঁকে অহং-এর কষ্টিপাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার শিংয়ে খণ্ডবিখণ্ড হন। হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরোয় না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মতো থাকেন, কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমীই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ কর, সৎসঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন।

– শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রকের গুরুত্ব নেই

উত্তরবঙ্গকে ডোনেরের মধ্যে আনার প্রস্তাব সুকান্ত মজুমদারের। অথচ ডোনের নিজেই খয়রাতি সংস্থা হয়ে আছে।

কল্যাণ গোস্বামী

ব্যাপারটা এখন বহু আলোচিত এবং চর্চিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক এক্তিয়ারের মধ্যে রেখে উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রকে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হোক', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এমনই প্রস্তাব দিয়েছেন ডোনের (ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন) মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

আমি উত্তরের অধিবাসী হিসেবে দেখেছি, উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার দাবি বারবার উঠেছে পাহাড়ে। গ্রেটার কোচবিহারকে বঙ্গ থেকে পৃথক করার দাবি আজও রয়েছে। এমনকি, উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্বের একাংশও এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। যদিও রাজ্য বিজেপির তরফে সরকারিভাবে প্রতিবারই দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, বঙ্গভঙ্গের কোনও পরিকল্পনা তাদের নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুকান্ত যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গ আদৌ পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ থাকবে কি না, তা নিয়ে কিন্তু ঘোর সংশয় রয়েছে। একবার উত্তরবঙ্গ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রকের আওতায় এলেই বিভিন্ন দিক থেকে পৃথক রাজ্যের জিগির উঠবে। আর বিজেপি তো সব সময়ই ছোট রাজ্য গঠনের পক্ষে। তাই বাকিটা সোনায় সোহাগা!

দেখুন, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢোকার করিডর হওয়ার কারণে বিভিন্ন দিক দিয়ে সুকান্তের প্রস্তাবে অনেকটাই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। যদি উত্তরবঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে যায়, তা হলে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বরাদ্দ টাকার পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যাবে, সেটা কিন্তু ঠিক কথা। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। বেশ কিছু বাড়তি প্রকল্পও কেন্দ্রের রয়েছে দেশের এই অংশের উন্নয়নের জন্য। ফলে উত্তরবঙ্গকে সরকারি খাতায় উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে ৮টি জেলা উপকৃত হবে।

কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি, এবার বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন খাতে ৫৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যেটা ডোনেরের মাধ্যমে বণ্টন হবে।

তবে একটি রাজ্যের মাত্র কিছু অংশকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার প্রস্তাবটা বেশ অদ্ভুত এবং স্বপ্ন প্রসূত মনে হচ্ছে। আবার অন্যভাবে নজর দিলে, কেন্দ্রের বাজেট পেশ হল মাত্র এক সপ্তাহ আগে। বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশ দুই রাজ্য আলাদা সুবিধা পেল। তখন উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য সুকান্ত বলতে পারতেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হত। সুকান্ত যদি সত্যিই উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন চান, তাহলে কেন প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীকে এই নিরিখে অনুরোধ করলেন না? উত্তরবঙ্গের জন্য সরাসরি প্যাকেজের ব্যবস্থা করে দিলে তো এত বিতর্কই হত না।

তাই এই পদক্ষেপের পিছনে অনেকেই রাজনীতির ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন। বিশেষ করে সুকান্ত এমন একটা সময় সেই প্রস্তাব দিয়েছেন, যখন মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের দাবি, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, অসমের মতো রাজ্যকে বন্যার জন্য বাড়তি টাকা দিলেও উত্তরবঙ্গের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মোদি সরকার। অথচ বাংলা থেকে বিজেপি যে ১২টি আসন জিতেছে, তার মধ্যে ৬টি এসেছে উত্তরবঙ্গ থেকে। বিজেপি উত্তরবঙ্গে শক্তপোক্ত ভোটব্যাংক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যারা সোশ্যাল নেটওয়ার্কে উত্তরবঙ্গকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবিতে অনবরতই মুখর। তাই এটা আপাতভাবে পরিষ্কার যে উত্তরবঙ্গের নিজেদের ভোটব্যাংককে খুশি রাখতেই এই ঘোষণা এবং প্রয়াস। এতে উত্তরবঙ্গে বিজেপির ভোট অবশ্যই আরও বাড়বে।

এবার ডোনেরের নিরিখে বলি, এই মন্ত্রকের কৃতকার্যতা নিয়ে বহুবিধ প্রশ্ন রয়েছে। এই মন্ত্রক শুরু হয় ২০০১ সালে এবং তাঁর উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ ছিল। নেপাল-ভুটান-চিন-বাংলাদেশ-মায়ানমার দিয়ে ঘেরা উত্তর-পূর্ব ভারতের যথেষ্ট ভৌগোলিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, এই অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। ভারতের বাকি অংশের তুলনায় এই অঞ্চলটি রাজনৈতিক মনোযোগ পায় না। অন্যান্য দিক থেকে উপেক্ষিত। সেই নিরিখে ডোনেরের সৃষ্টি নিশ্চিতভাবে অটলবিহারী বাজপেয়ীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়।

কিন্তু আড়াই দশক পেরিয়ে এসে মনে হয়, সুযোগ এবং চাহিদা থাকলেও এই মন্ত্রক বিশেষ কিছু একটা কিন্তু করে উঠতে পারেনি। আজ পর্যন্তও এই দপ্তর চলছে বিজ্ঞান ভবনের অ্যানেক্স থেকে। গত ২৩ বছরেও এই মন্ত্রককে একটি স্থায়ী বিল্ডিং পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। অথচ নয়াদিল্লিতে প্রত্যেকটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যকে নিজস্ব বড় বড় ইমারত দেওয়া হয়েছে। এমনকি আমার বাড়ির ঠিক পাশে ছোট্ট বোড়োল্যান্ড কাউন্সিলকে অট্টালিকা দেওয়া হয়েছে। এনডিএ বা ইউপিএ কেউই এই মন্ত্রককে প্রাধান্য দেয়নি। ডোনের স্রেফ একটি অনুদান এবং খয়রাতি সংস্থা হিসাবেই রয়ে গিয়েছে। আমরা যেভাবে দুরন্ত বাচ্চাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য লজেন্স-চকোলেট, মিষ্টি দিই, তেমনই কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অর্থ দিয়ে খুশি রাখছে। এর উপযুক্ত জবাবদিহিও নেই। তাই বাড়ছে দুর্নীতি!

কেন্দ্র কি রাজ্যকে টুকরো করতে পারে? এককথায় উত্তর হল, হ্যাঁ। লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভাকে টপকে সেটা করার অধিকার কেন্দ্রের আছে। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা এটি করা সম্ভব। মাত্র ৫ বছর আগে জম্মু-কাশ্মীরে এর প্রয়োগ দেখেছি। তবে মনে হয় এই ভুলটি করে কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঠান্ডা বাক্সে পড়ে থাকা রাজ্যভাগের ৩৮টি পুরোনো মামলাকে জাগিয়ে তুলতে চাইবে না।

নজর দিলেই দেখবেন, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও আটটি রাজ্য নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের অনেক রাজ্যের তুলনায় এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। বিপিএল জনসংখ্যার হিসেবে মণিপুর, অসম, অরুণাচলপ্রদেশ তো দেশে অগ্রণী। গত ২৩ বছর ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন যোজনা চালু থাকলেও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সড়ক-পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান প্রায় সবকিছুতেই, উত্তর-পূর্ব ভারত বেশ পিছিয়ে। আপনি ভিনরাজ্যের প্রায় সমস্ত মেট্রো শহরগুলিতে বিপুল সংখ্যায় উত্তর-পূর্বের শিক্ষার্থী পাবেন। তারা পড়াশোনা করতে আসে এবং তারপরে সেখানেই ছোটখাটো চাকরিতে নিযুক্ত হয়, কারণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে লেখাপড়া বা চাকরির সুযোগ নেই বললেই চলে।

সুতরাং এটা বলার বিশেষ যুক্তি নেই যে উত্তরবঙ্গ যদি উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন পরিষদের অংশ হয়ে যায় তবে আমাদের সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। বরং এতে রাজ্য ও কেন্দ্রের সংঘাত আরও বাড়তে পারে।

যে প্রশ্নটি অনেকের মাথায় আজকাল ঘুরপাক খাচ্ছে, রাজ্যের অনুমতি না নিয়েও কি কেন্দ্র একটি রাজ্যকে টুকরো করতে পারে? যদি এককথায় উত্তর চান, তাহলে বলব, হ্যাঁ। লোকসভা রাজ্যসভা বিধানসভাকে টপকে সেটা করার অধিকার কেন্দ্রের আছে। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা এটি করা সম্ভব। মাত্র ৫ বছর আগে জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আমরা দেখেছি। তবে আমার মনে হয় এই ভুলটি করে কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঠান্ডা বাক্সে পড়ে থাকা রাজ্যভাগের ৩৮টি পুরোনো মামলাকে জাগিয়ে তুলতে চাইবে না। তাই বঙ্গ বিভক্ত হওয়া কঠিন। আর উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রকের আওতায় উত্তরবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি হওয়াও কঠিন।

তবে রাজনৈতিক দিক থেকে বিজেপির কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, আদিবাসী, নেপালি ভোটাররা আজকাল বিজেপির পাশে থাকার কারণে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা সিটের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিজেপির সঙ্গে আছে এবং অদূরভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু উপযাচক হয়ে বঙ্গভাগের প্রচেষ্টার দায় নিয়ে বিজেপি দক্ষিণবঙ্গের ২৪০টি সিটে ভীষণভাবে পিছিয়ে পড়বে। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্ব ভারতের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা বিজেপির একটি ঐতিহাসিক ভুল এবং শিশুসুলভ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। আশা করি বিজেপি এই বিষয়ে আর এগোবে না। বিশেষ করে, বিগত লোকসভা নির্বাচনের রায়ের দিকে তাকিয়ে বিজেপির উচিত বিভাজনের রাজনীতি ছেড়ে গঠনমূলক এবং বিকাশের রাজনীতিতে আরও মনোনিবেশ করা।

(লেখক কৃষি রসায়ন সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল)

আজ

২০২০

২০২০ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন লোকসংগীতশিল্পী সোনম শেরিং লেপচা।

১৮৮২

স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ১৮৮২ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

এত সস্তা, উত্তরবঙ্গকে ভাগ করে দেবে! আসুক বাংলা ভাগ করতে, কী করে রুখতে হয় দেখিয়ে দেব। তিস্তার জল দিলে আমাদের মানুষ খাওয়ার জল পাবে না। তিস্তার জল দেওয়া অসম্ভব।

– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ থেকে কিশোরীর পড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল। ওই কিশোরীর সঙ্গে বিল্ডারের সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল চলছিল। কথা কাটাকাটির সময় বিল্ডার রেগে গিয়ে কিশোরীকে চড় কষিয়ে দেয়। ছাদ থেকে ছিটকে নীচে পড়ে যায় সে। হাসপাতালে ভর্তি কিশোরী। অভিযুক্ত পলাতক।

ভাইরাল/২

এক মদ্যপ স্কুল শিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল। ভোপালের একটি সরকারি স্কুলের শিক্ষক উদয়ভান সিং মদ খেয়ে স্কুলে এসে চেয়ারে বসে একটি পা বেঞ্চের ওপর তুলে দিয়ে ঢলে পড়ছেন। ছাত্রছাত্রীরা দুর্গন্ধে নাক ঢাকছে। কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

জনমত

সরকারি স্কুলে টয়লেটের অবস্থা বেহাল

শিলিগুড়ির প্রায় সব সরকারি স্কুলের বাথরুম, শৌচালয়ের অবস্থা বেহাল। বেশিরভাগ টয়লেটে জলের ব্যবস্থা নেই। জলের ট্যাপগুলি ভাঙা। শৌচালয়ের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকছে আবর্জনা। দুর্গন্ধে ছাত্রছাত্রীরা শৌচালয় ব্যবহার করতে পারে না। শিলিগুড়ির মেয়েদের একটি স্কুলের কিছু ছাত্রীর অভিযোগ, দুর্গন্ধের জেরে তারা বাথরুমে যেতে পারে না। শিক্ষকদের জন্য যে টয়লেট রয়েছে সেগুলি তালাবন্ধ থাকে, ছাত্রীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। উলটে তাদের বলা হয় নিজেরাই পরিষ্কার করে নিতে। স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কি বাথরুম পরিষ্কার করবে? শিলিগুড়ির একাধিক স্কুলের টয়লেটের অবস্থা ভয়ংকর। মর্নিং সেশনের বহু ছাত্রছাত্রী টয়লেটে যেতে না পেরে বেশিরভাগ সময় স্কুলের পোশাক নষ্ট করে ফেলছে।

স্কুলের পরিবেশ স্বচ্ছ ও মনোরম হওয়া জরুরি। প্রতিটি স্কুলের টয়লেটে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে শিলিগুড়ির মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিমল বণিক, পশ্চিম ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

বিমানবন্দরে বাংলায় ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার যেসব বিমান যাত্রা আরম্ভ করছে, সেইসব বিমানের অনেকগুলিতেই ঘোষণার সময় ইংরেজি ও হিন্দির সঙ্গে বাংলাতেও বলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিমানবন্দরের মধ্যে রয়েছে, দমদম, বাগডোগরা এবং অন্ডাল। কোচবিহার বিমানবন্দরে এখনও নিয়মিত বিমান চলাচল শুরু হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন সংস্থা বিমানের অভ্যন্তরে বাংলায় ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেছিল। খুশির খবর এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নিয়েছে। অন্যান্য বিমান কর্তৃপক্ষ বাংলাতে ঘোষণা শুরু করলে ভালো হয়। বাংলায় ঘোষণা শুরু করার জন্য এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

প্রস্তাব

উত্তরবঙ্গ সংবাদে (৯ জুলাই, ২০২৪) প্রকাশিত 'আইন ভেঙে রিসর্ট পার্ক' শীর্ষক সংবাদ পড়ে জানতে পারলাম যে, গজলডোবা সংলগ্ন জায়গায় খাসজমি বা সরকারি জমিতে বেআইনিভাবে কয়েকটি রিসর্ট, রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। এছাড়া অনেকগুলো পুকুর কেটে মাছের চাষ হচ্ছে। যদি রাজ্য সরকার এসবের দখল নিয়ে নেয়, তবে ওইসব রিসর্ট ও পুকুর স্থানীয় গরিব মানুষজনকে লিজ ভিত্তিতে দিলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

গজলডোবার গরিব মানুষজন কি চিরকাল শহরের বাবুদের প্রমোদ ভ্রমণের সাক্ষী থাকবেন আর তিস্তায় ভেসে আসা কাঠের জন্য অপেক্ষা করবেন?

অসীম রায়
আমবাড়ি ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি।

সব যেন 'টু মিনিট নুডলস' বা 'ইনস্ট্যান্ট কফি'

কল্কি ছবির এক মাসেই ব্যবসা ১১০০ কোটির। দুর্গাপুজোয় ব্যবসা ২৫০০ কোটির। এর বাইরেও কিছু কথা থাকে।

সুনন্দ অধিকারী

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত, কিন্তু...। প্রথম লাইনটি অমিত রায়ের থেকে ধার নেওয়া। তবে সঙ্গে 'কিন্তু' আছে। 'কিন্তু'টাই এখানে নিবারণ চক্রবর্তী। না। আমরা এখানে কোনও বিচারে বসিনি। শুধু উপন্যাসটিতে যেখানে রবীন্দ্রনাথ, নিবারণ ছদ্মনামে নিজেরই সমালোচনা করছেন। সেটিকে সামনে রেখে অতি সংক্ষেপে আলো ফেলতে চেয়েছি সমকালীন প্রেক্ষাপটে। আর সেই নিয়েই সমসময়ের কিছু বিষয়ের অবতারণা।

বুঝেই হোক বা না বুঝে। আজ আমরা প্রায় সবাই চলতি হাওয়ার পন্থী। অথচ জীবন মাত্রই যে পদ্ম পাতায় জল; এ সত্য আমরা আজ নতুন উপলব্ধি করলাম তা কিন্তু নয়। তাই বলে সবই নিমেষের? চলতি হাওয়ার এই ভাবনা আজ এতটাই গ্রাস করেছে আমাদের মনন? যেখানে কোনও কিছুর জন্যই অপেক্ষায় রাজি নই আমরা। সবই আজ 'টু মিনিট নুডলস' কিংবা 'ইনস্ট্যান্ট কফি'।

বিনোদনের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম সিনেমা। তার কথাই ধরা যাক প্রথম। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'। না। সিনেমাটির কোনওরকম আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকুই বলার। ২৭ জুন ২০২৪ পৃথিবীব্যাপী রিলিজের পর, এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তার ব্যবসায়িক মূল্য ১১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

পূর্ববর্তী 'দঙ্গল', 'বাহুবলী ২', 'আর আর আর', 'কেজিএফ চ্যাপ ২' ইত্যাদি সবক'টি ভারতীয় সিনেমার ব্যবসার অঙ্ক যথাক্রমে কমবেশি : ২০২৪, ১৮১১, ১৩৮৭ ও ১২৫০ কোটি টাকা। ক্রমানুযায়ী চলচ্চিত্রগুলি রিলিজ করেছিল ২০১৬, ২০১৭ এবং শেষ দুটি ২০২২ সালে।

এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্যের দিকে তাকাই। সেখানে দেখব একদা চারদিনের দুর্গাপুজো আজ ইভেন্ট ও মূলত থিমকেন্দ্রিকতায় পরিবর্তিত হয়ে প্রায় ১৫ দিনের ব্যাপ্তিতে পৌঁছে সর্বমোট তার ব্যবসার পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি অতিক্রান্ত। এই সমগ্র প্রেক্ষিত মিলিয়েই প্রশ্ন। স্থায়ী কোনও কোম্পানির সারাবছরে এই টার্নওভারে পৌঁছোতে কতটা দক্ষতা থেকে শ্রম ইত্যাদি নানাবিধ সমন্বয় লাগে?

অন্যদিকে ব্যক্তিগত যাপনে দিনে গড়ে কমবেশি ২ ঘণ্টা সময় কাটায় মানুষ সামাজিক মাধ্যমে এবং সেখানে তার পোস্ট করা বিষয়ে আশা করে লাইকের বন্যা। রিলসের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার। অর্থাৎ জীবনে স্বাদে-গন্ধে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় দার্জিলিং টি পান করতে, তাকে যে সময় পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন, সেই সময়টুকুও দিতে আজ রাজি নই আমরা।

উপন্যাসে নায়িকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর, ঘরে ফিরে নায়ক লিখেছিল শিরোনামে ব্যবহৃত কবিতা। যার শেষ লাইন দুটি ছিল, ''আমরা চকিত অভাবনীয়ের/কচ্চিৎ-কিরণে দীপ্ত।'' অবশ্যই যা ভালোবাসার নয়। প্রথম ভালোলাগার অভিব্যক্তি।

তাহলে আজ আমাদেরও লক্ষ শান্তি নয় স্ফূর্তি। আনন্দ নয় সুখ। চিরকালীন বাঁশির সুরের বদলে মুহূর্তের করতালি। কেবল তুবড়ির মতো সাময়িক আলোফোয়ারা হয়েই নিবে যাওয়া।

জীবনে প্রথম এক সাহিত্যসভায় সভাপতি হয়ে রবিঠাকুরকে তুলোধোনা করে অমিত-ও বলেছিল, "... নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা-তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো; ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো, নুরালজিয়ার ব্যথার মতো-খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাদে;...।"

আসুন আজ আমরাও তবে সমস্বরে বলে উঠি, 'জয় নিবারণ চক্রবর্তীর জয়।'

(লেখক সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৯৯

পাশাপাশি : ১। দেবতার কাছে মানত করা, মনের ইচ্ছা, মনোবাসনা ৩। স্থির, অনড়, প্রতিষ্ঠিত ৫। বিধিব্যবস্থা, রীতি-পদ্ধতি ৬। তবুও তাহলেও, তা সত্ত্বেও ৭। এক ধরনের নরম পাতলা পশমি চাদর ৯। নির্ভুল নিখুঁত চালচলন যার ১২। কৃত্রিম, মেকি, প্রতিলিপি ১৩। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মতবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। মত এবং অমত, ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা ২। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ৩। কালীদেবী, চণ্ডীদেবীর এক রূপ ৪। মনের যা কাজ, ভাবনা চিন্তা ৫। স্বচ্ছ, ভঙ্গুর পদার্থ, পরকলা ৭। প্রকাণ্ড, বিশাল, উঁচু, নামী, ৮। উপাসনা, দান ও ধর্মাচরণ ৯। বন, উদ্যান, সুরম্য উদ্যান ১০। দুর্দান্ত, দুরন্ত, অশান্ত ১১। বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৩৮৯৮

পাশাপাশি : ১। তাওই ৪। জালিক ৫। কই ৭। তোমর ৮। কলস্বন ৯। ইতিউতি ১১। আফ্রিদি ১৩। তত্র ১৪। বিক্রম ১৫। টক্কর।

উপর নীচ : ১। তাইতো ২। ইজার ৩। ঝকমক ৬। ইন্ধন ৯। ইঙ্গিত ১০। তিড়বিড় ১১। আমট ১২। দিনার।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দেশ আটকে চক্রব্যূহে : রাহুল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে জানতেন কিন্তু বের হওয়ার রাস্তা তাঁর জানা ছিল না। চক্রব্যূহে আটকে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। যে চক্রব্যূহের আরেক নাম 'পদ্মব্যূহ'। সোমবার বাজেট নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্র-বিজেপিকে নিশানা করতে গিয়ে মহাভারত, অভিমন্যু, চক্রব্যূহ, পদ্মব্যূহের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

চক্রব্যূহ রক্ষাকারী কৌরবদের ৬ মহারথীর কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে আদানি-আম্বানির কথা উল্লেখ করলেন তিনি। রাহুলের এদিনের বক্তৃতায় কেন্দ্র-বিজেপির অস্বস্তি বাড়ল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। রাহুল বলেন, 'দেশের মানুষকে কর সন্ত্রাস, এজেন্সি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে কেন্দ্র।' ইন্ডিয়া জোট সেই চক্রব্যূহ ভেঙে ফেলবে বলে জানান তিনি। রাহুলের কথায়, 'বিজেপি চক্রব্যূহ রচনা করবে এবং ইন্ডিয়া জোট তা ভেঙে দেবে।' বিরোধী দলনেতার দাবি, দেশের মানুষ অভিমন্যু নন, তাঁরা অর্জুন।

সোমবার বাজেটের আলোচনায় রাহুলের ৪৬ মিনিটের বক্তব্যে উঠে এসেছে একাধিক বিষয়। তিনি বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীতে একটি নতুন চক্রব্যূহ তৈরি হয়েছে। সেটি পদ্মফুলের আকারে। প্রধানমন্ত্রী যে প্রতীক বুকে পরেন। অভিমন্যুর সঙ্গে যা করা হয়েছিল তা ভারতের সঙ্গে করা হচ্ছে। আজ চক্রব্যূহের মাঝামাঝি রয়েছেন ছয় জন। এই ৬ জন হলেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, মোহন ভাগবত, অজিত ডোভাল, আদানি এবং আম্বানি।'

লোকসভায় রাহুল এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি জানান স্পিকার ওম বিড়লা। ট্রেজারি বেঞ্চের তরফেও হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। স্পিকার রাহুলকে বলেন, 'যাঁরা লোকসভার সদস্য নন, তাঁদের নাম ব্যবহার করা যাবে না।' সাংবিধানিক পদে থেকে রাহুল যাতে সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলেন, সেই বার্তা দেন স্পিকার। এর পর অবশ্য আম্বানি, আদানি ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তবে বাকি তিনটি নামের ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্যে অবিচল থাকেন রাহুল।

অভিমন্যুর সঙ্গে যা করা হয়েছিল তা ভারতের সঙ্গে করা হচ্ছে। আজ চক্রব্যূহের মাঝামাঝি রয়েছেন ছয়জন। এই ছয় জন হলেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, মোহন ভাগবত, অজিত দোভাল, আদানি এবং আম্বানি।
রাহুল গান্ধি

রাহুলের এদিনের বক্তব্যে উঠে এসেছে আটটি মূল বিষয়। তিনি জানান, কৃষকরা এমএসপি-তে গ্যারান্টি দাবি করেছিলেন অথচ কেন্দ্র তিনটি কালো আইন এনেছিল। সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একদিকে কেন্দ্রীয় বাজেট এবং অন্যদিকে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন রাহুল গান্ধি।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের এবারের বাজেটের কথা টেনে এনে রাহুল বলেন, 'বাজেটে কর সংস্কারের কথা বলা হয়নি। অগ্নিবীরদের পেনশনের কোনও কথা বাজেটে নেই। গোটা দেশের মধ্যে একটি ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে। নিট প্রশ্ন ফাঁসের কথাই নেই নির্মলা সীতারামনের বাজেট বক্তৃতায়।' তিনি আরও বলেন, 'এবার দেশের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম হয়েছে যা দেশের জিডিপির মাত্র ২.৫ শতাংশ।' লোকসভায় এদিন রাহুল মোদি সরকারকে কোণঠাসা করে বলেন, 'সরকার ভয় পাচ্ছে, কিন্তু আমরা জাতিগত সমীক্ষা করব, এমএসপি গ্যারান্টি দেব।'

বাজেট পেশের আগে অর্থমন্ত্রকে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী হালুয়া অনুষ্ঠানের পোস্টার দেখিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, 'এই ছবিতে বাজেটের হালুয়া বিতরণ করা হচ্ছে। আমি এর মধ্যে কোনও অনগ্রসর শ্রেণি, উপজাতি বা দলিত আধিকারিককে দেখতে পাচ্ছি না। দেশের বাজেট পেশ করার আগে হালুয়া বানানো হচ্ছে, অথচ ৭৩ শতাংশই উপস্থিত নেই।' তাঁর বক্তব্য, '২০ জন অফিসার ভারতের বাজেট তৈরি করেন। ২০ জনের মধ্যে দেশের হালুয়া বিতরণের কাজ করা হয়েছে।' রাহুল গান্ধির এই বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে অর্থমন্ত্রী সীতারামনকে।

কর্মসংস্থান ইস্যুতে রাহুল বলেন, 'বাজেটে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের কথা বলা সম্ভবত একটি রসিকতা ছিল। দেশের বড় বড় কোম্পানিতে এই ইন্টার্নশিপ দেওয়া হলেও তরুণরা এতে লাভবান হবেন না। তরুণদের আজকের প্রধান ইস্যু পেপার ফাঁস। গত ১০ বছরে এই দেশে ৭০বার পেপার ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে।'

নাশকতার শঙ্কা ব্রিটেনবাসী মানবাধিকার কর্মীর

কাশ্মীরে ঢুকেছে ৬০০ পাক কমান্ডো

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : কার্গিলের ধাঁচে জম্মু ও কাশ্মীরে বড়সড়ো নাশকতার ছক কষছে পাকিস্তান। কুপওয়াড়া ও তার আশপাশের জেলাগুলিতে প্রায় ৬০০ পাকিস্তানি কমান্ডো আত্মগোপন করে রয়েছে। সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে এমনটাই দাবি করেছেন আমজাদ আয়ুব মির্জা নামে এক ব্যক্তি। ব্রিটেনের বাসিন্দা আমজাদ প্রথমসারির মানবাধিকার কর্মী। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে। এমন একজন ভারতে পাক অনুপ্রবেশের কথা বলায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নানা মহলে। তবে সোমবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক বা সেনার তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

একনজরে

- আমজাদ আয়ুব মির্জার দাবি
- যে পাক কমান্ডোদের জম্মু ও কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছে তারা সেখানকার স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের (এসএসজি) সদস্য
- নাশকতা চালাতে তাদের সাহায্য করছে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির স্লিপার সেল
- এসএসজির আরও ২টি ব্যাটালিয়ন জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে অপেক্ষা করছে

লোকসভা ভোটের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি সক্রিয়তা বৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলেছে। একের পর এক সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছে উপত্যকা। শনিবারও কুপওয়াড়া জেলায় জঙ্গি হামলায় এক সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। একজন ক্যাপ্টেন সহ ৪ নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন। সেনা সূত্রে দাবি, কাশ্মীর উপত্যকায় অন্তত ৫০-৬০ জন জঙ্গি আত্মগোপন করে রয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। শুরু হয়েছে অপারেশন সার্প বিনাশ ২.০। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের পর্যবেক্ষণে পরিচালিত হচ্ছে অভিযানটি। সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে নিজে অভিযানের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করছেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে সিল করে দেওয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রণরেখা। দক্ষিণ কাশ্মীরের জেলাগুলিতে আরও ২ হাজার জওয়ান ও আধিকারিককে মোতায়েন করা হয়েছে। আমজাদ জানিয়েছেন, যে পাক কমান্ডোদের জম্মু ও কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছে তারা সেখানকার স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের (এসএসজি) সদস্য। নাশকতা চালাতে তাদের সাহায্য করছে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির স্লিপার সেল। এসএসজির কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল আদিল রহমানি জম্মু এলাকায় হামলার পরিকল্পনা করেছেন। হামলার নিশানায় রয়েছে ভারতীয় সেনার ১৫ নম্বর কর্পস। এসএসজির আরও ২টি ব্যাটালিয়ন জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে অপেক্ষা করছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন পুলিশ প্রধান এসপি বৈদ জানিয়েছেন, জঙ্গিরা আচমকা সেনার ওপর হামলা চালাচ্ছে। তারপর দ্রুত জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পায়ের ছাপ সাধারণ জঙ্গিদের মতো নয়। এই জঙ্গিরা পেশাদার এবং প্রশিক্ষিত। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে আমেরিকায় তৈরি এম-৪ রাইফেল, চিনা বুলেট ব্যবহার করছে তারা। মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গিয়েছে। সেগুলি তালিবানদের হাত ঘুরে পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলির কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এবার সেইসব অস্ত্রশস্ত্র কাশ্মীরে নাশকতা ছড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বেলাইন রেলগাড়ি... সোমবার মস্কোর কোটেলনিকোভায় লাইনচ্যুত ট্রেন। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

কোচিং-দুর্ঘটনার পর নামল বুলডোজার

প্রশ্ন তুললেও মতবিরোধ 'ইন্ডিয়া'য় ■ খোঁচা ধনকরের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : রাজেন্দ্রনগরে আইএএস কোচিং সেন্টারে দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসল দিল্লি প্রশাসন। সোমবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বুলডোজার নিয়ে রাস্তায় নামেন পুরকর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। বুলডোজার দিয়ে বেশ কয়েকটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি কাঠামো ভাঙা হয়েছে ওল্ড রাজেন্দ্রনগরে। দখলমুক্ত করা হয়েছে ফুটপাথ। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে দিল্লির পুর কমিশনার অশ্বিনী কুমার একজন জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করেছেন।

এবার আপ পরিচালিত দিল্লি পুরসভা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিশ যৌথভাবে বুলডোজার নিয়ে রাস্তায় নামায় ইন্ডিয়া জোটের অন্দরেও প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন লোকসভায় রাজধানী শহরে বুলডোজার অভিযানের সমালোচনা করেছেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে অখিলেশের প্রশ্ন, 'এবার কোচিং সেন্টারেও কি বুলডোজার ব্যবহার করা হবে?'

কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, 'মর্মান্তিক পরিস্থিতি... মেধাবী ছাত্রদের দেশের সেবা করার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছে, পরিবারের আশাভঙ্গ হয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় যা ক্ষতিপূরণ দাবি করে... কিন্তু কোনও ক্ষতিপূরণই এর জন্য যথেষ্ট নয়।' ইন্ডিয়া জোটের শরিক আপের অস্বস্তি বাড়িয়ে থারুর বলেন, 'এখানে বেশ কয়েকটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে যেগুলির সমাধান দরকার। নির্মাণবিধি, অগ্নিসুরক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শহরে ব্যাপকভাবে আইন ভাঙা হচ্ছে।

কোচিং কার্যত বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে।
জগদীপ ধনকর

....

এবার কোচিং সেন্টারেও কি বুলডোজার ব্যবহার করা হবে?
অখিলেশ যাদব

পুরসভারও দায়িত্ব রয়েছে। তারা আইনভঙ্গকারীদের সুযোগ দিচ্ছে।'

৩ আইএএস পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুতে দিল্লি সরকার এবং পুরসভায় ক্ষমতায় থাকা আপ যে প্রবল অস্বস্তিতে রয়েছে, ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা স্পষ্ট। দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে রাজ্য প্রশাসন। এদিকে আপের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগের দাবি করেছে তারা। সোমবার রাজ্য বিজেপির প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবের নেতৃত্বে আপের দলীয় দপ্তরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ।

কোচিং সেন্টার দুর্ঘটনা ছায়া ফেলেছে সংসদের অধিবেশনে। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়েছেন রাজ্যসভার একাধিক সাংসদ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিক্ষুব্ধ আপ সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। আলোচনার প্রস্তাব সমর্থন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। পড়ুয়া মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। তিনি বলেন, 'কোচিং কার্যত বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা যখনই কোনও সংবাদপত্র পড়ি, সামনের এক বা দুটি পাতা তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ থাকে।'

মৃত্যুর দায় কার? দিল্লির রাস্তায় প্রতিবাদ পড়ুয়াদের। সোমবার।

নরকে আছি, প্রধান বিচারপতিকে চিঠি আইএএস পড়ুয়ার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : দিল্লির রাজেন্দ্রনগরে বেসমেন্টের পার্কিং লটে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারের লাইব্রেরিতে জলে ডুবে ৩ পড়ুয়ার মৃত্যুর পর একাধিক অসঙ্গতি নজরে এসেছে। পুরসভা ও প্রশাসনের নজরদারির ফাঁক গলে কীভাবে দিনের পর দিন পার্কিং লটকে ক্লাস ও লাইব্রেরির কাজে ব্যবহার করা হল সেই প্রশ্ন উঠেছে। পরিস্থিতি যে কতটা শোচনীয়, তা বোঝা যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে লেখা এক আইএএস পড়ুয়ার চিঠিতে। এটি আবেদন হিসাবে আদালতে গণ্য হবে কিনা, সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি বিচারপতি।

চিঠিটি লিখেছেন অবিনাশ দুবে। শনিবারের মৃত পড়ুয়াদের মতো তিনিও রাজেন্দ্রনগরের এক কোচিং সেন্টারে আইএএসের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দুবের অভিযোগ, রাজেন্দ্রনগর, মুখার্জিনগরের মতো এলাকায় পরিকাঠামো এবং নাগরিক পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের প্রায়ই জলনিকাশি সমস্যার জন্য ভুগতে হয়। বৃষ্টির জলে দিনের পর দিন ডুবে থাকে এলাকা। তার মধ্যেই থাকতে বাধ্য হন বিভিন্ন রাজ্য থেকে যাওয়া হাজার হাজার আইএএস পড়ুয়া। দুবে লিখেছেন, 'পুরসভার অবহেলার কারণে বহু বছর ধরে জল জমার দরুন সমস্যা হচ্ছে। হাঁটুসমান ড্রেনের জলে হাঁটতে হচ্ছে... আজ আমাদের মতো ছাত্ররা নরকের মধ্যে থেকে (পরীক্ষার) প্রস্তুতি নিচ্ছেন...।' তিনি আরও লিখেছেন, 'ছাত্ররা যে কোনওভাবে লক্ষ্যের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু গতকালের ঘটনা প্রমাণ করেছে ছাত্রদের জীবন নিরাপদ নয়... দিল্লি সরকার এবং পুরসভা আমাদের কীটপতঙ্গের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য করছে।'

প্রধান বিচারপতিকে দুবের আবেদন, 'সুস্থ জীবনযাপনের সঙ্গে পড়াশোনা করা আমাদের মৌলিক অধিকার। ঘটনাটি (৩ পড়ুয়ার মৃত্যু) অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং উদ্বেগজনক। জমা জল শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। পড়ুয়াদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রয়োজন, যাতে তাঁরা নিশ্চিন্তে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন।'

ইউক্রেনে যুদ্ধে মৃত্যু ভারতীয়ের

নয়াদিল্লি ও মস্কো, ২৯ জুলাই : রাশিয়ায় চাকরির নামে প্রতারণার শিকার হয়েছেন বেশ কয়েকজন ভারতীয়। অভিযোগ, অসামরিক চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়।

চলতি মাসের গোড়ায় মোদি-পুতিন বৈঠকে বিষয়টি উঠলে জরুরি ভিত্তিতে সেই সব ভারতীয়কে স্বদেশে ফেরানোর বিষয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট আশ্বাস দেন। তার পরেও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে মৃত্যু হল এক ভারতীয়র। মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস এই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। নিহতের নাম রবি মৌন। তাঁর দেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে নিহতের পরিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছে।

হরিয়ানার কাইথাল মাতুর গ্রামের বাসিন্দা রবি মৌন রাশিয়ায় পরিবহণে চাকরি পাবেন শুনে এজেন্ট মারফত রাশিয়ায় যান। ১৩ জানুয়ারি পৌঁছোন। সেখানে গিয়ে তিনি তাজ্জব হন। পরিবহণের বদলে তাঁকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়। রবির ভাই অজয় মৌন জানিয়েছেন, দাদার খবর না পেয়ে তিনি মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে ২১ জুলাই যোগাযোগ করেন। তখনই মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হন। অজয় বলেছেন, মার্চ পর্যন্ত দাদার খবর পেয়েছেন তাঁরা। দাদাই জানিয়েছিলেন, তাঁকে রুশবাহিনীতে কাজ করতে হবে। অন্যথায় ১০ বছরের জেল। প্রথম তাঁকে খাল কাটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অজয় জানান, দাদাকে রাশিয়ায় পাঠাতে পৈতৃক জমি বিক্রি করে তাঁদের ১১ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে হয়।

কেন্দ্রের নির্দেশে প্রতিবাদ সাংবাদিকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে ফের সমালোচনার মুখে মোদি সরকার। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের প্রবেশ ও চলাচলে সরকার কর্তৃক আরোপিত নতুন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিন সাংবাদিকদের প্রতিবাদ ছিল, তাঁদের 'কভারিং'এর ক্ষেত্রে শুধু যে সংসদে প্রবেশ বা চলাফেরার জন্য নিষেধাজ্ঞা আছে তাই নয়, বরং তাদের কাচের 'খাঁচা'র মধ্যে রাখা হয়েছে, যা সাধারণভাবে 'মিডিয়া জোন' নামে পরিচিত, তার বিরুদ্ধেও।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সরকারের এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন। দিল্লির প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর আক্রমণ বলে অভিহিত করেছে। পিসিআই টুইটারে প্রতিবাদের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে এবং সাংবাদিকদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সংসদে সাংবাদিকদের সঙ্গে এমন আচরণ নিয়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর নির্দেশে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, সামিরুল ইসলাম এবং প্রকাশ চিক বারাইক এদিন 'মিডিয়া জোনে' গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেন। ডেরেক বলেন, 'মোদির নেতৃত্বে পুরো সংসদ ভবন ডার্ক চেম্বারে পরিণত হয়েছে। চলছে চরম অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড। যা জরুরি অবস্থার চেয়েও খারাপ।' তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষও এক্স হ্যান্ডেলে এর কড়া সমালোচনা করেছেন।

কেজরির বিরুদ্ধে চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : হেমন্ত সোরেন স্বস্তি পেলেও স্বস্তি নেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সোমবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে চার্জশিট দিল সিবিআই। সিবিআই দাবি করেছে, কেজরিওয়ালের নির্দেশেই দলের নেতাদের কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন মদের ব্যবসায়ীরা। বিনিময়ে ব্যবসা বাড়াতে নানা সুবিধা নিয়েছিলেন তাঁরা।

এদিকে দিল্লি হাইকোর্টে সোমবারই কেজরিওয়ালের স্থায়ী জামিনের আবেদনের শুনানি হয়। সিবিআই ও কেজরিওয়ালের পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর রায় সংরক্ষিত রাখে বিচারপতি নীনা কৃষ্ণ বনসলের বেঞ্চ।

সোমবার সিবিআই-এর তরফে সরকারি আইনজীবী ডিপি সিং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জামিনের বিরোধিতা করে বলেন, আবগারি দুর্নীতি মামলার সূত্রধার হলেন কেজরিওয়াল। সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে তাঁরই আঙুলের টোকায়। তাঁকে গ্রেপ্তার করা না হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব হত না। তাঁকে জামিন দেওয়া হলে তিনি এখনও তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার ক্ষমতা রাখেন। কেজরির আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এর প্রতিবাদ করেন।

ভারত-চিন ইস্যু নিয়ে মন্তব্য জয়শংকরের

সীমান্তে বিবাদ মিটবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে

টোকিও, ২৯ জুলাই : গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের পর থেকে ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ এখনও গলেনি। কিন্তু এই সীমান্ত সংঘাত একান্তই দু-দেশের বিষয়। এই সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বা মতামতের প্রয়োজন নেই ভারতের। জাপানে কোয়াড গোষ্ঠীর এক বৈঠকে যোগ দিয়ে সোমবার এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকা মিলে তৈরি হয়েছে 'কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ'বা কোয়াড গোষ্ঠী। সোমবার থেকে জাপানের টোকিওতে শুরু হয়েছে কোয়াড দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী যথাক্রমে ইয়োকো কামিকাওয়া ও পেনি ওং। সোমবার সম্মেলনের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে জয়শংকর বলেন, 'চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো নয়। সীমান্তে শান্তি না ফেরা পর্যন্ত এই সম্পর্ক স্বাভাবিক হবেও না।'

ভারতের সঙ্গে চিনের সীমান্ত সংঘাত নিয়ে একাধিকবার মুখ খুলেছে আমেরিকা। মতামত দিয়েছে রাশিয়া সহ নানা দেশ। কিন্তু এই নাক গলানো যে দিল্লির একেবারেই পছন্দ নয়, তা জানিয়েছেন জয়শংকর। তাঁর কথায়, 'ভারত ও চিনের মধ্যে কোনও মতবিরোধ বা সমস্যা যা-ই থাক, আমার মনে হয় তা নিয়ে দুটি দেশেরই কথা বলা উচিত। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান খোঁজাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। এ নিয়ে তৃতীয় কোনও পক্ষের সালিশি করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

নীতীশের ধাক্কা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল বিহারের নীতীশ কুমারের সরকার। রাজ্যের সংরক্ষণ আইন বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল পাটনা হাইকোর্ট। সেই রায়কে শীর্ষ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছিল নীতীশ সরকার। তবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ওপর কোনও স্থগিতাদেশ দিল না শীর্ষ আদালত। সোমবার বিহারের সংরক্ষণ আইন বাতিলের সিদ্ধান্তই আপাতত বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বরে এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানি হবে।

বিহার সরকার তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল। গত বছর নভেম্বরে বিহারের বিধানসভায় এই সংক্রান্ত আইন পাশ হয়েছিল। চলতি বছরের ২০ জুন পাটনা হাইকোর্ট ওই আইন বাতিলের নির্দেশ দেয়। এদিন সুপ্রিম কোর্টও নির্দেশ বহাল রাখে।

জমি মামলায় কোর্টে স্বস্তি হেমন্তর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের জামিন খারিজের আবেদন সোমবার নাকচ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

জমি দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর জামিনে আপত্তি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল ইডি। সোমবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আর্জি পত্রপাঠ শুধু খারিজই করেনি, একইসঙ্গে তাদের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। গত ২৮ জুন ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখে বেঞ্চ বলেছে, 'হাইকোর্টের রায় খুব যুক্তিযুক্ত। রায়ে বেআইনি কিছুই নেই। তাই তা বদলানোর কোনও প্রয়োজন শীর্ষ আদালত দেখছে না।' ইডির পক্ষের আইনজীবীর যুক্তি ছিল, জামিনে ছাড়া পেয়ে ফের একই অপরাধ করতে পারেন অভিযুক্ত। বিচারপতিদের কথায়, 'আমরা আর কোনও পর্যবেক্ষণ জানাতে চাই না। সেটা জানাতে আমাদের বাধ্য করা হলে তা ইডির পক্ষে স্বস্তিদায়ক হবে না।'

জঙ্গল থেকে উদ্ধার হাত-পা বাঁধা মহিলা

মুম্বই, ২৯ জুলাই : জঙ্গলে কান্নার শব্দ। খুব কষ্ট থেকে গোঙালে যেমন হয় ঠিক তেমন। আওয়াজ শুনে চমকে ওঠেন এক মেষপালক। শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে যান। দেখেন, গাছের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে এক মহিলা। তাঁর শরীর শীর্ণ। তিনি এতটাই ক্ষীণবল যে জোরে আওয়াজ করতে পারছেন না। মেষপালক পুলিশে খবর দেন। শনিবার সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলার সোনুর্লি গ্রামের এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বছর পঞ্চাশের মহিলার পকেট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট মিলেছে। মিলেছে আধারকার্ডও। তাতে লেখা নাম ললিতা কায়ি কুমার, তামিলনাড়ুর ঠিকানা। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলেও থাকেন তামিলনাড়ুতে। পুলিশের সন্দেহ, পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী তাঁর এই দশা করেছে। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে সিন্ধুদুর্গের ওরসে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের করা ভিডিওতে মহিলাকে লিখতে দেখা গিয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন তিনি ৪০ দিন কিছু খাননি। ঝগড়ার পর স্বামী তাঁকে ওই অবস্থায় জঙ্গলে রাখেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মহিলা মানসিক রোগী। সেই প্রেসক্রিপশনও মিলেছে। আপাতত বিপন্মুক্ত।

মহারাষ্ট্রের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মহিলার ভিসার মেয়াদ শেষ। তিনি ১০ বছর এদেশে আছেন। পুলিশ ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই কাঁওয়ার যাত্রীর : মধ্যপ্রদেশের মোরেনায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দুই কাঁওয়ার যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন কাঁওয়ার যাত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ভোর ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। কাঁওয়ার যাত্রীদের ট্র্যাক্টরে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু-জনের। আহত যাত্রীদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁরা এখন বিপন্মুক্ত।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তির জন্য তার খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন, আঁশযুক্ত খাবার, ফল ও শাকসবজি বেশি খাওয়াতে হবে। প্রচুর জল খাওয়াতে হবে। প্রতিদিন খাবারের পরে অন্তত দু'বার ১০ মিনিটের জন্য টয়লেটে বসার অভ্যাস করাতে হবে। বাচ্চারা যাতে মানসিক চাপমুক্ত থাকে, এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

বর্ষায় পেট ঠিক রাখতে কাঁকরোল ও করলা দারুণ কার্যকরী। খনিজ ও ফাইবার সমৃদ্ধ কাঁকরোল হজম ক্ষমতা বাড়ায় এবং সংক্রমণ দূরে রাখে। অন্যদিকে, ভিটামিন সি'র উৎস করলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া এর অ্যান্টি ভাইরাল গুণ ভাইরাল সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

হেপাটাইটিস যেভাবে মোকাবিলা করবেন

রবিবার ছিল বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। এবছরের থিম 'এবার পদক্ষেপের সময়'। হেপাটাইটিস এমন একটি রোগ যা লিভারের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র মতে, ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ ক্রনিক হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত এবং প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একজন হেপাটাইটিস রোগে মারা যান। তাই এটি একটি গুরুতর সমস্যা। লিখেছেন শিলিগুড়ির দুই বিশিষ্ট চিকিৎসক।

ভরসা থাকুক ভ্যাকসিনে

ডাঃ তন্ময় মাজি

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

আমাদের শরীরে লিভার বা যকৃতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি হজমে সাহায্য করা থেকে শুরু করে প্রোটিন সংশ্লেষণে, গ্লুকোজ বিপাকে এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থ বের করতে সাহায্য করে।

হেপাটাইটিস অর্থাৎ লিভারের প্রদাহ, যা লিভারের কার্যহীনতার কারণ। প্রধানত ভাইরাল ইনফেকশন, অটোইমিউন ডিজিজ এবং কিছু টক্সিন বা ওষুধের কারণে এটি হতে পারে। কিন্তু এদের মধ্যে ভাইরাল হেপাটাইটিস সবথেকে বেশি হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ

ভাইরাল হেপাটাইটিস পাঁচটি প্রধান ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে – হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি, ই। প্রত্যেকটি ভাইরাসের উপসর্গ এবং রোগের বিকাশ আলাদা হয়।

হেপাটাইটিস এ এবং ই প্রধানত অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিসের কারণ। সাধারণত এই সংক্রমণ দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়। এগুলি প্রধানত জলবাহিত রোগ অর্থাৎ ভাইরাস দ্বারা দূষিত জল এবং খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়।

হেপাটাইটিস বি, সি এবং ডি প্রধানত ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিসের কারণ। এটি রক্তবাহিত রোগ অর্থাৎ রক্তের মাধ্যমে কিংবা সংক্রামিত রোগীর শরীরের তরলের মাধ্যমে ছড়ায়। এই সংক্রমণের ফলে অ্যাডভান্সড লিভার ডিজিজ যেমন লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসার হতে পারে। হেপাটাইটিস বি কখনো-কখনো অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিসের কারণ।

উপসর্গ

অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস হলে জ্বর, অস্থিরতা, বমিবমি ভাব, বমি, খিদে কমে যাওয়া, পাতলা পায়খানা, হলুদ প্রস্রাব এবং চোখ হলুদ হয়ে যেতে পারে।

ক্রনিক হেপাটাইটিস প্রধানত উপসর্গহীন। তবে অ্যাডভান্সড হয়ে গেলে পেট ফুলে যাওয়া, পা ফুলে যাওয়া এবং বমির সঙ্গে রক্ত পড়তে পারে।

চিকিৎসা

হেপাটাইটিস এ এবং ই'র ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, তবে সহায়ক যত্নের প্রয়োজন। যেমন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি হাইড্রেটেড থাকতে হবে এবং বিশ্রাম নিতে হবে।

হেপাটাইটিস বি'র ক্ষেত্রে লিভারের ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসা করা হয়। হেপাটাইটিস সি'তে আক্রান্ত রোগীদেরও চিকিৎসা সম্ভব এবং ৯০ শতাংশ রোগী চিকিৎসায় সেরে ওঠেন।

প্রতিরোধের উপায়

হেপাটাইটিস এ এবং বি'র জন্য কার্যকরী ভ্যাকসিন রয়েছে। এখন সব সদ্যোজাত শিশুর জন্য সরকার দ্বারা প্রস্তাবিত ইমিউনাইজেশন শিডিউলে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক।

রোগ ছড়ানো প্রতিরোধ করার জন্য সুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, একজনের সূচ অন্যজন ব্যবহার না করা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা উচিত।

লিভার ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর খাবার খান, মদ্যপান এড়িয়ে চলুন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

মদ্যপানে বিরত থাকুন, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন

ডাঃ পিনাকীসুন্দর কর

কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এবং হেপাটোলজিস্ট, মেডিকা নর্থবেঙ্গল ক্লিনিক

হেপাটাইটিস এমন একটি রোগ যা লিভারের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। কোন হেপাটাইটিসের উপসর্গ কী, কীভাবে সুস্থ থাকবেন প্রভৃতি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস

অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস একটি গুরুতর লিভারের রোগ যা অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে ঘটে। এটি অ্যালকোহলযুক্ত লিভার রোগের একটি রূপ, যা থেকে ফ্যাটি লিভার এবং সিরোসিস হতে পারে। এই রোগে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও উপসর্গ নাও থাকতে পারে। তবে অসুখ বাড়ার সঙ্গে খিদে কমে যাওয়া, বমিবমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, জন্ডিস (ত্বক ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া), জ্বর, চরম ক্লান্তি এবং ওজন কমতে পারে।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

ভাইরাল হেপাটাইটিসের লক্ষণের মধ্যে রয়েছে ক্লান্তি, খিদে কমে যাওয়া, বমিবমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, গাঢ় প্রস্রাব, মাটির রংয়ের মতো মল, জন্ডিস (ত্বক এবং চোখ হলুদ হওয়া), জয়েন্টে ব্যথা এবং অল্প জ্বর হতে পারে। তবে সবার লক্ষণ দেখা নাও দিতে পারে, বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি এবং সি-র ক্ষেত্রে ।

হেপাটাইটিস সি

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি গুরুতর লিভার সংক্রমণ, যার প্রায়শই অ্যাডভান্সড স্টেজে উপসর্গ বোঝা যায়। এটি প্রধানত সূচ বা শিরিঞ্জ শেয়ার করার মাধ্যমে এবং সংক্রামিত রক্তের সংস্পর্শে ছড়িয়ে পড়ে। এটি যৌন যোগাযোগের মাধ্যমে বা গর্ভাবস্থায় মা থেকে শিশুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষণগুলির মধ্যে ক্লান্তি, বমিবমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, জন্ডিস, গাঢ় প্রস্রাব এবং হালকা রংয়ের মল হতে পারে। এটি পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যদি আপনার ঝুঁকি থাকে।

হেপাটাইটিস বি

হেপাটাইটিস বি একটি ভাইরাল সংক্রমণ, যা লিভারকে আক্রমণ করে। কখনও কখনও দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ, সিরোসিস বা লিভার ক্যানসারের দিকে পরিচালিত করে। এটি রক্ত থেকে রক্তের যোগাযোগ, যৌন সংযোগ এবং জন্ম বা গর্ভাবস্থায় মা থেকে সন্তানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষণগুলির মধ্যে ক্লান্তি, বমিবমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, জন্ডিস, গাঢ় প্রস্রাব, হালকা রংয়ের মল এবং জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে। প্রতিরোধের মধ্যে রয়েছে টিকা, নিরাপদ যৌন সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত সামগ্রী শেয়ার করা এড়ানো। যদিও দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস বি-এর কোনও প্রতিকার নেই। ওষুধ সংক্রমণ পরিচালনা করতে এবং লিভারের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করতে পারে।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (এনএএফএলডি)

এনএএফএলডি এমন একটি অবস্থা, যেখানে লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়। শুধু মদ্যপানের জন্য নয়, প্রায়শই অতিরিক্ত ওজনও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। চিকিৎসা করা না হলে এটি লিভারের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। এনএএফএলডি-র লক্ষণগুলি প্রায়ই বোঝা যায় না, যেখানে নন অ্যালকোহলিক স্টেটো হেপাটাইটিস (এনএএসএইচ)-এর লক্ষণগুলির মধ্যে ক্লান্তি, দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া, জন্ডিস এবং ত্বকে চুলকানি হতে পারে। সুস্থ থাকতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে এবং রোগ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

অটো ইমিউন হেপাটাইটিস কী

অটো ইমিউন হেপাটাইটিস একটি দীর্ঘস্থায়ী লিভারের রোগ যেখানে আপনার ইমিউন সিস্টেম ভুলভাবে আপনার লিভার কোষকে আক্রমণ করে। ফলে প্রদাহ এবং ক্ষতি হয়। লক্ষণগুলির মধ্যে ক্লান্তি, খিদে কমে যাওয়া, জয়েন্টে ব্যথা, জন্ডিস, গাঢ় প্রস্রাব, হালকা রংয়ের মল এবং পেটে ব্যথা বা ফোলা হতে পারে। সঠিক কারণ অজানা, তবে জেনেটিক এবং পরিবেশগত কারণগুলির সংমিশ্রণ বলে বিশ্বাস করা হয়। চিকিৎসায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করার জন্য ওষুধ এবং গুরুতর ক্ষেত্রে লিভার প্রতিস্থাপন করতে হয়। প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লিভার সিরোসিস

সিরোসিস গুরুতর পর্যায়ের লিভারের রোগ যেখানে সুস্থ লিভারের টিস্যু খারাপ দাগযুক্ত টিস্যুতে পরিণত হয়, যা লিভারকে সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। রোগের অগ্রগতি না হওয়া পর্যন্ত লক্ষণগুলি প্রায়শই দেখা যায় না এবং এতে ক্লান্তি, দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, বমিবমি ভাব, সহজেই ক্ষত বা রক্তপাত, পা, গোড়ালিতে

ফোলাভাব, জন্ডিস, ত্বকে চুলকানি, পেটে ব্যথা বা ফোলা হতে পারে। এছাড়া বিভ্রান্তি, গাঢ় প্রস্রাব এবং হালকা রংয়ের মল হতে পারে। কারণগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস বি বা সি, নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, অটো ইমিউন হেপাটাইটিস এবং অন্যান্য কারণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গুরুতর পর্যায়ের লিভার রোগের উপসর্গ

ক্লান্তি, বমিবমি ভাব, বমি, খিদে কমে যাওয়া, পেটে ব্যথা, জন্ডিস, গাঢ় প্রস্রাব, হালকা রংয়ের মল, পেট ফুলে যাওয়া, বিভ্রান্তি, সহজেই রক্তপাত হতে পারে।

পরবর্তী পর্যায়ে লিভার উপসর্গ

জন্ডিস, গাঢ় রংয়ের প্রস্রাব, হালকা রংয়ের মল, হজমের অসুবিধা, ওজন কমে যাওয়া, পেশি ক্ষয়, মস্তিষ্কের মৃদু দুর্বলতা (হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি), গন্ধযুক্ত শ্বাস ও ফুসকুড়ি হতে পারে।

ঘুম প্রয়োজন, তবে ৭-৮ ঘণ্টার বেশি নয়

যাঁরা ঘুমোতে ভালোবাসেন তাঁদের অনেককেই ঘুমকাতুরে বলে কটাক্ষের শিকার হতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গিয়েছে, ভালো ঘুম আমাদের মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সাহায্য করে। লিখেছেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পার্থসারথি মল্লিক

ঘুম আমাদের শেখার ক্ষেত্রে ও মনে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে আমরা ফোকাস ঠিক রাখতে পারি না। নতুন কিছু শুনলে বা শিখলে বা দেখলেও মনে রাখতে পারি না। পরে সেই সব তথ্য মনে আসে না।

আমরা যখন ঘুমোই তখন আমাদের মস্তিষ্ক আবেগকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। তাই ক্রনিক স্লিপ ডিসঅর্ডার বা ঘুমের অভাবে আমাদের মুড ডিসঅর্ডার হয়। ঘুম না হলে আমাদের মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা অথবা প্যানিক ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতে ৯ ঘণ্টার বেশি ঘুমোলে হিতে বিপরীত হয়। তাতে উপকারের চেয়ে বেশি অপকার হয়। রাতে দীর্ঘক্ষণ ঘুমোলে হৃদযন্ত্রের ধমনীতে ক্যালসিয়াম জমা হয়। তাই রাতে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট।

আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের রক্তচাপ নেমে যায়, আরাম পায় আমাদের হার্ট আর রক্তনালি। আমাদের ঘুম যত কম হবে তত আমাদের রক্তচাপ বেশি থাকবে। উচ্চ রক্তচাপ থেকেই হৃদযন্ত্রের নানা সমস্যা বাড়ে। ঘুমের সময় রক্তে শর্করার মাত্রাও কমে যায়। তাই যত বেশি ঘুমোবেন ততই কম টাইপ-২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হবেন।

রোগ দূরে রাখতে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মজবুত হওয়া দরকার।

কম ঘুম হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই আমরা বেশি তাড়াতাড়ি ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে আক্রান্ত হই।

এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুম হলে আমরা কম ক্লান্ত হই। তাতে খাইখাই ভাব কম থাকে। মস্তিষ্ক থেকে লেপটিন আর মেলালিন নামে দুটো হরমোন নিঃসরণ হয়। এই দুই হরমোন আমাদের খিদেভাব নিয়ন্ত্রণ করে। ঘুম কম হলে অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেশি বাড়ে।

ভয় যখন পোকায়

সম্প্রতি টেনিস তারকা সেরেনা উইলিয়ামসের স্বামী লাইম রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু কী এই রোগ? কীভাবেই বা হয়?

লাইম রোগ একটি ভেক্টরবাহিত ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ, যা ত্বকের টিস্যুকে প্রভাবিত করে। এই রোগের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বোরেলিয়া বার্গডোরফেরি ব্যাকটিরিয়াকে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৭৫ সালে কানেটিকাটের লাইম শহরে প্রথম এই রোগ ধরা পড়ে বলে এর নাম লাইম রোগ। ইঁদুর বা হরিণের শরীরে এই রোগের জীবাণু থাকে। সেখান থেকে একরকমের পোকার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়। জঙ্গলে অনেক বেশি সময় কাটালে এমন সংক্রমণ হতে পারে।

উপসর্গ

এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ বৃত্তাকার ফুসকুড়ি, যা এরিথেমা মাইগ্রানস নামে পরিচিত। ওই বিষাক্ত পোকা কামড়ের ৩০ দিনের মধ্যে এটি হতে পারে। এছাড়া জ্বর, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, পেশি ও জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।

রোগনির্ণয়

উপসর্গ ও ফুসকুড়ির উপস্থিতি দেখার পাশপাশি লাইম ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি শনাক্ত করতে রক্ত পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।

চিকিৎসা

এই রোগের চিকিৎসা সময়সাপেক্ষ। সংক্রামিতের রক্ত পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হয়। সাধারণত ডক্সিসাইক্লিন ও অ্যামোক্সিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। সময়মতো এই রোগের চিকিৎসা না করলে মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। যেমন, মুখ বেঁকে যেতে পারে। শরীর ফুলে যেতে পারে। হৃদযন্ত্রের অস্বাভাবিক সঞ্চালন হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

গা-ঢাকা পোশাক পরুন, বাইরে থেকে এসে ভালো করে হাত-পা ধুয়ে নিন, পোকামাকড় নিরোধক ব্যবহার করুন এবং কাঠের তৈরি ও ঘাসযুক্ত এলাকা এড়িয়ে চলুন।

ছোট তারা

কোচবিহারের এপিক পাবলিক স্কুলের এলকেজির ছাত্র সৌরিক রায়। ছবি আঁকায় ও শরীরচর্চায় তার পুরস্কার রয়েছে। এসবের পাশাপাশি তাইকোন্ডো শিখছে এই খুদে।

আজ শহরে

- বেলা ১২টা থেকে ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের বিএড বিভাগের তরফ থেকে রক্তদান শিবির।
- বিকেল ৩টায় কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল চত্বরে ‘গাছের কথা’ সংস্থার তরফে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	৪
এবি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	২

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৮
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৮
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	১৫
ও নেগেটিভ	১

খাবার বিলি

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : লায়ন্স ক্লাব অফ কোচবিহার হেরিটেজ ভাণ্ডারার তরফে প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাণেশ্বর শিব মন্দিরে যাওয়া ভক্তদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল পাঁচটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভক্ত ও সাধারণ মানুষদের তাঁরা খাবার বিলি করবেন। সংগঠনের সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ বলেন, ‘সোমবার সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ইতিমধ্যেই আমরা পাঁচ হাজার ভক্তকে খাবার বিলি করেছি। ভক্তরা যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ আমরা খাবার বিলি করব।’

কোচবিহার শহরের ফুটপাথে এখন রয়ে গিয়েছে ব্যবসায়ীদের দোকান। ছবি : জয়দেব দাস

বিরোধ এড়াতে সিদ্ধান্ত পুরসভার

রাসমেলা ভাঙতে ৪ দিন সময়সীমা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : গতবার রাসমেলা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ২০ দিন রাসমেলা হওয়ার পর দোকান ভাঙার জন্য ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত আরও ৪ দিন সময় দেবে পুরসভা। সোমবার বোর্ড মিটিং করে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তবে, এই চারদিনের জন্য পুরসভা যাতে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় না করে সেই আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

মদনমোহনের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে এবারও রাসমেলা হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই মেলায় ছোট-বড় সবমিলিয়ে প্রায় চার-পাঁচ হাজার দোকান বসে। পুরসভা পরিচালিত এই মেলায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। দুশো বছরের পুরোনো এই মেলা দীর্ঘ বছর ধরে ১৫ দিনের হলেও পরে আবার মেলার শেষের দিকে প্রায় প্রতিবারই ব্যবসায়ীদের অনুরোধে আরও দুই-তিনদিন বাড়ানো হত। এর ফলে নামে ১৫ দিনের হলেও মেলা কার্যত প্রতিবারই ১৭-১৮ দিন করেই হত। তারপরেও দোকান-পসার ভাঙতে আরও দুই-তিনদিন সময় লাগত। এই সময়েও লোকজন মেলায় কেনাকাটা করার জন্য ভিড় জমাতেন। ফলে এটাকে ভাঙা মেলা বলা হত।

বহুদিন ধরে রাসমেলায় এই ভাঙামেলার রেওয়াজ চলে আসছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ার পরে এই রাসমেলা ১৫ দিন থেকে ২০ দিনের করে দেওয়া হয়। ফলে গত দুই বছর ধরে রাসমেলা ২০ দিনের হয়ে আসছে।

গত বছর মেলা শেষ হওয়ার দিন রাতেই দোকানপত্র ব্যবসায়ীদের তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেয় পুলিশ ও প্রশাসন। যা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বিরোধ বাধে। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে পুরসভারও বিরোধ দেখা দেয়।

এবার যাতে সেরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সে কারণে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘গতবারের বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা এবার ২০ দিন রাসমেলা হবার পর দোকান ভাঙার জন্য ব্যবসায়ীদের চারদিন সময় দিয়েছি। মেলার দোকান গড়তে ৮-১০ দিন সময় লাগে। ফলে সেটা তো আর একদিনে ভাঙা যায় না। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আমরা খুব শীঘ্রই প্রশাসনকে জানাব।’

কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, ‘খুবই ভালো সিদ্ধান্ত। এতে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। বিষয়টিকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে পুরসভার কাছে আমাদের আর্জি এই ৪ দিনের জন্য যাতে ব্যবসায়ীদের থেকে আর অতিরিক্ত শুল্ক পুরসভা না নেয়।’

সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘পুরসভা এখনও আমাদের এ ধরনের কিছু জানায়নি। ওরা আগে আমাদের কাছে পাঠাক। তারপর বিষয়টি আমরা দেখব।’

আগেভাগেই সিদ্ধান্ত

- গত বছর রাসমেলা শেষ হওয়ার দিন রাতেই দোকান তুলে নিতে ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হয়
- এনিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বিরোধ বাধে
- জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে পুরসভারও বিরোধ দেখা দেয়
- সেরকম পরিস্থিতি এবার যাতে না হয় তার জন্য পুরসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে

কোচবিহারে ভেন্ডিং জোন ফাঁকাই পড়ে

ফুটপাথেই ব্যবসায়ীরা

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : কোচবিহার শহরে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের পাঁচ জোন ভাগ করে দিয়েছিল পুরসভা। পাঁচটি ভেন্ডিং জোনে গিয়ে তাঁরা ব্যবসা করতে পারবেন বলে মাইকে ঘোষণা করেছিল পুরসভা। কিন্তু তারপর এক মাস হতে চললেও কোনও ব্যবসায়ী সেই চিহ্নিত বাজার এলাকায় যাননি। অন্যদিকে, রাস্তার ধার থেকে দোকান তুলে পথে বসেছেন কয়েকশো পরিবার। অনেকে উপায় না পেয়ে পুরোনো স্থানেই টেবিল পেতে খোলা আকাশের নীচে দোকান দিতেও দেখা গিয়েছে। সবমিলিয়ে শহরের ফুটপাথ সমস্যা সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল।

শহরের মা ভবানী চৌপথিতে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে পানের দোকান করছেন যুগল দাস। তাঁর সাফ কথা, ‘পুরসভা কোথায় বাজার করে দিয়েছে? কীভাবে সেখানে যাব কিছুই জানি না। আর সেখানে গেলেই যে ব্যবসা হবে তার কী গ্যারান্টি আছে? দোকান উচ্ছেদ করে আমাদের পথে বসিয়েছে। সামান্য টেবিলে পান ও অন্য দ্রব্যসামগ্রী রেখে ব্যবসা করছি।’ একই সুর শোনা গেল সিলভার জুবিলি রোডের ধারে টেবিলে তালা, চাবি রেখে বিক্রি করা গণেশ বণিকের গলাতেও। তিনি বলেন, ‘আমি ২৬ বছর ধরে ফুটপাথে ব্যবসা করছি। যেখানে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে কী ব্যবসা হবে। সঠিক কোনও পরিকল্পনা না করে আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছে।’ এবিষয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘বিকল্প ব্যবস্থা তো করা হয়েছিল। কেন বা কী কারণে বাজারগুলোতে কোনও ব্যবসায়ী বসছে না তা দেখা হবে।’

সূত্রের খবর, শহরের পাঁচটি ভেন্ডিং জোনের মধ্যে ছিল গুঞ্জবাড়ির সুধাংশু মার্কেট, দুর্গাবাড়ি মার্কেট, বিন্দেশ্বর চৌপথি থেকে নিউ ডাবড়ি মোড়। অন্যদিকে, মহারাজা ক্লাব থেকে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল পর্যন্ত। এই চারটি স্থানে সকাল বিকাল ব্যবসা করার কথা জানানো হয়েছিল। জেনকিন্স স্কুল মোড় থেকে জেলখানা মোড় অবধি যে সমস্ত ভেন্ডাররা বসছেন তাঁরা শুধুমাত্র বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত ব্যবসা করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছিল। শেষের জোনটিতে রাতের বেলা আগের মতোই দোকানপাট বসছে। কিন্তু বাকি চারটি জোনে পুরোনো যে ব্যবসায়ীরা ছিলেন তাঁরাই ব্যবসা করছেন। নতুন করে কোনও ব্যবসায়ী সেখানে যাননি বলে জানা গিয়েছে। শহরের যে ব্যবসায়ীদের দোকান তুলে দেওয়া হয়েছিল তার ৭০ শতাংশ কাজ হারিয়েছেন। বাকি ৩০ শতাংশ পুরোনো স্থানেই কোনওভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

রেললাইন থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত ব্যবসায়ী, রহস্য

হলদিবাড়ি, ২৯ জুলাই : হলদিবাড়ি স্টেশনের রেললাইন থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে রেলপুলিশ। সোমবার বিকেলে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হলদিবাড়ি শহরে। রেল পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে যায়। আহত ব্যক্তির নাম গোলাম মোস্তফা। বয়স ৩৫ বছর। তিনি পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী। হলদিবাড়ি বাজারে তাঁর একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে।

এদিন বিকেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রীরা ফাঁকা হতেই প্ল্যাটফর্মের উলটোদিকে রেলের ট্র্যাকের উপর এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায় রেল পুলিশ। কাছে গিয়ে দেখা যায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই ব্যক্তির গলার অনেকটা অংশ কাটা রয়েছে। কাটা অংশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। তখনও শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনাটি নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। জিআরপি’র এসআই শংকর দেব বলেন, ‘রেলের ট্র্যাক থেকে ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।’

টুকরো খবর

আবৃত্তি উৎসব

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : আবৃত্তি পরিষদের উদ্যোগে রবিবার আন্তর্জাতিক আবৃত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার উৎসব অডিটোরিয়ামে। কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গার মোট ১২৩ জন পড়ুয়া সেখানে অংশ নেয়। কোচবিহার ও শিলিগুড়ির পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং অসমের আবৃত্তিশিল্পীরাও আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সংস্থার প্রশিক্ষক শিলাদিত্য রায় বলেন, ‘সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালিত হয়েছে। সন্ধ্যায় অডিটোরিয়ামে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছিল।’ এদিকে, আবৃত্তি নীড়ের উদ্যোগে আবৃত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে শোভনসুন্দর বসু অনুষ্ঠান করেন। সংস্থার কর্ণধার লিজা চক্রবর্তী বলেন, ‘কোচবিহার ও আলিপুদুয়ার মিলিয়ে মোট ১৫০ জন খুদে এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে।’

যোগাসন

দিনহাটা, ২৯ জুলাই : রবিবার রাতে দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও কোচবিহার জেলা ফিজিকাল কালচারাল সংস্থার নির্দেশনায় ৫৪তম জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স হয়ে ‘যোগ সম্রাট’ হয় রাজবীর কর্মকার এবং ‘যোগ সম্রাজ্ঞী’ হয় অদ্রিজা রায়। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয় শ্রেয়ান রায়, বিভাস চন্দ, রাজবীর কর্মকার, গৌরব সাহা, তনুশ্রী দাম, কৃতী হালদার ও অদ্রিজা রায়।

সম্মেলন

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : গ্রাহক স্বার্থবিরোধী স্মার্ট প্রিপেড মিটার প্রত্যাহার, ফিক্সড চার্জ নেওয়া বন্ধ, বিদ্যুৎশিল্পকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ সহ চার দফা দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলন করল সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি। সংগঠনের তরফে এদিন কোচবিহারের রেডক্রস ভবনে একটি সম্মেলন হয়। সম্মেলনে অমরকুমার পালকে সভাপতি, নীরেন্দ্রচন্দ্র রায়কে সম্পাদক ও পরেশচন্দ্র রায়কে কোষাধ্যক্ষ করে ২০ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

কাঠের জন্য চিঠি

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : এবার মদনমোহনের রথ তৈরির কাঠের জন্য জলদাপাড়া রেঞ্জের মুখ্য বনাধিকারিকের কাছে চিঠি পাঠালেন জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা। একথা জানিয়েছেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘সম্প্রতি জেলা শাসকের তরফে মুখ্য বনাধিকারিকের কাছে চিঠি করা হয়েছে। তাঁরা নির্ধারিত দামে প্রয়োজনীয় কাঠ আমাদের সরবরাহ করবেন। কাঠের ব্যবস্থা হলেই আমরা নতুন রথ তৈরির কাজ শুরু করব।’ এবিষয়ে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

অভিযান

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার চত্বরে আচমকাই অভিযানে নামল জেলা পুলিশ। সোমবার রাতে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) কৃষ্ণগোপাল মিনা সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অভিযানে নামেন। বহু ব্যবসায়ীই ফুটপাথের উপরে তাঁদের ব্যবসার পণ্য রেখেছিলেন। তাঁদেরকে পুলিশের তরফে সতর্ক করা হয়। সেখানকার ওয়ানওয়ে ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

আলোচনা

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : শহরের বাবু তারাপদ ভবনে নাট্যকার দীপায়ন ভট্টাচার্যের লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘শেষের সে দিন’ শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষ্যে নাট্যবিষয়ক আলোচনা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সেখানে।

আপনার সাহিত্য প্রীতি
অর্থমূল্যের সঙ্গে খ্যাতি

সেরা উত্তরকে
উত্তরের সেরা স্বীকৃতি

আর বাকি ১ দিন

নবীন প্রতিভার সন্ধানে

ওগো কথাজাগানিয়া...
যে কথায় দুঃখ জাগে-জাগে সুখ, আনন্দ জাগে - জাগে অনন্ত, ক্ষতেভরা মুখের ওপর সপাটে কথা বলে সমাজের আরশি—
সেইসব সেরা নবীন কথাকার ও কবিকে কথা-সম্মান প্রদান। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে আপনিই হয়ে উঠুন ‘সেরার সেরা’।

সেরা গল্পকার
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা গল্প লিখুন সর্বাধিক ১৬০০ শব্দে
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

সেরা প্রাবন্ধিক
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা প্রবন্ধ লিখুন সর্বাধিক ৯০০ শব্দে
বিষয় : আপনার পছন্দের
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

সেরা কবি
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা লিখুন নাতিদীর্ঘ কবিতা, সর্বাধিক ২৪ লাইন
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহিত্য সম্মান

উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা গোষ্ঠীর আয়োজনে সাহিত্য প্রতিযোগিতা। একজন প্রতিযোগী গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা- তিনটি বিভাগেই যোগ দিতে পারেন। পুরস্কার দেওয়া হবে পৃথকভাবে প্রতিটি বিভাগে।

মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০২৪

শর্তাবলি : প্রতিযোগীদের আবশ্যিকভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর বা কালিম্পং জেলার বাসিন্দা হতে হবে। ১ অগাস্ট ২০২৪-এর হিসাবে শুধুমাত্র ৪০ অনূর্ধ্ব লেখকরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। গল্পের সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৬০০, প্রবন্ধ ৯০০, কবিতা নাতিদীর্ঘ, সর্বাধিক ২৪ লাইন। প্রতি বিভাগের সেরা তিনটি লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। বিভাগ উল্লেখ করে ইউনিকোড ফন্টে ওয়ার্ড ফাইল ও পিডিএফ সহ লেখা পাঠান- ubscontest@gmail.com সঙ্গে দিন বয়সের প্রমাণপত্র। বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রয়োজনে শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭

বাগানে বারলার নয়া সংগঠন

নাগরাকাটা ও রাঙ্গালিবাজনা, ২৯ জুলাই : স্বতন্ত্র চা শ্রমিক সংগঠন তৈরির কথা ঘোষণা করলেন জন বারলা। নর্থবেঙ্গল টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে ওই সংগঠনটির সভাপতিও হয়েছেন তিনি। সম্পাদক রহেন মিঞ্জ। বিটিডব্লিউইউ ভেঙে বারলার নতুন সংগঠন তৈরির ঘোষণা চা বলয়ের রাজনৈতিক সমীকরণেও বড় বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ সোমবার চা বাগান এবং উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের ইস্যুতে তুলোধোনা করেছেন কেন্দ্রকে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তিনি একেবারেই চুপ।

বেশ কিছুদিন ধরে কানাঘুষো শুরু হয়েছিল মনোজ টিগ্গা আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে জিতে সাংসদ হওয়ার পর মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জন বারলা প্রার্থী হতে পারেন। এমনটাও চাউর হয়েছিল, রাজ্যের শাসকদল থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে। সেই জল্পনায় অবশ্য সোমবার ইতি টেনে দিয়েছেন বারলা নিজে। তিনি বলেন, 'আমি কোনও স্থান থেকে কারও হয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর নেই। আমার লক্ষ্য, বঞ্চিত চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো। শ্রমিক আন্দোলনকে নতুন দিশা দেখানো। চা বাগানই আমার মা-বাবা ও সন্তান।'

জেলার খেলা

জিতল হেলাপাকড়ি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুলাই : চ্যাংরাবান্ধা ফুটবল কমিটির অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলে সোমবার হেলাপাকড়ি জুনিয়ার ২-০ স্কোরে চ্যাংরাবান্ধা জুনিয়ারকে হারিয়েছে। সোমবার চ্যাংরাবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে স্বপন রায় ও ম্যাচের সেরা ইমন সরকার গোল করেন।

২১ পদক

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ৬টি সোনা, ৩টি রুপো ও ১২টি ব্রোঞ্জ পেয়েছেন কোচবিহার জেলা সেশিনকাই ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের ক্যারাটেকারা। প্রতিযোগিতায় সুধৃতী দাস, বহ্নিশিখা সরকার, পিয়াস চন্দ, শ্রেষ্ঠাংশু দত্ত, হার্দিক মজুমদার ও বৃষ্টিস্নাত সরকার সোনা জিতেছেন। সেশিনকাই স্পোর্টস ক্যারাটে ডু ট্রেনিং অ্যাকাডেমির ক্যারাটেকারা তিনটি করে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। শ্রীজা সাহার প্রাপ্তি জোড়া সোনা। বিটু সাহা পেয়েছেন একটি সোনা।

জয়ী দেওয়ানগঞ্জ

হলদিবাড়ি, ২৯ জুলাই : প্রদর্শনী ফুটবলে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্প টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে হলদিবাড়ি টাইমসকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। কোচিংয়ের বিকাশ রায় ও হলদিবাড়ির অপু দেবনাথ গোল করেন।

সেরা ডাকুয়াপাড়া

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জুলাই : কুচলিবাড়ির নবাগত স্পোর্টিং ক্লাবের গণেশচন্দ্র রায় ও বিনোদিনী রায় ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল ডাকুয়াপাড়া সংঘ। সোমবার ফাইনালে তারা ১-০ গোল জিগাবাড়ি ক্লাবকে হারিয়েছে। সতীঘাটেরপাড় রামনিধি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা রাম রায়।

ম্যাচ ড্র

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে সোমবার শালবাড়ি যুব সংঘ ও মর্নিং স্পোর্টস বিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। শালবাড়ির সঞ্জিত অধিকারী ও মর্নিংয়ের শুভজিৎ দাস গোল করেন। ম্যাচের সেরা মর্নিংয়ের রাজ সাজের। মঙ্গলবার খেলবে ধলপল সিনিয়ার একাদশ ও বলরামপুর আবেক একাদশ।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন প্রকল্প

টাকা খরচের নিরিখে প্রথম কোচবিহার

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : পঞ্চদশ অর্থ কমিশন প্রকল্পের কাজে রাজ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে কোচবিহার জেলা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে টাকা খরচের নিরিখে সবার উপরে রয়েছে কোচবিহার। এর ফলে আগামী অর্থবর্ষে কোচবিহার জেলার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পে বরাদ্দ বেশি পাওয়ার পাশাপাশি ইনটেনসিভ গ্র্যান্ট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) সৌমেন দত্ত বলেন, 'জেলায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর যে নির্দেশ দিয়েছে সেভাবে সবটা হচ্ছে।'

কোচবিহার জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, সবমিলিয়ে ২০২৪-'২৫ আর্থিক ১১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল কোচবিহার জেলার। তার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ মিলে ৬৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। এখন তাদের হাতে রয়েছে ৪৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। শতাংশের হিসেবে সেটা দাঁড়ায় ৫৯.৪১ শতাংশ, যা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

কোচবিহার জেলার পর রয়েছে উত্তর দিনাজপুর। সেই জেলা খরচ করেছে ৫২.১১ শতাংশ টাকা। আলিপুরদুয়ার জেলা রয়েছে তিনে। তারা খরচ করেছে ৪৯.১১ শতাংশ টাকা। দার্জিলিং জেলা রয়েছে সপ্তম স্থানে। তারা খরচ করেছে ৪৫.০৩ শতাংশ টাকা। অন্যদিকে, ৪০.৪৩ শতাংশ টাকা খরচ করে জলপাইগুড়ি জেলা রয়েছে নবম স্থানে।

এখন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা দু'ভাগে খরচ করার নিয়ম রয়েছে। তার মধ্যে টায়েড গ্র্যান্টের টাকায় নিয়ম অনুযায়ী পানীয় জলপ্রকল্প, বর্জ্য নিষ্কাশন, ঢাকনাযুক্ত নিকাশি, এই ধরনের কাজ করা যাবে।

জেলাওয়াড়ি

কোচবিহার-৫৯.৪১ শতাংশ

উত্তর দিনাজপুর-৫২.১১ শতাংশ

আলিপুরদুয়ার-৪৯.১১ শতাংশ

দার্জিলিং-৪৫.০৩ শতাংশ

জলপাইগুড়ি -৪০.৪৩ শতাংশ

যে কাজগুলো সবার কাজে লাগবে। কোনও ব্যক্তিগত বেনিফিশিয়ারির কাজে টায়েড গ্র্যান্টের টাকা খরচ করা যাবে না বলে নির্দেশ রয়েছে। অন্যদিকে, আনটায়েড গ্র্যান্টের টাকায় রাস্তা, ভবন, কালভার্ট তৈরির কাজ করা যায় বলে নির্দেশ রয়েছে।

কমিটিতে সুমন, প্রস্তাব মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলি নিয়ে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গড়ার দাবি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করার জন্য এবার হাউস-কমিটি গড়ার কথা বললেন তিনি। সেচ দপ্তরের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করার প্রস্তাব সোমবার বিধানসভায় দিয়েছেন তিনি। ওই কমিটিতে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালকে রাখার কথা তিনি নিজেই অধিবেশনে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ভুটানের নদীগুলির জলে প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের প্রচুর ক্ষতি হয়। ভুটান থেকে নদীগুলির জলের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়। কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে কোনও তথ্য দেয় না। এদিন ভারত-ভুটান নদী কমিশন গড়ার প্রস্তাবও বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এই প্রস্তাব পেশ করেন। সুমনের এই প্রস্তাব পেশ নিয়ে বিরোধিতা করেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'সুমন কাঞ্জিলাল বিজেপির কেউ নন। তিনি তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। অথচ বিজেপির বক্তা তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে।' বিধানসভার অধ্যক্ষ অবশ্য শংকর ঘোষের এই আপত্তি খারিজ করে দেন।

এর আগেও এই ইস্যুতে সর্বদলীয় কমিটি গড়া হয়েছিল। সেবার বিজেপির মুখ্য সচেতক এই ব্যাপারে দরবার করতে দিল্লি যাওয়ার ব্যাপারেও রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু সেবার বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব তা অনুমোদন করেনি। কাগজে-কলমে সুমন কাঞ্জিলাল এখনও বিজেপি বিধায়ক। ভুটানের ছাড়া জল থেকে বন্যা ও ইন্দো-ভুটান চুক্তি নিয়ে তিনি সুর চড়ালেও উত্তরবঙ্গের অন্য বিজেপি বিধায়করা এই ইস্যুতে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। এমনকি সুমনের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। উত্তরবঙ্গের সমস্যা নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের এই মনোভাব কেন, তা নিয়েই জল্পনা তৈরি হয়েছে। সুমন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আমি বলতে গিয়েছি। কিন্তু অবাক লাগল, বিজেপি যে বাংলা-বিরোধী, তা আবার প্রমাণ করে দিল। উত্তরবঙ্গের মানুষের ভোট পেলেও তারা সেখানকার মানুষের সমস্যার সমাধান নিয়ে উদ্যোগী হল না।'

এদিন ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে প্রস্তাব জানিয়ে সুমন বলেন, 'প্রতিবছর সিকিম এবং ভুটানের ছাড়া জলের জন্য উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা করে না। তাই রাজ্য বিধানসভায় আমার প্রস্তাব এই নিয়ে রাজ্য সরকার কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিক।' এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'নীতি আয়োগের বৈঠকে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে আমি বিশদে বলে এসেছি। বাংলা হল নৌকার মতো। সব জল আমাদের রাজ্যে এসে পড়ে। আমাদের ভুগতে হয়। বিষয়টি আমি প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রেকর্ড করে এসেছি।' এদিন মমতা বলেন, 'ভুটান ও সিকিমে বৃষ্টি হলে উত্তরবঙ্গের ক্ষতি হয়। ভুটান থেকে কেন্দ্রকে জানানো হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা রাজ্যকে জানায় না। উত্তরবঙ্গের ক্ষতি হয়। জলচুক্তি নিয়ে আমার অবস্থান দিল্লিকে জানিয়ে এসেছি।'

দেবত্র ট্রাস্টকে কেন্দ্রের অধীনে চান নগেন

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুলাই : তিন-চারদিন আগেই সংসদে উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার জাবি জানিয়েছিলেন কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নগেন রায়। এনিয়ে রাজ্যে তোলপাড় হয়েছে। সোমবার আবার সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবার রাজ্যের অধীনে থাকা কোচবিহারের দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি জানালেন তিনি। পাশাপাশি মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের কোনও উত্তরসূরি নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সাংসদের মন্তব্যে কোচবিহারের বিভিন্ন মহলে, বিশেষ করে দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে তুমুল অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। রয়্যাল ফ্যামিলি নগেনের এই বক্তব্যকে ধিক্কার জানিয়েছেন। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ব্যাপক সমালোচনা করেছে তৃণমূলও। বিজেপি নগেনের বক্তব্যকে সঠিক বলে জানিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'তিনি এখন হঠাৎ করে শুধুমাত্র দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে রাখার দাবি করছেন কেন? তাহলে কি উনি উপলব্ধি করেছেন যে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে অবাস্তব দাবি করেছেন, সেটা হওয়ার নয়। এলাকার মানুষ সেটা চাইছেন না। উনিই প্রমাণ করে দিলেন যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হচ্ছে না। আমরা বলি, রাজ্য সরকার যেগুলি পরিচালনা করছে সেগুলির উপর নজর দিতে হবে না। সেগুলি সুন্দরভাবে চলছে।'

রাজ আমলে কোচবিহারের মন্দিরগুলির পূজার্চনা দেখভালের জন্য দেবত্র বিভাগ ছিল। কোচবিহার যখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা দেবত্র ট্রাস্ট হয়ে যায়। বাম আমলে তা পর্যটন বিভাগের অধীনে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড হয়ে যায়। বর্তমানে মদনমোহন মন্দির, রাজমাতা মন্দির, ডাঙ্গরআই মন্দির, বাণেশ্বর মন্দির, ষণ্ডেশ্বর মন্দির সহ জেলায় ২০টি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে মোট ২০টি মন্দির রয়েছে। জেলার বাইরে

বেনারসের কালীবাড়ি ও বৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দ মন্দির রয়েছে ট্রাস্টের হাতে। বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি কোচবিহারের জেলা শাসক। ফলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পুরোপুরি রাজ্য সরকারের অধীনে।

কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি কুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ বলেন, 'এরা যে রাজনীতি করছে তা সাধারণ মানুষের ভালোর জন্য নয়, নিজের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য। এদিন সংসদে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। এটা আমাদের কাছে অসম্মানজনক। কোচবিহারবাসীর কাছেও অসম্মানজনক।' সংগঠনের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'কেন্দ্র-রাজ্য আলোচনা সাপেক্ষে এর সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসুক। রাজ জ্ঞাতিরা তাদের অধিকার ফিরে পাক।'

বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, 'রাজবাড়ি যেমন কোচবিহারের রাজারা তৈরি করেছেন, তেমনি মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি সহ দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা মন্দিরগুলিও রাজাদেরই তৈরি। রাজবাড়ি যদি কেন্দ্রের অধীনে থাকতে পারে, তাহলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কেন নয়। তাছাড়া এই মন্দিরগুলি দেখভালের জন্য রাজারা যে পরিমাণ অর্থ রেখে গিয়েছেন এবং মন্দিরে মদনমোহন মন্দিরে প্রতিদিন ভক্তদের দেওয়া যে পরিমাণ অর্থ জমা হয় তা কীভাবে খরচ হয় তার হিসাব কেউ জানতে পারে না। আমাদের জনপ্রতিনিধিদেরও ট্রাস্টের কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। সাংসদ যে দাবি করেছেন তা একশো শতাংশ সঠিক।'

এত সস্তা

প্রথম পাতার পর

সিকিমে একের পর এক বাঁধ। কই, তখন তো আলোচনা হয়নি। ১৪টা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে তো কোনও প্রতিবাদ হয়নি। এজন্য জলের গতি কমে গিয়েছে।'

তারপর মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, 'তিস্তার জল দিলে আমাদের মানুষ খাওয়ার জল পাবে না। উত্তরবঙ্গের মানুষের স্বার্থে তিস্তার জল দেওয়া অসম্ভব।' যদিও তাঁর বক্তব্য ছিল, 'বাংলাদেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। কিন্তু যেটা আমি দিতে পারব না, সেটা কী করে দেব? আমি বাংলার মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। বাংলার মানুষের স্বার্থে আমি ঘা দিতে দেব না।'

তাঁর ভাষণের সিংহভাগজুড়ে ছিল বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা। মমতার ভাষায়, 'গদি বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকার নীতীশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডুকে সন্তুষ্ট করেছে।' তাঁর এই মন্তব্যে বিজেপি বিধায়করা তুমুল প্রতিবাদ জানান। কিন্তু সুর চড়িয়ে মমতা স্পষ্ট করে দেন, 'কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে আমি বলবই। আটকাতে পারবেন না।' তাঁর ভাষণে ছিল গঙ্গার জলবণ্টনের চুক্তির প্রসঙ্গ। সম্প্রতি ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে বাংলাদেশে জল ছাড়ার চুক্তির পুনর্নবীকরণ হয়েছে।

গঙ্গার ভাঙনে মালদা, মুর্শিদাবাদের অস্তিত্বের সংকটে কেন্দ্রের নীরবতার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ফরাক্কা ব্যারেজ এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যেন কেন্দ্রীয় সরকার করে। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় যা করার করেছি। আমি বাংলায় ৫০০ কোটি ব্যয়ে চেক ড্যাম করেছি। বাংলার প্রতি অবহেলায় কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে বঞ্চনা করে।' ভারত-ভুটান নদী কমিশনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'হড়পায় আর ভারী বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ভেসে যায়। ভুটান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তথ্য যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জানায় না। দু'দেশের নদী কমিশন গড়ে সময়ে সময়ে সেই তথ্য রাজ্যকে জানাতে হবে।'

টোটোর তাণ্ডব

প্রথম পাতার পর

আমাদের সবার সেই উদ্যোগের পাশে দাঁড়ানো উচিত।' টোটোচালক নিতাই বর্মন, মকসেদুর মিয়াঁ প্রমুখ জানান, এই নির্দেশের ফলে সংসার চালাতে সমস্যায় পড়তে হবে। তাই প্রশাসনের এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে তাঁরা পথে নেমে তীব্র বিরোধিতা করছেন। আইএনটিটিইউসির কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিশু ধর বলেন, 'টোটোচালকেরা আমাদের সংগঠনে নেই। দাবিদাওয়া থাকতেই পারে। তবে মানুষের অসুবিধা করে আন্দোলন করা ঠিক নয়।'

মিরিকের পথে মৃত পুণ্যার্থী

দুধিয়ার কাছে ওলটাল পণ্যবাহী গাড়ি

শিলিগুড়ি ও বক্সিরহাট, ২৯ জুলাই : জল্পেশ মন্দিরে পুজো সেরে পণ্যবাহী গাড়িতে চেপে মিরিকে ঘুরতে যাচ্ছিল কোচবিহারের একদল পুণ্যার্থী। কিন্তু পথেই বিপত্তি। সোমবার সকালে দুধিয়ার কাছে বাঁক নিতে গিয়ে উলটে গেল গাড়িটি। পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল বক্সিরহাটের ফলিমারির বাসিন্দা সুখদেব দাস (৪৫)-এর। জখম অবস্থায় ১৮ জন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অধিকাংশের মাথায় চোট রয়েছে।

এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি দুধিয়ায় যায় পানিঘাটা থানার পুলিশ। জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে সুকনা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চোট গুরুতর হওয়ায় তাঁদের মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। চালকের পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এর আগে পণ্যবাহী গাড়িতে ডিজে বক্স নিয়ে জল্পেশে যাওয়ার পথে শর্টসার্কিটে মৃত্যু হয়েছিল ১০ পুণ্যার্থীর। তারপরই পণ্যবাহী গাড়িতে যাত্রা ও ডিজে বক্স নেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শুরু করেছিল প্রশাসন। কিন্তু ছবিটা যে বদলায়নি, তার বড় প্রমাণ এদিনের দুর্ঘটনা। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে এতজন পণ্যবাহী

জল্পেশ থেকে মিরিক ঘুরতে যাওয়ার পথে দুধিয়া থেকে একটু উপরে উলটে গেল গাড়ি।

গাড়িটিতে চেপে মিরিকের পথে যাচ্ছিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে।

জল্পেশে পুজো দেওয়ার জন্য রবিবার কোচবিহার থেকে রওনা হন ২৭ পুণ্যার্থী। গাড়িতে তাঁরা রান্নার সামগ্রী, সাউন্ড বক্স তুলে নিয়েছিলেন। ভোরে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে মিরিকে ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। দুধিয়ার লোহার সেতু পার করে পুণ্যার্থীদের গাড়িটি মিরিকের পাহাড়ি পথে উঠতে শুরু করে। কিন্তু কিছুদূর ওঠার পরই চালক বুঝে যান, তাঁর পক্ষে আর ওঠা সম্ভব নয়। ফেরার পথ ধরতেই ঘটে দুর্ঘটনা। সকাল ১০টা নাগাদ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুখদেবের। বাকিরা গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। স্থানীয়রাই এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান।

দুর্ঘটনায় হাতে চোট পেয়েছেন দক্ষিণ ফলিমারির বাসিন্দা সত্যেন সরকার। এদিন প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মেডিকেলের জরুরি বিভাগের বাইরে বসে সত্যেন বলেন, 'কিছুটা ওঠার পর চালক জানিয়ে দেন, তাঁর পাহাড়ে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গাড়ি ঘুরিয়ে নীচে নামতে বলি। নীচে নামার সময় শেষ একটি বাঁকে এসে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়িটি উলটে যায়।'

লক্ষ্মণ সাহা নামে আরেক পুণ্যার্থীর কথায়, 'গাড়িটি নেমে আসার সময় সেটির গতি অনেক বেশি ছিল। সেই কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সকলে ছিটকে দূরে পড়ে যাই। এমন ঘটনা ঘটবে কল্পনা করতে পারিনি।'

এদিন দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন সক্রিয় হয়। দ্রুত মেডিকেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুকনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়।

দুর্ঘটনার খবর পৌঁছাতেই ফলিমারিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। সুখদেব দাসের পরিবারে তাঁর স্ত্রী এবং বৃদ্ধ বাবা রয়েছেন। স্ত্রী পদ্মারানি দাসের কথায়, 'স্বামী তাঁতের কাজ করতেন। তাঁর আয় দিয়েই সংসার চলত। ভবিষ্যতে কীভাবে চলবে জানি না।'

সূর্য অস্তাচলে।। কোচবিহার ফাঁসিরঘাটে তোর্ষা নদীতে। ছবি- অপর্ণা গুহ রায়

মেয়াদ উত্তীর্ণ

প্রথম পাতার পর

পদ্ধতির পুরোনো এক্স-রে মেশিনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মেশিনগুলি কতটা পুরোনো তা বোঝাতে গিয়ে তিনি 'রাজ আমলের' উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যানকে তিনি অভিযোগ করে জানান, মেশিন এতটাই পুরোনো যে সেগুলি রাজ আমলের। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সও নেই। সংবাদমাধ্যমের সামনেই এধরনের অভিযোগ করায় অস্বস্তিতে পড়ে যান চেয়ারম্যান।

যদিও এমএসভিপি ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলেছেন, 'রেডিওলজির বিভাগীয় প্রধান এরকম কোনও সমস্যার কথা আমাকে জানাননি। জানালে পদক্ষেপ করা হবে।'

এক রোগী সিরাজুল হকের কথায়, 'মেশিনগুলির যদি এরকম অবস্থা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?' এমএসভিপি বলেন, 'হাসপাতালের বাইরের একটি সেন্টারে রোগীদের এক্স-রে করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে বিনামূল্যেই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।'

সেই চক্রের অফিসে তালা

প্রথম পাতার পর

ওই ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'আমি নিশ্চত সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণকেন্দ্রে জালিয়াতদের লোক নিযুক্ত আছে। কেউ ভর্তির জন্য গেলে সেই লোকগুলোই অভিনয় করে টাকা হাতাত।'

শুধু সেবক রোড নয়, শালবাড়ি এলাকার একটি নার্সিং প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নাম ব্যবহার করেও বহু লোককে ঠকিয়েছে প্রতারক দল।

মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড় সংলগ্ন এলাকায় তাদের নিজস্ব ফার্মাসি কলেজ আছে বলেই দাবি করে চক্রের লোকেরা। বাস্তবে ওই এলাকায় ওই ধরনের কোনও কলেজ নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এলাকায় প্রতারকদের বলা কোনও কলেজের খোঁজ মেলেনি।

ছাত্র জোগাড় করতে বিভিন্ন এলাকায় কমিশনের ভিত্তিতে দালাল নিয়োগ করেছে প্রতারণাচক্র। মাসখানেক আগের ঘটনা।

মেয়েকে ডি-ফার্মায় ভর্তি করানোর জন্য এক দালালের মাধ্যমে প্রতারকদের মাটিগাড়ার ডেরায় পৌঁছেছিলেন অসমের করিমগঞ্জের বাসিন্দা পরিতোষ মালাকার।

দেড় লাখ টাকায় রফাও হয়েছিল। কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় গোপনে তিনি নিজে কলেজ দেখতে গিয়েছিলেন।

পরিতোষের কথা, 'ওরা যে ঠিকানা দিয়েছিল সেখানে কোনও ফার্মাসি কলেজ ছিল না। বহু খুঁজেও পাইনি। এলাকার লোকজনও বলতে পারছিল না।

এলাকায় একটি নার্সিং প্রশিক্ষণ কলেজ আছে। সেখানে খোঁজ করে জেনেছিলাম আমার মতো আরও অনেকেই নাকি তাঁদের কাছে ফার্মাসি কলেজের খোঁজ করতে গিয়ে হতাশ হয়েছিলেন। পরে বুঝলাম পুরোটাই বুজরুকি।'

বিহার গ্যাংয়ের সঙ্গে বীরভূমের এক শিক্ষা মাফিয়ার দহরম-মহরম রয়েছে। বর্তমানে শিলিগুড়ির পরেশনগর এলাকায় আস্তানা করেছে বিহার গ্যাংয়ের প্রধান মাথা গুপ্তাজি।

লোকঠকানো টাকায় সম্প্রতি একটি দামি গাড়ি কিনেছেন তিনি। মাটিগাড়া এলাকায় জমি ও ফ্ল্যাট কেনার জন্য দামদরও শুরু করেছেন।

প্রতারণাচক্রের দালালের মাধ্যমে শপিং মলের ডেরায় এসে মাস ছয়েক আগে ২০ হাজার টাকা দিয়ে ডি-ফার্মা কোর্সের জন্য সিট বুক করেছিলেন দিনহাটার ভেটাগুড়ির এক তরুণী।

তাঁর অভিযোগ, এখনও ভর্তির ব্যবস্থা হয়নি। টাকাও ফেরত পাননি।

মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায় প্রতারণাচক্রের এক পান্ডা রয়েছে বলে খবর। সেখানেও সার্টিফিকেট পাইয়ে দেওয়ার নামে সিট বুকিং করা হচ্ছে। তারপর ছাত্রছাত্রীদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়িতে।

কিছুদিন আগে মালদার এক মাঝারি মাপের তৃণমূল নেতার ভাগ্নে প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন।

পরে শিলিগুড়ির এক নেতার মধ্যস্থতায় সেই টাকা ফেরত পেয়েছেন। জলপাইগুড়ির ক্রান্তি এলাকার দুজন প্রতারকদের খপ্পরে পরে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েও ভর্তি হতে পারেননি।

খবর প্রকাশের পর তাঁরা টাকা ফেরত পেতে সোমবার প্রতারকদের মাটিগাড়ার ডেরায় হাজির হয়েছিলেন। যদিও এখনই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউই।

প্রশ্ন থাকবে

প্রথম পাতার পর

কোনও বাধ্যতা নেই। ঘোষিত উদ্দেশ্য, কেন্দ্র আর রাজ্যের মধ্যে মতের আদানপ্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের নীল নকশা তৈরি করা। তার কতটা কী হয় কে জানে?

তবে এখন দেশজুড়ে 'বিকশিত ভারত' আর 'মিশন ২০৪৭'। সেখানে পাঁচ বছর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে? সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রই বা কী বস্তু? বিরোধীরা আপত্তি জানাচ্ছে, নীতি আয়োগের কোনও প্রয়োজনই নেই। এর থেকে আগের যোজনা কমিশন ছিল ঢের কাজের। আগে মুখোমুখি বসে আলোচনা করা যেত। বরাদ্দও ঠিক হত কথা বলেই। কংগ্রেস বলছে, নীতি আয়োগ হল মোদির হয়ে ঢাক পেটানোর জায়গা। তৃণমূল বলছে, নীতি আয়োগ তুলে দিয়ে যোজনা কমিশন ফিরিয়ে আনা হোক। আর পাঁচ পাবলিকের কাছে তা খায় না মাথায় দেয় কে জানে! সেখানে ভাষণ হয় বটে, ভাষণ দেওয়া বা দিতে না দেওয়া নিয়ে জলঘোলা হয় বটে, কাজের কাজ হয় কতটুকু?

কার্বন ট্রেডিং-এ ক্ষুদ্র চা চাষিরা

জলপাইগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২৯ জুলাই : একরের পর একর বিস্তৃত চা বাগানে সঞ্চিত কার্বন বিক্রি করেও ডলার-ইউরো আয়ের নতুন পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির জিয়নকাঠি চা শিল্পে। যার পোশাকি নাম কার্বন ট্রেডিং।

ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষিরা এই নয়া প্রকল্পের জন্য গাঁটছড়া বেঁধেছেন সলিডারিডেড এশিয়া নামে একটি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে। আপাতত পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে অন্তত ৪ হাজার একর জমির চা বাগান এজন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সামগ্রিক ওই সংস্থার 'ক্লাইমেট ইনোভেশন লিড অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপার' এডুয়ার্ড মার্জার জার্মানি থেকে এসে জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা বাগানের পাশাপাশি ময়নাগুড়ির ভোটপটির বার্নিশের [illegible]গুড়ির পরিচালিত চা ফ্যাক্টরি, অসম মোড়ের একটি বটলিফ ফ্যাক্টরি ও ডেঙ্গুয়াঝাড়ের মতো বড় চা বাগান পরিদর্শন করে গিয়েছেন। এডুয়ার্ড বলেন, 'চা বাগানে কার্বন ট্রেডিং-এর সম্ভাবনা অপার। দ্রুত এখানে কাজ শুরু হতে চলেছে।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'নয়া প্রকল্পটি সংকটগ্রস্ত চা শিল্পে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা দারুণভাবে আশাবাদী।'

সবুজ মানেই বাতাসের কার্বনকে শোষণ করে নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা। গাছ নিজের গুঁড়ি, পাতার পাশাপাশি মাটিতে কার্বন সঞ্চয় করে রাখে। ওই সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাপার পদ্ধতি আছে। মূলত গাছের গুঁড়ির আকার দেখে সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ মাপা হয়। এক বিঘা জমিতে কত গাছ লাগালে তাতে কী পরিমাণ কার্বন সঞ্চয় হবে সেটা নানা মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে এখনও কার্বন সঞ্চয় মাপার সংস্থা খুব একটা নেই। আন্তর্জাতিক স্তরের সংস্থাগুলিই ওই কাজ করছে। তাদের মাধ্যমেই কার্বন ট্রেডিং বা কার্বন বিক্রি হচ্ছে। কার্বন বিক্রির এই ব্যবসা আমাদের দেশে চালু হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। তাও সীমিত আকারে। দেশের অন্য বাগিচা ক্ষেত্রের মধ্যে আরাকুভ্যালির কফি বাগানে কার্বন ট্রেডিং নিয়ে কিছু কাজ চলছে। ওই কার্বন কিনবে কারা? কিনলে তা কীভাবে। কিনবে শিল্পোন্নত দেশের কোম্পানিগুলি এবং কিনবে কার্বন ক্রেডিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে। একটি চা বাগান গোটা বছর ধরে যে পরিমাণ কার্বন সঞ্চয় করল তার মাপজোখের পর শংসাপত্র মিলবে। সেটাকেই বলা হচ্ছে কার্বন ক্রেডিট সার্টিফিকেট। মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে সেই সার্টিফিকেট কিনে নেবে বিদেশের বিদ্যুৎ, স্টিল, সিমেন্টের মতো আরও নানা দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প সংস্থাগুলি। সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, কার্বন সঞ্চয়ে এগিয়ে এসে যাঁরা প্রকৃতিকে নির্মল রাখছেন তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যই

চা বাগানে কার্বন ট্রেডিং নিয়ে জলপাইগুড়িতে আলোচনা।

খেলায় আজ

১৯৬৬ : ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করলেন ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্ট। পশ্চিম জার্মানিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল ইংল্যান্ড।

সেরা অফবিট খবর

৫৮ বছরে অভিষেক

২৩ বছর বয়সে চিন ছেড়ে চিলিতে চলে যান তানিয়া জেং। সেখানে টেবিল টেনিসের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে তিনি খেলাও চালিয়ে যান। কিন্তু বিয়ের পর ব্যবসা ও প্রশিক্ষণ নিয়েই তানিয়া ব্যস্ত ছিলেন। এরপর করোনা অধ্যায়ের সময় খেলায় ফেরার কথা ভাবেন। অবশেষে প্যারিস অলিম্পিকে ৫৮ বছর বয়সে তাঁর অভিষেক হল।

ভাইরাল

বাউন্ডারি বাঁচিয়ে ৫ রান

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের চতুর্থ দিনে কভার ড্রাইভ মেরেছিলেন আয়ারল্যান্ডের অ্যান্ডি ম্যাকব্রিন। বল তাড়া করে বাউন্ডারি লাইনের আগে টেন্ডাই চাতারা আটকে ফেললেও শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মাঠের বাইরে চলে যান। বাউন্ডারির বাইরে রাখা বিজ্ঞাপনের বোর্ড পেরিয়ে আবার তাঁর মাঠে ফিরে আসার সুযোগে দুই আইরিশ ব্যাটার ৫ রান সম্পূর্ণ করে ফেলেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. চলতি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের কনিষ্ঠতম সদস্যর নাম কী?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. লভলিনা বরগোঁহাই,
২. মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

সঠিক উত্তরদাতারা

কৌশোভ দে, কুমার স্বর্ণদীপ নন্দী।

২০২৫ সালের এশিয়া কাপ ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই : আগামী বছর এশিয়া কাপ ক্রিকেটের আসর বসছে ভারতের মাটিতে। টি২০ ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতা। পরবর্তী ২০২৭ সালের এশিয়া কাপের আয়োজক বাংলাদেশ, যা হবে ৫০-৫০ ফর্ম্যাটে। এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ডকুমেন্টে এই কথা জানা গিয়েছে।

২০২৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই আগামী এশিয়া কাপকে টি২০ ফর্ম্যাটে করার সিদ্ধান্ত। অপরদিকে, ২০২৭ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ

২০২৭-এর আসর বাংলাদেশে

অনুষ্ঠিত হবে। তারই প্রাক প্রস্তুতির জন্য এশিয়া কাপে ফর্ম্যাট বদলে ৫০-৫০-এ খেলা হবে।

পরবর্তী দুইটি এশিয়া কাপে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে যোগ্যতাপর্ব থেকে উঠে আসা একটি দল। সবমিলিয়ে মোট ১৩ ম্যাচের টুর্নামেন্ট। প্রসঙ্গত, ৩৪ বছর পর এশিয়া কাপ আয়োজন করতে চলেছে ভারত। এখনও পর্যন্ত একবারই ১৯৯০-৯১ সালে এশিয়া কাপ হয়েছে ভারতে।

গত এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান সমস্যার ফলে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট হয়েছিল। কিছু ম্যাচ পাকিস্তানে, ফাইনাল সহ ভারতের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কাতে। পাকিস্তানে দল না পাঠানোর ভারতীয় সিদ্ধান্তের ফলে এই পথ নিতে হয়। পালটা জবাবে পাকিস্তান ২০২৫-এর এশিয়া কাপে ভারতে দল পাঠাবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকছে। উত্তর সময়ের হাতে।

সেইনের দূষণে প্রশ্নচিহ্ন ট্রায়াথলন ফাইনালে

প্যারিস অলিম্পিকে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ২৯ জুলাই : প্যারিস অলিম্পিক ঘিরে বিতর্ক আর আতঙ্কের বাতাবরণ কমার কোনও লক্ষণ নেই। প্রতিদিনই সামনে আসছে নতুন নতুন সমস্যার কথা।

অলিম্পিক উদ্বোধন হয়ে যাওয়ার দিন দুয়েক যেতে না যেতেই সেইন নদীতে ফের দূষণের বিষয় সামনে চলে এল। এছাড়াও রবিবার প্রায় প্রতি স্টেশনেই দেখা গিয়েছে স্বশস্ত্র পুলিশবাহিনী। বহু ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে বেশি সময় আটকে রেখে খানাতল্লাশি চালিয়েছেন তাঁরা। এর সঙ্গে অলিম্পিকের ব্রডকাস্টিং সংস্থা ইউরোস্পোর্টসের এক ধারাভাষ্যকারকে দেশে ফেরত পাঠানো হল মহিলা সাতারুদের সম্পর্কে যৌন উসকানিমূলক মন্তব্য করার জন্য। সবমিলিয়ে যেন বিতর্ক আর সমস্যায় জর্জরিত এবারের অলিম্পিক।

এখানে দুই-তিন ধরনের ট্রেন চলে। শহরের মধ্যে মেট্রো ছাড়াও আইয়া (আরইআর) চলে। যা দূরপাল্লারও হয়। শহরের মধ্যে যেমন চলছে তেমনি চলে যাচ্ছে প্যারিসের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায়। সঠিক স্টেশনে নামতে না পারলে আপনি চলে যাবেন একেবারে প্যারিসের বাইরে। ফের ট্রেনে চেপে ফিরতে হবে তখন। আইয়া ট্রেনগুলো দোতলাও আছে কিছু। অসম্ভব জোরে ছোটে। দাঁড়ানোই দায় হয়ে ওঠে তখন। এছাড়াও নর্থ এরিনা থেকে আসার সময়ে দেখলাম আমাদের শহরতলিতে চলা লোকালের মতো ট্রেনও। এতেও খুব ভিড় হয় নজরে পড়ল। সেই ট্রেন নোত্র দাম থেকে বদল করে ইনভেলিদে স্টেশনে নেমে তিরন্দাজির জায়গা করা হয়েছে গ্রান্দে দা প্যালায়ের খুব কাছে। এর আশপাশেই সেইন, আইফেল টাওয়ার, মিউজিয়াম সবই রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এই দুই ধরনের ট্রেনে সফরের সময়েই দেখলাম বিশেষ বিশেষ স্টেশন ঘিরে রেখেছেন বিশাল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। প্রয়োজনে তাঁদের কেউ কেউ উঠে আসছেন ট্রেনের মধ্যেও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছেন অন্দরে। পরিষ্কার, তাঁরা কাউকে বা একাধিক দুষ্কৃতী খুঁজছিলেন। তবে এখানে বাড়তি কৌতূহল দেখানোর রেওয়াজ নেই বলেই কেউ তাঁদের কোনও প্রশ্ন করছেন না। তাছাড়া ওই কড়া চেহারার মহিলা-পুরিষদের প্রশ্ন করলে উত্তরও আসত না, এটা নিশ্চিত। এছাড়াও শহরজুড়ে চুরি-ছিনতাই থামার কোনও লক্ষণ নেই। মেট্রোতে স্টেশনগুলোর সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঘোষণা করা হচ্ছে, 'নিজেদের জিনিস সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।'

এ তো গেল নিরাপত্তার বিষয়। এরইমধ্যে ফের সেইন নদীর দূষণ নিয়ে শোরগোল এখানে। মঙ্গলবার পুরুষদের ট্রায়াথলন ইভেন্টের উপরেই পড়ে গেছে প্রশ্নচিহ্ন। কারণ সেইনের উপর ফাইনাল প্রস্তুতিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পরই এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রবিবার ভারতীয় সময় রাতের দিকে পরীক্ষার পরই জানিয়ে দেওয়া হয়, জলে দূষণ আছে। ঘটনা হল গত শুক্র ও শনিবার প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যই নাকি এই দূষণটা বেড়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ইভেন্ট শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ শেষবার পরীক্ষা হওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। ২০১৫ সাল থেকে সেইনে সাঁতার নিষিদ্ধ। কিন্তু এবার প্রচুর টাকা খরচ করে সরকার পরিষ্কার করায় শহরের প্রধান এই নদী। এমনকি ডেপুটি মেয়র নিজে সাঁতার কেটে বোঝানোর চেষ্টা করেন, এই জল কতটা পরিষ্কার। কিন্তু এদিন আয়োজকদের তরফে বলা হয়, 'অ্যাথলিটদের শারীরিক বিষয়টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব ট্রায়াথলন সংস্থা ইভেন্ট হওয়ার বিষয়ে এখনও নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। আসলে ২৬ ও ২৭ তারিখে প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য সমস্যা তৈরি হয়েছে।' তবে আগামী ৩৬ ঘণ্টায় আবহাওয়ার উন্নতি হবে বলেই খবর।

এদিকে, অলিম্পিক ব্রডকাস্টার ইউরোস্পোর্টসের এক ধারাভাষ্যকারকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করার জন্য। ৪x১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে শনিবার সোনা জেতে অস্ট্রেলিয়া। এরপরেই একটি ভিডিওবার্তা ভাইরাল হয়ে যায়। যেখানে ওই ধারাভাষ্যকার বলেছেন, 'বেশ, মহিলারা শেষ করল! আপনারা জানেন, মহিলা মানেই....এদিক-ওদিক ঘুরবে. মেক-আপ করবে...।' যা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বব বালার্ড নামের ওই ধারাভাষ্যকারের সহযোগী লিজি সাইমন্ডস 'আপত্তিকর' বলে এই মন্তব্যকে চিহ্নিত করেন। পরে চ্যানেলের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বব বালার্ড এমনকিছু মন্তব্য করেছেন যা সঠিক নয়। আর তাই তাঁকে কমেন্ট্রি টিম থেকে বাদ দেওয়া হল।' বালার্ড এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

নিরাপত্তা সমস্যা কমছেই না প্যারিসে

সেইন নদীর জলের মান নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যই নাকি দূষণ বেড়ে গিয়েছে নদীর জলে।

ধাক্কা কাটিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় ভারতীয় শাটলারের

প্রথম ম্যাচ জিতেও বিড়ম্বনায় লক্ষ্য

প্যারিস, ২৯ জুলাই : অলিম্পিকের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। তিনি হারালেন বেলজিয়ামের জুলিয়ান কারাগিকে। ম্যাচের ফলাফল ২১-১৯, ২১-১৪। প্রথম গেমে বিশ্বের ৫২ নম্বর কারাগির বিরুদ্ধে রীতিমতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে জয় পান লক্ষ্য। বৃহস্পতিবার লক্ষ্য খেলবেন বিশ্বের ৩ নম্বর ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টির বিরুদ্ধে। ইন্দোনেশিয়ান শাটলারের বিরুদ্ধে অতীত রেকর্ড মোটেও ভালো নয় লক্ষ্যর। ম্যাচটি কঠিন হতে চলেছে লক্ষ্যের কাছে।

অলিম্পিকে প্রথম ম্যাচেও জয় পেয়েছিলেন ভারতের এই তারকা শাটলার। তিনি গুয়াতেমালার কেভিন কর্ডনকে ২১-৮, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই ঘটে বিপত্তি। চোটের কারণে নাম প্রত্যাহার করে নেন তিনি। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, গ্রুপ পর্ব থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলে তাঁর খেলা সব ম্যাচ এবং বাকি থাকা সব ম্যাচ 'ডিলিট' করা হবে। সেই অনুযায়ী, লক্ষ্য প্রথম ম্যাচ জেতা সত্ত্বেও তা 'ডিলিট' করা হয়। যদিও তাতে নিজের মনোবলে বিন্দুমাত্র চিড় ধরতে দেননি লক্ষ্য। দ্বিতীয় ম্যাচ জিতেও নিজের মনোবল ধরে রেখেছেন তিনি।

এদিকে, ভারতের প্রথম পুরুষ জুটি হিসেবে অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। পুরষদের ডাবলসে এদিন জামানির মার্ক ল্যামফাস-মার্ভিন সেইডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল সাত্ত্বিকদের। কিন্তু ল্যামফাসের চোটের জন্য জার্মান জুটি নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সাত্ত্বিকরা ওয়াকওভার পেয়ে যান।

স্ট্রেট গেমে জয়ের পর লক্ষ্য সেন।

১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মনু ভাকের (বাঁয়ে) ও সরাবজ্যোৎ সিং।

আবারও ব্রোঞ্জের দোরগোড়ায় মনু

এক শটের ভুলে পদক হাতছাড়া অর্জুনের

প্যারিস, ২৯ জুলাই : অলিম্পিকে দেশের প্রথম পদকজয়ী শুটার তিনি। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত বিভাগে মনু ভাকেরের ব্রোঞ্জ জয়ে সোমবারও মজে ছিল আসমুদ্রহিমাচল। মনুর গ্রাম গোরিয়াতে সেলিব্রেশন ঘরের মেয়ে বাড়ি ফেরা না পর্যন্ত চলবে। তারমধ্যেই চলতি প্যারিস অলিম্পিকে আরও একটি ব্রোঞ্জ জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন ২২ বছরের মনু। এবার ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে। মঙ্গলবার ব্রোঞ্জের ম্যাচে মনু-সরাবজ্যোৎ সিংয়ের লড়াই দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে।

রবিবার ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জয়ের পর মনুর বাবা রামকিষান ভাকের জানিয়েছিলেন, মেয়ের থেকে আরও দুটি পদক আশা করছেন। এদিন সরাবজ্যোতকে নিয়ে বাবার ইচ্ছাই যেন পূরণ করতে নেমেছিলেন মনু। মিক্সড ইভেন্টে প্রত্যেক শুটারকে তিনটি সিরিজ মিলিয়ে ৩০টি শট নিতে হয়। প্রথম সিরিজে মনু ছন্দে থাকলেও সরাবজ্যোতের বাজে পারফরমেন্সের জন্য তারা প্রথম চারের বাইরে বেরিয়ে যান। সেইসময় ভারতেরই আরেক জুটি রিদম সাঙ্গোয়ান-অর্জুন সিং চিমা লিড নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন।

দ্বিতীয় সিরিজ থেকে মনু ও সরাবজ্যোৎ টানা ১০ স্কোর করতে থাকেন। যার ফলে তাঁরা দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন। রিদম-অর্জুন পিছোতে শুরু করেন। দ্বিতীয় সিরিজের দ্বিতীয় ভাগে সরাবজ্যোতের একটি ৮ স্কোর তাঁদের চতুর্থ স্থানে ঠেলে দিয়েছিল। সেখান থেকে তৃতীয় সিরিজে মনু কামব্যাক করেন। শেষপর্যন্ত টানা পাঁচটি ১০ স্কোর করে ৫৮০ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থান নিশ্চিত করেন মনুরা। ১০ নম্বরে থামেন রিদমরা।

শুটিং থেকে এদিন ভারতের ঘরে আরও দুটি পদক আসার সম্ভাবনা ছিল। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে চূড়ান্ত হতাশ করে সাত নম্বরে থামতে হল রমিতা জিন্দালকে। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে মূলত একটা ভুল শটের জন্য পদক মিস হল অর্জুন বাবুতার। ২০৮.৪ স্কোর নিয়ে চতুর্থ স্থানে থামলেন তিনি।

ম্যাচের শুরু থেকে প্রথম তিনের মধ্যে জায়গা বানিয়ে ফেলেছিলেন ২৫ বছরের অর্জুন। শুটিং রেঞ্জে উপস্থিত তাঁর সতীর্থ এলাভেনিল ভালারিভান থেকে শুরু করে আসমুদ্রহিমাচল তখন অর্জুনের লক্ষ্যভেদের স্ক্রিপ্টে মাতোয়ারা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। কিন্তু ফাইনালে নিজের শেষ শটই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় অর্জুনের। যেখানে মাত্র ৯.৫ স্কোর করে পদক বন্ধনীর বাইরে বেরিয়ে যান তিনি।

চতুর্থ স্থানে শেষ করে ভেঙে পড়া অর্জুন বাবুতাকে সান্ত্বনা সতীর্থ এলাভেনিল ভালারিভানের। প্যারিসে সোমবার।

চতুর্থ হওয়ার হতাশা নিয়ে অর্জুন বলেছেন, 'প্রস্তুতি, কোয়ালিফেকশন রাউন্ড, ফাইনাল- সব জায়গাতেই সেরাটা দিয়েছি। কিন্তু আজকের দিনটা আমার ছিল না। এসব ক্ষেত্রে ভাগ্য সবসময় ফ্যাক্টর হয়। বলতে পারেন, ভাগ্য আজ সঙ্গ দেয়নি। চতুর্থ হওয়ার দুঃখ তো থাকবেই।'

রমিতার খারাপ পারফরমেন্সের পিছনেও মূলত একটি বাজে শটই রয়েছে। শুরুটা দুর্দান্ত করার পর ১০ নম্বর শটে ৯.৭ স্কোর করেন রমিতা। যা তাঁকে চতুর্থ থেকে সোজা সাত নম্বরে ঠেলে দেয়। এরপর একটি এলিমিনেশন পর্ব বাঁচালেও দ্বিতীয়টিতে ছিটকে যান রমিতা।

রবিবার রাতে পুরুষদের ডাবলসে বিদায় নিয়েছেন রোহন বোপান্না-এন শ্রীরাম বালাজি। তাঁরা ৭-৫, ৬-২ গেমে ফ্রান্সের গেইল মঁফিস-এডুয়ার্ড রজার ভেসেলির বিরুদ্ধে হেরেছেন।

অলিম্পিকে আজ ভারত

শুটিং
১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড ইভেন্ট
ব্রোঞ্জ পদক নির্ণায়ক ম্যাচ
মনু ভাকের-সরাবজিৎ সিং
দুপুর ১টা

মহিলাদের ট্র্যাপ
যোগ্যতা অর্জন পর্ব, প্রথম দিন
রাজেশ্বরী কুমারী, শ্রেয়সী সিং
দুপুর ১২.৩০ মিনিট

ইকুয়েস্ট্রিয়ান
ব্যক্তিগত ড্রেসেজ
অনুশ আগরওয়াল
দুপুর ২.৩০ মিনিট

পুরুষদের হকি
গ্রুপ পর্যায়
ভারত বনাম আয়ারল্যান্ড
বিকাল ৪.৪৫ মিনিট

তিরন্দাজি
মহিলাদের ১/৩২ এলিমিনেশন রাউন্ড
অঙ্কিতা ভকত
সন্ধ্যা ৫.১৪ মিনিট

ভজন কাউর
সন্ধ্যা ৫.২৭ মিনিট

পুরুষদের ১/৩২ এলিমিনেশন রাউন্ড
ধীরজ বোম্মাদেভারা
সন্ধ্যা ৫.২৭ মিনিট

বক্সিং
পুরুষদের ৫১ কেজি রাউন্ড অফ ১৬
অমিত পাঙ্ঘাল
সন্ধ্যা ৭.১৬ মিনিট

মহিলাদের ৫৭ কেজি রাউন্ড অফ ৩২
জেসমিন
রাত ৯.২৪ মিনিট

ব্যাডমিন্টন
পুরুষদের ডাবলস গ্রুপ পর্ব
সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি
বিকাল ৫.৩০ মিনিট

মহিলাদের ডাবলস গ্রুপ পর্ব
তানিশা ক্রাস্টো-অশ্বিনী পোনাপ্পা
সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিট

রোয়িং
পুরুষদের সিঙ্গলস স্কালস
কোয়ার্টার ফাইনাল
বলরাজ পানওয়ার
দুপুর ২.১০ মিনিট

অভিষেকেই গোল দিমি-ডেভিডের

পিছিয়েও জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম ম্যাচেই গোল পেয়ে লাফ ডেভিড লালহালানসাঙ্গার। কলকাতায় সোমবার। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল-৩ (ডেভিড, দিয়ামান্তাকোস, সাউল)
ভারতীয় বায়ুসেনা-১ (সোমানন্দা)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৯ জুলাই : প্রথম ম্যাচেই দাপুটে জয় দিয়ে ১৩৩তম ডুরান্ড কাপের সূচনা করল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। প্রথম পিছিয়ে পড়েও ভারতীয় বায়ুসেনাকে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করল কার্লোস কোয়াদ্রাতের ছেলেরা। সৌজন্যে মাদিহ তালাল-দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসদের অনবদ্য পারফরমেন্স। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের হাজার দশেক দর্শকের সামনে ফুল ফোটালেন লাল-হলুদ খেলোয়াড়রা।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু অ্যাটাকিং থার্ডে এসে খেই হারিয়ে ফেলছিল বারবার। ম্যাচের শুরুতেই ডেভিড লালহালানসাঙ্গার হেড পোস্টে না লাগলে তখনই এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠে তালাল-সাউল ক্রেসপোর সৌজন্যে একের পর এক আক্রমণ উঠে আসে বায়ুসেনার বক্সে। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ লাল-হলুদের স্ট্রাইকাররা। বিশেষ করে গতবারের ডুরান্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতা ডেভিডকে প্রথম ম্যাচে পুরোনো ছন্দে দেখা গেল না। প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে এদিন হ্যাটট্রিক পেতে পারতেন এই ভারতীয় স্ট্রাইকার। এরই মাঝে ম্যাচের গতির বিরুদ্ধেই গোল পেয়ে যায় ভারতীয় বায়ুসেনা। ডানদিক থেকে মার্ক জোনাথনপুইয়াকে ডজ করে বক্সে ক্রস রাখেন সৌরভ সাঁধুখা। হেডে গোল করতে কোনও ভুল করেননি নাওরেম সোমানন্দা সিং।

গোল খেয়ে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে ইস্টবেঙ্গল। ফরাসি মিডিও তালালকে আটকাতেই পারছিলেন না বায়ুসেনার ডিফেন্ডাররা। তিনি এদিন বায়ুসেনার মাঝমাঠকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করলেন। ৩৯ মিনিটে বক্সের মধ্যে সাউলের হেড জিসান আনসারির হাতে লাগলেও পেনাল্টি দেননি রেফারি আদিত্য পুরকায়স্থ। অবশেষে ৪৩ মিনিটে গোলশোধ করে ইস্টবেঙ্গল। ফরাসি মিডিও তালালের থ্রু পাস দুরন্ত রিসিভ করেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। ঠান্ডা মাথায় গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে লব করে ফিনিশ করেন এই পাহাড়ি স্ট্রাইকার।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে গতি আনতে সদ্য যোগ দেওয়া গ্রিক স্ট্রাইকার দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে পিভি বিষ্ণুকে নামিয়ে দেন লাল-হলুদের হেডস্যর কার্লোস কোয়াদ্রাত। গত আইএসএলে সর্বোচ্চ গোলদাতা এদিন বুঝিয়ে দিলেন কেন তাঁকে পেতে এতটা মরিয়া ছিল ইস্টবেঙ্গল। ৬১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল লাল-হলুদের। তালালের থ্রু পাস থেকে বক্সে ক্রস রাখেন মার্ক জোনাথনপুইয়া। দুরন্ত হেডে বায়ুসেনার জাল কাঁপিয়ে দেন লাল-হলুদের 'গ্রিক গড' দিয়ামান্তাকোস। এখানেই থেমে থাকেননি দিমি। মিনিট সাতেক বাদে তৃতীয় গোলের পিছনেও অবদান রাখলেন এই গ্রিক তারকা। তাঁর বাড়ানো বল থেকেই তৃতীয় গোলটি করে যান স্প্যানিশ ক্রেসপো। প্রথম ম্যাচের নিরিখে বলা যেতেই পারে এই মরশুমে প্রতিপক্ষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে চলেছে দিয়ামান্তাকোস-তালাল কম্বিনেশন। এই জুটির খেলা দেখে চলতি মরশুমে স্বপ্ন দেখতেই পারেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গল দল

ভসুখান, লালচুংনুঙ্গা, হিজাজি, রাকিপ, জোনাথনপুইয়া (গুরসিমরাত), জিকসন, তালাল (জেসিন), সাউল, সৌভিক (আমন), নাওরেম (বিষ্ণু), ডেভিড (দিয়ামান্তাকোস)।

হার ব্রাজিলের মেয়েদের

প্যারিস, ২৯ জুলাই : অলিম্পিকে মেয়েদের ফুটবলে পিছিয়ে থেকেও অতিরিক্ত সময়ে পরপর দুই গোল করে ব্রাজিলকে হারাল জাপান। প্রথম ম্যাচে নাইজেরিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল ব্রাজিল। অন্যদিকে, জাপান তাদের প্রথম ম্যাচে ২-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে স্পেনের কাছে। এদিন ব্রাজিলকে হারিয়ে অলিম্পিকের গ্রুপ পর্বে জাপান তাদের প্রথম পয়েন্ট অর্জন করল। ৫৬ মিনিটে জেনিফারের গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। গোলের বল সাজিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি মার্তা। তাঁর প্রচেষ্টা যদিও শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি ব্রাজিলের। ৯২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সাকি কুমাগাই এবং ৯৬ মিনিটে মোমোকো তানিকাওয়ার গোলে জয় নিশ্চিত করে জাপান। দুই ম্যাচ খেলে গ্রুপ বি-তে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে থাকা জাপান ও ব্রাজিলের পয়েন্ট ৩। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে স্পেন।

অলিম্পিকের পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	চিন	৫	২	২
২	অস্ট্রেলিয়া	৪	৩	০
৩	জাপান	৪	২	২
৪	দক্ষিণ কোরিয়া	৪	২	১
৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩	৬	৩
২৩	ভারত	০	০	১

বেজিংয়ে হারের প্রতিশোধ জকোর

প্যারিস অলিম্পিকে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্যারিস, ২৯ জুলাই : বেজিংয়ে প্রতিশোধ প্যারিসে এসে! বা এপিক অলিম্পিক লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি! অথবা হয়তো এক কিংবদন্তি বিদায়!

আরও যে কতভাবে এদিনের রোলা গাঁরোর ঐতিহাসিক লড়াইকে বর্ণনা করা যায়,তার ইয়ত্তা নেই। দ্বিতীয় রাউন্ডেই মুখোমুখি নোভাক জকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল। এর থেকে খারাপ খবর আর কিইবা হতে পারে, অলিম্পিক টেনিসের জন্য? এক কিংবদন্তির বিদায়ে আবেগাপ্লুত হবে ক্লে কোর্ট, এটা জানাই ছিল। শেষপর্যন্ত নাদালের বিদায়ে শূন্য হল অলিম্পিকের এক বিশেষ জায়গা। ৬-১, ৬-৪ গেমে জিতে থেকে গেলেন জকোভিচ। মেইন প্রেস সেন্টার থেকে রোলা গাঁরোর দূরত্ব প্রায় ১৪ কিলোমিটার রাস্তা।

ম্যাচ শেষে পরস্পরকে আলিঙ্গন নোভাক জকোভিচ ও রাফায়েল নাদালের।

কিন্তু তারপরেও এদিন স্থানীয় সময় সকাল এগারোটা-সাড়ে এগারোটা থেকেই যেন এমপিসি-র প্রায় সব পথের ঠিকানা লেখা ছিল রোলা গাঁরোতেই। ঠিক এই রকমই ভিড় লন্ডনে মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল ও রিওতে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে দেখেছিলাম। রিওতেও নাদালকে দেখতেই ভেঙে পড়েছিলেন বিভিন্ন ইভেন্টের লোকজন থেকে সাধারণ দর্শক। প্রাক্তন খেলোয়াড় থেকে সাংবাদিক। সেবারও হেরে গিয়ে তাঁর ফ্যানদের হৃদয় খানখান করেছিলেন নাদাল।

এদিন সম্ভবত নিজের অলিম্পিকে শেষ সিঙ্গলস ম্যাচটাও খেলে ফেললেন তিনি। প্রথম সেটে তাঁকে উড়িয়ে দেন নোভাক। দ্বিতীয় সেটেও ৩-০ গেমে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ফিরে এসেও অবশ্য শেষরক্ষা করতে পারেননি। ফলে আর শেষ সেট খেলতেই হয়নি তাঁদের। ম্যাচ শেষে জকোভিচ বলেছেন, 'যেখান থেকে আমাদের পেশাদার টেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু সেখানেই এসে যে আমরা অলিম্পিকে একে অন্যের মোকাবিলা করব, এমনটা ২০০৬ সালের সেই সময় কি আমরা ভেবেছিলাম! সেদিক থেকে এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খেলাধুলোর দিক থেকে দেখলে এই ম্যাচটার প্রশংসা করা উচিত। ম্যাচটা নিয়ে মানুষের অসম্ভব আগ্রহ ছিল। যা ক্রীড়াক্ষেত্রের জন্য ভালো। ওর জন্য দুঃখজনক কারণ ও নিজের সেরা ফর্মে ছিল না। আর আমিও ওকে স্বাচ্ছন্দ্য না দেওয়ার সবরকম চেষ্টা করে গেছি।'

নাদালের সত্যিই যদি এটা ফিলিপ শাঁতিয়ের কোর্টে শেষ ম্যাচ হয়ে থাকে তাহলে রোলা গাঁরোয় ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা এদিন দ্বিতীয় সেটে গিয়ে দেখান। এদিন তিনি অবশ্য খেলায় ফেরার জন্য তাঁর নিজের দল এবং সাধারন দর্শকদেরও প্রচুর সমর্থন ও সাহায্য পেলেন। গ্যালারির চারিদিকেই এদিন স্প্যানিশ পতাকা দেখা গেছে। তবে এতকিছুর পরেও সার্বিয়ান টেনিস তারকাকেই বেশি তারতাজা দেখিয়েছে গোটা ম্যাচে। তিনি বলেছেন, 'প্রথম সেট ৬-১ এবং দ্বিতীয়তে ৪-০ এগিয়ে থাকা পর আমি খানিকটা হালকা ছিলাম। স্লথ হয়ে যাই। আর নাদালের মতো খেলোয়াড়কে আপনি একটু সুযোগ দিলেই ও সেটার সঠিক ব্যবহার করে দেবে। সেটাই হল। শেষপর্যন্ত যে গেমটা আমি বার করে নিতে পেরেছি, তাতেই আমি খুশি।' ওই সময়ে নাদাল তাঁর নিজস্ব ঘরানার ভয়ঙ্কর টপস্পিন ফোরহ্যান্ডে সেট ৪-৪ করে দেন। তাঁর এই ফিরে আসা দেখে দর্শকরাও এত চিৎকার করতে থাকেন যে মনে হচ্ছিল, হয়তো সমান সমান করে ফেলতে পারবেন স্প্যানিশ তারকা। শেষপর্যন্ত আর তা হয়নি অবশ্য।

এদিনের এই জয়ের ফলে জকোভিচ ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকের সময়কার সোনার লড়াইয়ে হারের প্রতিশোধ নিলেন। যার জন্য তাঁর সময় লাগল ১৬টা বছর। এদিনের জয়ের ফলে সার্বিয়ান অলিম্পিকে মোট ১৫টা জয়ের কৃতিত্বের দাবিদার হলেন। এর ফলে ১৯৮৮ সালে স্টেফি গ্রাফের করা রেকর্ড ছুঁলেন তিনি।

আজ জয়ের হ্যাটট্রিকই পাখির চোখ

গম্ভীরের পরামর্শে উপকৃত বিষ্ণোই

পাল্লেকেলে, ২৯ জুলাই : শনিবার প্রথম ম্যাচে মুখে চোট পেয়েছিলেন।

রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে যখন মাঠে নামেন তখনও চোটের জায়গায় ব্যান্ডেজ। যদিও ব্যথা-যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে ম্যাচের নায়ক রবি বিষ্ণোই। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিন উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কা ইনিংসকে বেঁধে রাখার পুরস্কার। নিজের যে সাফল্যের পিছনে নতুন হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন ভারতীয় লেগস্পিনার।

সিরিজ জয় নিশ্চিত করার পর সাংবাদিক সম্মেলনে বিষ্ণোই বলেছেন, 'গম্ভীরভাইয়ের সঙ্গে আমার বন্ডিং ভালো। এর আগে লখনউ সুপার জায়েন্টসে ২ বছর ছিলাম একসঙ্গে। ফলে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। গৌতমভাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ইনপুটস পাচ্ছি, যাতে আমি উপকৃত।

শ্রীলঙ্কা বনাম **ভারত**

তৃতীয় টি২০

সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** পাল্লেকেলে
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

সিরিজের দুই ম্যাচে ভালো জায়গা থেকে শ্রীলঙ্কা ইনিংস হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া। শনিবার শেষ ৩০ রানে ৯ উইকেট হারিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩১-এ সাত। তৃতীয় ম্যাচে আগামীকাল যে ছবিটাতে বদলে দিতে নারাজ ভারতীয় দল। তবে বিষ্ণোই কিছুটা অবাক প্রতিপক্ষের যে হারাকিরিতে। বলছিলেন, 'ওরা স্পিন খুব ভালো খেলে। জানি না কী হচ্ছে।'

জিম্বাবোয়ে সফরে শুভমান গিলের নেতৃত্বে সাফল্য পেয়েছে ভারত। চলতি সিরিজে নেতা সেখানে সূর্যকুমার যাদব। পরপর দুই সিরিজে দুই অধিনায়ক। দুই সিরিজেই প্রতিপক্ষ দুরমুশ ভারতের হাতে। দুই অধিনায়কের তুলনা বিষ্ণোই বলেছেন, 'খুব ভালো নেতৃত্ব দিচ্ছেন সূর্যভাই। আগেও ওর নেতৃত্বে খেলেছি অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। শুভমানও জিম্বাবোয়েতে ভালোভাবে দল সামলেছে। অধিনায়ক বোলারকে ব্যাক করলে তারচেয়ে ভালো কিছু হয় না। দুজনেই আমাকে ব্যাক করেছেন।'

পিচ টার্ন পাচ্ছেন। কিছু কিছু বলে বাড়তি বাউন্স। ভারতীয় লেগির কথায়, 'প্রথম ম্যাচে বল সেভাবে টার্ন করেনি। এদিন করেছে। বোলিংয়ে গতিটা সবসময় ব্যবহার করি। ভালো লাগে রং-আন করতে। বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে যা কার্যকরও। পাশাপাশি ডেথ ওভারে আমার ওপর আস্থা দেখানো কৃতজ্ঞ টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে।'

তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচেও দাপট বজায়ে বদ্ধপরিকর বিষ্ণোই। জয়ের হ্যাটট্রিকে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করানো পাখির চোখ ভারতীয় শিবিরেরও। থাকছে রিজার্ভ বেঞ্চের বাকিদের দেখে নেওয়ার পালাও। শিবম দুবে প্রথম দুই ম্যাচে খেলেননি। আগামীকাল শিবম সম্ভবত প্রথম এগারোয়। হয়তো ওয়াশিংটন সুন্দরও।

অধিনায়ক সূর্যকুমারও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আত্মতুষ্টিতেও ভুগতে নারাজ। সমীহ করছেন প্রতিপক্ষকে। প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার তুল্যমূল্য লড়াইয়ের কথা স্বীকার করেছিলেন। রবিবার ম্যাচ শেষে জানান, বৃষ্টির সুবিধা পেয়েছেন। দল ভালো খেলেছে, পাশাপাশি ভাগ্যের সাহায্যও মিলেছে।

দ্বিতীয় ম্যাচের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সূর্য জানান, ১৬০ অথবা ১৫০-এর নিচে যে কোনও লক্ষ্য তাড়া করতে হলে ঠিকঠাক। তবে পরিস্থিতি সহজ ছিল না। বৃষ্টি তাদের কাজ কিছুটা সহজ করে দিয়েছে। পাশাপাশি ব্যাটাররাও দারুণ খেলেছে, জানাতে ভোলেননি সূর্য।

জোড়া জয়ে ভারতীয় শিবির ফুরফুরে মেজাজে। তরুণ ব্রিগেড। শুভমান-রিয়ান পরাগ-অর্শদীপ সিংদের মধ্যে বন্ডিং নজর কাড়ছে। জসপ্রীত বুমরাহর অবর্তমানে পেস ব্রিগেডের অন্যতম অস্ত্র অর্শদীপ যেমন সতীর্থ বিষ্ণোইকে নিয়ে মজার কথা শোনালেন। বলেছেন, 'সবকিছুতেই তাড়াহুড়োর অভ্যাস ওর। লাঞ্চে দ্রুত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সোজা নিজের ঘরে। অনেকটা বোলিংয়ের মতোই। এদিন যেমন দ্রুত তিন উইকেট তুলে নিল।'

দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কার ইনিংসকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন রবি বিষ্ণোই।

পুরস্কার তালিকা

মোহনবাগান রত্ন
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনকৃতি সম্মান
বিমল মুখোপাধ্যায়

সেরা ফুটবলার
দিমিত্রিস পেত্রাতোস

সেরা স্ট্রাইকার
মনবীর সিং

সেরা ক্রিকেটার
অভিলিন ঘোষ

সেরা উঠতি খেলোয়াড়
সুহেল আহমেদ ভাট

সেরা হকি খেলোয়াড়
সৌরভ পাশিন

সেরা অ্যাথলিট
করুণাময় মাহাতো

সেরা কর্মকর্তা
সৌরভ পাল

রেফারিদের পুরস্কার
দিলীপ সেন

ম্যাকলারেন, মোলিনা মৌতাত মোহনতাঁবুতে

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ২৯ জুলাই : বন্ধু, এই টানেল অগণিত কিংবদন্তিকে জন্ম দিয়েছে। এবার তোমার কীর্তি গড়ার পালা।

মোহনবাগান মাঠে ঢোকার মুখে সমর্থকদের ধরা বিরাট প্ল্যাকার্ডে এই কথাগুলি লেখা ছিল। যাঁর উদ্দেশে এই বার্তা, তিনি জেমি ম্যাকলারেন। ক্লাবে প্রথমবার পা রাখার দিনই তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ যে তুঙ্গে, তা সমর্থকরা বুঝিয়ে দিলেন। অবশ্য রবিবার রাত থেকেই যেন ম্যাকলারেন-জ্বরে কাঁপছে তিলোত্তমা। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শহরে পা রাখা মাত্র এই অজি বিশ্বকাপারকে ঘিরে মোহনজনতার বাঁধভাঙা আবেগ যদি ট্রেলার হয়, তাহলে সিনেমাটা দেখা গেল সোমবার সকালে।

রাজকীয় অভ্যর্থনার সব আয়োজনই ছিল। নায়কদের মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন সমর্থকরা। অবশেষে ৯টা নাগাদ সেই সুযোগ মিলল। সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট পরিহিত ভদ্রলোকটি মাঠে ঢোকা মাত্র গ্যালারিতে ওঠে হাততালির গর্জন। তিনিও হাতজোড় করে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে টানেল থেকে বেরিয়ে আসতেই শুরু পুষ্পবৃষ্টি। সমর্থকরা গান ধরেন, 'ওও মোলিনা, হোসে মোলিনা, আমাদের শুধু জয় চাই, আর কিছু না...' এই কথাগুলি যেন বলে দিচ্ছিল, স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ানের মগজাস্ত্রে ভর করে গত মরশুমের সাফল্যকেও ছাপিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে বুঁদ মেরিনার্স। তারপর একে একে বেরিয়ে এলেন বিশাল কেইথ, লিস্টন কোলাসোরা। প্রথমদিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত অনিরুদ্ধ থাপা, অ্যালবার্তো রডরিগেজ, গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস। অনিরুদ্ধ, অ্যালবার্তো ও গ্রেগের আগামী দুই দিনের মধ্যে শহরে আসার কথা থাকলেও ভিসা জটের জন্য দিমির আসতে সময় লাগবে। সেইসঙ্গে গ্যালারির চিৎকার ক্রমে শব্দব্রহ্মের রূপ নিতে থাকে।

সবশেষে নায়কোচিত প্রবেশ ম্যাকলারেনের। তখন 'জে...মি, জে...মি' স্লোগানে যেন কাঁপছিল গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবটি। বাগানজনতার গর্বের ২৯ জুলাইয়ে আবার ম্যাকলারেনেরও জন্মদিন। তাই প্রস্তুতি শেষে সমর্থকদের সামনে কেক কেটে জন্মদিনের উদযাপনও করেন ৩১ বছরের অজি লিগের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তখন আবার সমর্থকরা গান ধরলেন, 'হ্যাপি বার্থডে টু জেমি'। এই টুকরো মুহূর্তগুলিই বলে দিচ্ছিল অন্যান্যবারের তুলনায় এবারের মোহনবাগান দিবস যেন একেবারেই আলাদা। কারণ, ক্লাবের ইতিহাসে এই প্রথম মোহনবাগান দিবসে মরশুমের প্রস্তুতি শুরু হল।

জেসন কামিন্স, জেমিদের শরীরী ভাষাই বলছিল দীর্ঘ যাত্রার ধকলে তাঁরা ক্লান্ত। তা সত্ত্বেও রোদ-বৃষ্টির খেলার মধ্যেই প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ফুটবলারদের নিংড়ে নেন মোলিনা। প্রস্তুতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর কলকাতার মোহনবাগান লেন থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা

জন্মদিনের কেক কাটছেন জেমি ম্যাকলারেন। -ডি মণ্ডল

এসে পৌঁছোয় বাগান তাঁবুতে। ক্লাবের জন্মস্থল থেকে বহন করে আনা ঐতিহ্যের অগ্নিশিখা 'অমরজ্যোতি' তুলে দেওয়া হয় মোলিনা ও অধিনায়ক শুভাশিস বসুর হাতে। তারপর ক্লাবের লনে স্থাপিত অমর একাদশের মূর্তির সামনে রাখা টর্চে সেই আগুন কোচ ও ফুটবলারের ছোঁয়ানোর কথা থাকলেও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে শৃঙ্খলা কিছুটা নষ্ট হয়। তাছাড়া পরিকল্পনামাফিক নির্বিঘ্নে সমর্থক, ফুটবলারদের আবেগ দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে নতুন মরশুমের পথচলা শুরু হয়।

লড়েও বিদায় ধীরাজদের

প্যারিস, ২৯ জুলাই : এ যেন মহিলাদের দলগত বিভাগের রিপিট টেলিকাস্ট। পার্থক্য শুধু একটাই, রবিবার দীপিকা কুমারী-অঙ্কিতা ভকতরা নেদারল্যান্ডসের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি। কিন্তু সোমবার তিরন্দাজিতে পুরুষদের দলগত বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়াই করে হারলেন ধীরাজ বোম্মাদেভেরা-প্রবীণ যাদব-তরুণদীপ রাই। প্রথম সেট ৫৭-৫৩ পয়েন্টে হেরে যান ধীরাজরা। দ্বিতীয় সেটেও টানটান লড়াইয়ের পর ভারতের বিপক্ষে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৫২-৫৫। ৪-০ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ার পর কামব্যাক করেন ধীরাজরা। ভারত সেট জেতে ৫৫-৫৪ পয়েন্টে। কিন্তু চতুর্থ সেট তুরস্ক ৫৮-৫৪ পয়েন্টে জেতায় বিদায় নিশ্চিত হয় ভারতের।

শাস্ত্রী চিন্তিত হার্দিকের ওডিআই ভবিষ্যৎ নিয়ে

মুম্বই, ২৯ জুলাই : বিশ্বকাপের ভালো ফর্ম জারি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও।

টি২০ ফরম্যাটে ব্যাটে-বলে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখছেন। যদিও সাদা বলের ফরম্যাটে, বিশেষত ওডিআইয়ে হার্দিক পান্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, ওডিআই দলে ফিরতে হলে বোলিং-ফিটনেস জরুরি। কিন্তু দশ ওভার বোলিং করা নিয়ে এখনও প্রশ্নচিহ্ন রয়ে যাচ্ছে। আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। গুরুত্বপূর্ণ যে টুর্নামেন্টে হার্দিকের প্রত্যাবর্তনের পথে যা বড় অন্তরায় হতে পারে, আশঙ্কা শাস্ত্রীর। বিরাটদের প্রাক্তন হেডস্যর বলেছেন, 'ধারাবাহিকভাবে খেলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ ফিটনেসও জরুরি ক্রিকেটারদের জন্য। তাই টি২০ ফরম্যাটে যত ম্যাচ পাবে, খেলার চেষ্টা থাকা উচিত হার্দিকের। ফিটনেস নিয়ে নিশ্চিত হলে ওডিআই দলে ফেরার রাস্তাও সুগম হবে।'

শর্ত সেই একটাই-দশ ওভার বোলিং করার মতো ফিটনেস। শাস্ত্রীর কথায়, শুধুমাত্র তিন ওভার বল করবে চলবে না। সেক্ষেত্রে দলের ভারসাম্য ধাক্কা খাবে। নিয়মিত ৮ থেকে ১০ ওভার করতে হবে হার্দিককে। পাশাপাশি যেভাবে ব্যাটিং করে, সেটাও বজায় রাখতে হবে। বোলিং ফিটনেস ঠিক থাকলে সমস্যা হবে না। নাহলে চিন্তার জায়গা থাকবে।

'৮-১০ ওভার বোলিংয়ের ফিটনেস জরুরি'

দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে বল হাতে নজর কাড়লেন হার্দিক পান্ডিয়া (বাঁয়ে)।

২০১৮ সালে পিঠের চোটের পর থেকে টেস্ট ক্রিকেট থেকে দূরে হার্দিক। অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে। কিন্তু ফের চোটআঘাতে গত কয়েক বছরে মাঠের চেয়ে বাইরেই বেশি সময় কাটাতে হয়েছে। দীর্ঘদিন পর গত আইপিএলে কামব্যাক করলেও, পঞ্চাশের ফরম্যাটে এখনও দেখা যায়নি হার্দিককে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্বপ্নে যা বড় বাধা বলে মনে করছেন শাস্ত্রী।

শেষমুহূর্তে গোল হরমনপ্রীতের

প্রথম পাতার পর

দুই মিনিটে চারটে পেনাল্টি কর্নার প্রাপ্তি হরমনপ্রীতদের। আগের দিনও তিনিই জিতিয়েছিলেন। এদিনও হরমনপ্রীতই খালি হাতে ফিরতে দিলেন না। অন্তত এক পয়েন্ট পাওয়ায় অনেকটাই নিজেদের পরিকল্পনায় সফল ভারত। ম্যাচের পর শ্রীজেশ বলেছেন, 'এটা ভালো যে খালি হাতে ফিরতে হল না। আমাদের ৪ পয়েন্ট লক্ষ্য ছিল দুই ম্যাচ থেকে। শেষপর্যন্ত ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরছি। যাই হোক আমরা খুশি কারণ কোয়ার্টার ফাইনালের আগে প্রতিটি পয়েন্টই গুরুত্বপূর্ণ।'

এত পেনাল্টি কর্নার পেয়েও কেন গোল হয়নি জানতে চাইলে শুধু শ্রীজেশই নয়, অমিত রোহিদাসও বলেছেন, 'হরমন বিশ্বের সেরা ড্র্যাগ ফ্লিকার। ওরাও এটা জানে। সেই অনুযায়ী ওরা দুর্দান্ত হোমওয়ার্ক করে এসেছিল। যখনই আমরা পেনাল্টি কর্নার পেয়েছি ওদের গোলরক্ষক বেরিয়ে আসছিল ডিফেন্ডারদের সঙ্গে। তবে হরমনের কাছেও প্ল্যান 'বি' আছে। আর সেটাই ও করে দেখিয়েছে।' শুক্র-শনিবারের প্রবল বৃষ্টির পর রবিবার থেকে প্রচণ্ড রোদের তেজে বাইরে দাঁড়ানো দায়। স্বাভাবিকভাবেই এই গরমে খেলতে গিয়ে খানিকটা ক্লান্ত হচ্ছেন খেলোয়াড়রা। ঠিক সেটাই বললেন শ্রীজেশ, 'অলিম্পিকে সহজ ম্যাচ হতে পারে না। তাছাড়া আবহাওয়া, সবকিছু মিলিয়ে চাপ ছিল। এখন আমার পরামর্শ হল, ম্যাচগুলো উপভোগ করো।'

পুরস্কারমূল্য ফিরিয়ে দিলেন সৌরভ

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ২৯ জুলাই : ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকাল ৫.৫৭ মিনিট। নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে থেকে নেভি ব্লু রঙের স্যুট, সাদা টি-শার্ট পরা এক ভদ্রলোক মোহনবাগান মাঠের বানানো অনুষ্ঠানকেন্দ্রে উপস্থিত হন। সেইসঙ্গে সেখানে উপস্থিত জনতার 'জয় মোহনবাগান' স্লোগান থেকেই বোঝা যায় তিনি এসে গিয়েছেন। ব্যক্তিটির পরিচয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবারের মোহনবাগানরত্ন। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি হাজির। তাঁর কিছুক্ষণ আগেই বাংলার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার কর্তাদের নিয়ে ক্লাব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন সৌরভের দাদা তথা সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯১১-এর মঞ্চ থেকে ভারতকে ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে দেখার স্বপ্নের কথা জানিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'আশা করি, জীবদ্দশায় ভারতকে ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে দেখে যেতে পারব। ১৬ বছরের লামিনে ইয়ামাল যদি ইউরো কাপের ফাইনাল খেলতে পারে, তাহলে আমরাও পারব। ৫০ জন ফুটবলার প্রয়োজন যারা রোজ সকালে নিয়মিত অনুশীলন করার পাশাপাশি বিশ্বাস করবে, আমরা পারি।' মোহনবাগান দিবসে 'দাদা' ফিরে গিয়েছিলেন অতীতের দিনগুলিতে। স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, 'ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট খেললেও আমার বড় হওয়া ফুটবল মাঠে। তখন সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ি। প্রতিদিন বিকাল ৪টায় র‍্যাম্পার্টে বসে খেলা দেখতাম। আমার মেম্বারশিপ কার্ড ছিল না। বাবার কার্ডটা নিয়ে আসতাম। সেইসময় মোহনবাগানে খেলা প্রতিটি ফুটবলারের নাম আজও এক নিশ্বাসে বলতে পারি।' ক্লাব সম্পর্কে সৌরভের বার্তা, 'মোহনবাগান ক্লাব কেবল ১৯১১ সালে থেমে নেই। এই ক্লাবটা বছরের পর বছর প্রচুর রত্ন কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলকে দিয়েছে। দেবাশিসদা (মোহনসচিব দেবাশিস দত্ত) ভাগ্যবান যে প্রতিবছর ওঁকে ক্লাবের রত্ন খোঁজার জন্য বেশি পরিশ্রম করতে হয় না।'

১ অগাস্ট ইস্টবেঙ্গল দিবসের দিন 'ভারত গৌরব' সম্মান পাবেন সৌরভ। দুই দিনের ব্যবধানে বাংলার দুই প্রধানের থেকে সংবর্ধনা পাওয়া নিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'দুইটি ক্লাবের হয়েই খেলেছি। ইস্টবেঙ্গলের সম্মানও অনেক গর্বের। ময়দানে যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।' সৌরভকে সম্মানটি দেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ ও সচিব দেবাশিস দত্ত। পুরস্কারমূল্য হিসাবে পাওয়া ২ লক্ষ টাকা সৌরভ তৃণমূল স্তরে উন্নতির স্বার্থে ক্লাবকে ফিরিয়ে দেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন সাংলি-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, সাংলি - এর একজন বাসিন্দা অর্চনা ক্রান্তি কুমার মিরাজকার - কে 30.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99L 90203 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এটি আমাকে সীমাহীন আনন্দ প্রদান করেছে কারণ এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার মানে আমার কাছে অনেক কিছু। জীবন প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং এটি যে কোনও ব্যয় মেটাতে অগ্রাধিকার দেয়। আর্থিক অবস্থার দিক থেকে আমার জীবনকে আরও উন্নত করার অধিকার আমার আছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

অনুশীলনে বিরাট-রোহিতরা

কলম্বো, ২৯ জুলাই : বার্বাডোজ ২৯ জুন। কলম্বো ২৯ জুলাই।

ব্যবধান ঠিক এক মাসের। এই এক মাসের ব্যবধানে ফের ক্রিকেট মাঠে ফিরলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে পাল্লেকেলের মাঠে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল সিরিজের শেষ ম্যাচ নেহাতই নিয়মরক্ষার। সেই নিয়মরক্ষার ম্যাচের আগেই গতকাল সন্ধ্যার দিকে টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান ও প্রাক্তন অধিনায়ক পৌঁছে গিয়েছেন কলম্বো। তাঁদের সঙ্গে কুলদীপ যাদব, শ্রেয়স আইয়াররাও রয়েছেন। কলম্বো পৌঁছে সময় নষ্ট না করে আজ থেকেই কোহলিরা অনুশীলনে নেমে পড়লেন।

মঙ্গলবার টি২০ সিরিজ শেষে কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রয়েছে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। ২, ৪ ও ৭ অগাস্ট রয়েছে তিন ম্যাচের সিরিজ। যেখানে অধিনায়ক হিসেবে ফের হিটম্যানকে যেমন দেখতে পাবে দুনিয়া, তেমনই রোহিতের সঙ্গে গম্ভীরের সম্পর্কের রসায়ন কোন পথে যেতে চলেছে, তারও দিশা মিলবে। শ্রেয়সের জন্যও শ্রীলঙ্কা সিরিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। চোটআঘাত সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও ফিটনেস নিয়ে বিতর্কের ধাক্কা সামলে শ্রেয়স কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন। এবারও তাঁরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ। এদিকে, আজ রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রের খবর, গম্ভীরের দলে বোলিং কোচ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার মরনি মরকেলকে নিয়োগের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিলেন জয় শা-রা। সব ঠিক মতো চললে, আগামী সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত থাকা বাংলাদেশ সিরিজের সময় থেকেই মরকেল ভারতীয় বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলাবেন।

ওডিআই সিরিজের জন্য কলম্বোয় পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি।

STAR HOSPITAL

SILIGURI STAR HOSPITAL

DEPARTMENT OF GENERAL LAPAROSCOPIC & CANCER SURGERY

AREA OF EXPERTISE:
- General Surgery
- Laparoscopic Surgery
- Laser Surgery
- Oncological Surgery: Breast Cancer, Stomach Cancer Colon Cancer

DR. VISHANT DEO
MBBS, MS GENERAL SURGERY
EX AIIMS, NEW DELHI
& EX TATA CANCER MUMBAI

CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060

starhospitalslg@gmail.com www.starhospitalslg.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005